লেখচিত্র ১০ (খ): ৪৩তম বিসিএস পরীক্ষায় সর্বাধিক সুপারিশপ্রাপ্ত প্রথম ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ অনুযায়ী লেখচিত্র

সারণি ১০.৪: ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ অনুযায়ী জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান [লেখচিত্র: ১০(খ)]

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠানের ধরণ	পুরুষ	মহিলা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১	সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/মেডিকেল কলেজ	১৬২২ (৭৪.৯৯%)	৩৮৩ (১৭.৭১%)	২০০৫ (৯২.৭০%)
২	বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/মেডিকেল কলেজ	২৭ (১.২৫%)	২ (০.০৯%)	২৯ (১.৩৪%)
৩	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	৪৮ (২.২২%)	(১.১১%)	৬২ (৩.৩৩%)
৪	অন্যান্য	৪৫ (২.০৮%)	১২ (০.৫৫%)	৫৭ (২.৬৪%)
	মোট	১৭৪২ (৮০.৫৪%)	৪২১ (১৯.৪৬%)	২১৬৩ (১০০%)

সারণি ১০.৫: ৪১তম বি.সি.এস. ও ৪৩ তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় আবেদনকারী প্রার্থীগণের ১ম ক্যাডার পছন্দক্রম অনুযায়ী জেন্ডারভিত্তিক তুলনামূলক পরিসংখ্যান

ক্রমিক	ক্যাডারের নাম	৪১ তম বি.সি.এস.			৪৩ তম বি.সি.এস.		
		পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১	বি.সি.এস. (প্রশাসন)	১৫৭৮৯৫ (৩৯.০৩%)	১০৪৬৯৯ (২৫.৮৮%)	২৬২৫৯৪ (৬৪.৯২%)	১৭১০৯৩ (৩৮.৬৪%)	১২৪৪০১ (২৮.০৯%)	২৯৫৪৯৪ (৬৬.৭৩%)
২	বি.সি.এস. (পুলিশ)	৩১৭১১ (৭.৮৪%)	৩৯৮০ (০.৯৮%)	৩৫৬৯১ (৮.৮২%)	৩৫৯৫১ (৮.১২%)	৪৭১৫ (১.০৬%)	৪০৬৬৬ (৯.১৮%)
৩	বি.সি.এস. (পররাষ্ট্র)	২৭০০৭ (৬.৬৮%)	১৪৬৩৪ (৩.৬২%)	৪১৬৪১ (১০.২৯%)	৩৪৯৭১ (৭.৯০%)	২০৭৪৯ (৪.৬৯%)	৫৫৭২০ (১২.৫৮%)
৪	বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা)	১১০৮৪ (২.৭৪%)	১৩২৪১ (৩.২৭%)	২৪৩২৫ (৬.০১%)	১০২৪৭ (২.৩১%)	১৩৭৮৬ (৩.১১%)	২৪০৩৩ (৫.৪৩%)
৫	অন্যান্য	২২০৭০ (৫.৪৬%)	১৮১৯২ (৪.৫০%)	৪০২৬২ (৯.৯৫%)	১৫৫৬৬ (৩.৫২%)	১১৩৫২ (২.৫৬%)	২৬৯১৮ (৬.০৮%)

৫ সারণি ১০.৬: ৪১তম বি.সি.এস. ও ৪৩ তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় আবেদনকারী প্রার্থীগণের ২য় ক্যাডার পছন্দক্রম অনুযায়ী জেন্ডারভিত্তিক তুলনামূলক পরিসংখ্যান

ক্রমিক	ক্যাডারের নাম	৪১ তম বি.সি.এস			৪৩ তম বি.সি.এস.		
		পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১	বি.সি.এস. (প্রশাসন)	৫৭৯৭৭ (১৪.৩৩%)	২৬০৭৬ (৬.৪৫%)	৮৪০৫৩ (২০.৭৮%)	৬৮১৩৪ (১৫.৩৯%)	৩২০৪৫ (৭.২৪%)	১০০১৭৯ (২২.৬২%)
২	বি.সি.এস. (পুলিশ)	৮৫১০০ (২১.০৪%)	২৫৪২৯ (৬.২৯%)	১১০৫২৯ (২৭.৩২%)	৯৮৪২২ (২২.২৩%)	৩৩৫৫৮ (৭.৫৮%)	১৩১৯৮০ (২৯.৮০%)
৩	বি.সি.এস. (পররাষ্ট্র)	৭৯৩৭ (১.৯৬%)	৬৫১৭ (১.৬১%)	১৪৪৫৪ (৩.৫৭%)	১০৪৪১ (২.৩৬%)	৯৪৯২ (২.১৪%)	১৯৯৩৩ (৪.৫০%)
৪	বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা)	৫৮০২ (১.৪৩%)	৭৭০৭ (১.৯১%)	১৩৫০৯ (৩.৩৪%)	৫৬২৪ (১.২৭%)	৯১৪০ (২.০৬%)	১৪৭৬৪ (৩.৩৩%)
৫	অন্যান্য	৯২৯৫১ (২২.৯৮%)	৮৯০১৭ (২২.০১%)	১৮১৯৬৮ (৪৪.৯৮%)	৮৫২০৭ (১৯.২৪%)	৯০৭৬৮ (২০.৫০%)	১৭৫৯৭৫ (৩৯.৭৪%)

** ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় আবেদনকারীর সংখ্যা ৪,০৪,৬৫১ জন।

** ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় আবেদনকারীর সংখ্যা ৪,৪২,৮৩২ জন।

সারণি ১০.৭: ৪১তম বি.সি.এস. ও ৪৩তম বি.সি.এস.পরীক্ষার প্রিলিমিনারি টেস্টে উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের বয়সওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক তুলনামূলক পরিসংখ্যান

বয়সের শ্রেণিবিন্যাস	৪১তম বি.সি.এস.			৪৩তম বি.সি.এস.		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২১—২৩	১৮৭২ (৮.৮৯%)	৪৪৩ (২.১০%)	২৩১৫ (১০.৯৯%)	৮৩২ (৫.৪৬%)	১৪৬ (০.৯৬%)	৯৭৮ (৬.৪২%)
২৩—২৫	৫৩৪০ (২৫.৩৬%)	১৪১২ (৬.৭১%)	৬৭৫২ (৩২.০৭%)	৩৬৩৭ (২৩.৮৮%)	৭২৮ (৪.৭৮%)	৪৩৬৫ (২৮.৬৬%)
২৫—২৭	৫৬১৬ (২৬.৬৭%)	১৫০৭ (৭.১৬%)	৭১২৩ (৩৩.৮৩%)	৪৫৯৮ (৩০.১৯%)	৯৯১ (৬.৫১%)	৫৫৮৯ (৩৬.৭০%)
২৭—২৯	৩৩৭১ (১৬.০১%)	৭৫৯ (৩.৬০%)	৪১৩০ (১৯.৬১%)	৩০৯৯ (২০.৩৫%)	৬০১ (৩.৯৫%)	৩৭০০ (২৪.৩০%)
২৯-এর ঊর্ধ্বে	৬১৩ (২.৯১%)	১২৩ (০.৫৮%)	৭৩৬ (৩.৫০%)	৫০০ (৩.২৮%)	৯৭ (০.৬৪%)	৫৯৭ (৩.৯২%)
মোট	১৬৮১২ (৭৯.৮৪%)	৪২৪৪ (২০.১৬%)	২১০৫৬ (১০০%)	১২৬৬৬ (৮৩.১৭%)	২৫৬৩ (১৬.৮৩%)	১৫২২৯ (১০০%)

৫

সারণি ১০.৮: ৪১তম বি.সি.এস. ও ৪৩তম বি.সি.এস. লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের বয়সওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক তুলনামূলক পরিসংখ্যান

বয়সের শ্রেণিবিন্যাস	৪১তম বি.সি.এস.			৪৩তম বি.সি.এস.		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২১—২৩	১৩৫৪ (১০.৪২%)	৩২৮ (২.৫২%)	১৬৮২ (১২.৯৪%)	৬৬১ (৬.৭২%)	১১৯ (১.২১%)	৭৮০ (৭.৯৩%)
২৩—২৫	৩৫২০ (২৭.০৮%)	৯২৭ (৭.১৩%)	৪৪৪৭ (৩৪.২১%)	২৫৮৭ (২৬.২৯%)	৫৪০ (৫.৪৯%)	৩১২৭ (৩১.৭৮%)
২৫—২৭	৩২৫৯ (২৫.০৭%)	৯৩৯ (৭.২২%)	৪১৯৮ (৩২.২৯%)	২৯১০ (২৯.৫৭%)	৬৪৬ (৬.৫৭%)	৩৫৫৬ (৩৬.১৪%)
২৭—২৯	১৮৩১ (১৪.০৮%)	৪৫৪ (৩.৪৯%)	২২৮৫ (১৭.৫৮%)	১৭১৪ (১৭.৪২%)	৩৭০ (৩.৭৬%)	২০৮৪ (২১.১৮%)
২৯-এর ঊর্ধ্বে	৩১৫ (২.৪২%)	৭৩ (০.৫৬%)	৩৮৮ (২.৯৮%)	২৩৩ (২.৩৭%)	৬০ (০.৬১%)	২৯৩ (২.৯৮%)
মোট	১০২৭৯ (৭৯.০৭%)	২৭২১ (২০.৯৩%)	১৩০০০ (১০০%)	৮১০৫ (৮২.৩৬%)	১৭৩৫ (১৭.৬৪%)	৯৮৪০ (১০০%)

সারণি ১০.৯: ৪১তম বি.সি.এস. ও ৪৩তম বি.সি.এস. সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের বয়সওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক তুলনামূলক পরিসংখ্যান

বয়সের শ্রেণিবিন্যাস	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
২১—২৩	৩৭৭ (১৪.৯৮%)	১১২ (৪.৪৫%)	৪৮৯ (১৯.৪৪%)	২৪৬ (১১.৩৭%)	৫০ (২.৩১%)	২৯৬ (১৩.৬৮%)
২৩—২৫	৭৩৫ (২৯.২১%)	২৬৯ (১০.৬৯%)	১০০৪ (৩৯.৯০%)	৬৬৮ (৩০.৮৮%)	১৪৭ (৬.৮০%)	৮১৫ (৩৭.৬৮%)
২৫—২৭	৫০৫ (২০.০৭%)	১৯৮ (৭.৮৭%)	৭০৩ (২৭.৯৪%)	৫৪৭ (২৫.২৯%)	১৫১ (৬.৯৮%)	৬৯৮ (৩২.২৭%)
২৭—২৯	১৯৮ (৭.৮৭%)	৮০ (৩.১৮%)	২৭৮ (১১.০৫%)	২৫৩ (১১.৭০%)	৬৪ (২.৯৬%)	৩১৭ (১৪.৬৬%)
২৯-এর ঊর্ধ্বে	২৯ (১.১৫%)	১৩ (০.৫২%)	৪২ (১.৬৭%)	২৮ (১.২৯%)	৯ (০.৪২%)	৩৭ (১.৭১%)
মোট	১৮৪৪ (৭৩.২৯%)	৬৭২ (২৬.৭১%)	২৫১৬ (১০০%)	১৭৪২ (৮০.৫৪%)	৪২১ (১৯.৪৬%)	২১৬৩ (১০০%)

সারণি ১০.১০: বিভিন্ন বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

বি.সি.এস.	পুরুষ	মহিলা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৪৩ তম বি.সি.এস.	১৭৪২ (৮০.৫৪%)	৪২১ (১৯.৪৬%)	২১৬৩ (১০০%)
৪২ তম বি.সি.এস. (বিশেষ)	২০৩৯ (৫০.৯৮%)	১৯৬১ (৪৯.০৩%)	৪০০০ (১০০%)
৪১ তম বি.সি.এস.	১৮৪৪ (৭৩.২৯%)	৬৭২ (২৬.৭১%)	২৫১৬ (১০০%)
৪০ তম বি.সি.এস.	১৪৫২ (৭৩.৯৭%)	৫১১ (২৬.০৩%)	১৯৬৩ (১০০%)
৩৯ তম বি.সি.এস. (বিশেষ)	৩৬০০ (৫৩.০০%)	৩১৯২ (৪৭.০০%)	৬৭৯২ (১০০%)
৩৮ তম বি.সি.এস.	১৬১১ (৭৩.০৯%)	৫৯৩ (২৬.৯১%)	২২০৪ (১০০%)

সারণি ১০.১১: ৪১তম বি.সি.এস. ও ৪৩তম বি.সি.এস. এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীগণের ডিসিপ্লিন অনুযায়ী জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

ডিসিপ্লিন	৪১তম বি.সি.এস.			৪৩তম বি.সি.এস.		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
মানবিক	৫৪৩৫ (২৫.৮১%)	১৬৯৪ (৮.০৫%)	৭১২৯ (৩৩.৮৬%)	৩৯৬৮ (২৬.০২%)	৯৫৬(৬.২৭%)	৪৯২৪ (৩২.২৯%)
বিজ্ঞান	৩২৩০ (১৫.৩৪%)	৭৪৩ (৩.৫৩%)	৩৯৭৩ (১৮.৮৭%)	২৩৫১ (১৫.৪২%)	৪৯৪ (৩.২৪%)	২৮৪৫ (১৮.৬৬%)
ব্যবসায় শিক্ষা	২২২২ (১০.৫৫%)	৩৮৭ (১.৮৪%)	২৬০৯ (১২.৩৯%)	১৬৩৭ (১০.৭৪%)	২৫৯ (১.৭০%)	১৮৯৬ (১২.৪৩%)
প্রকৌশল	২৫৯৫ (১২.৩২%)	২১৬ (১.০৩%)	২৮১১ (১৩.৩৫%)	২২৮৯ (১৫.০১%)	১৬০ (১.০৫%)	২৪৪৯ (১৬.০৬%)
চিকিৎসা বিজ্ঞান	৬৩৬ (৩.০২%)	৩৬২ (১.৭২%)	৯৯৮ (৪.৭৪%)	২৬৯ (১.৭৬%)	১৩১ (০.৮৬%)	৪০০ (২.৬২%)
কৃষি শিক্ষা	১৬৭৮ (৭.৯৭%)	৬৪৯ (৩.০৮%)	২৩২৭ (১১.০৫%)	১২৯৯ (৮.৫২%)	৪১৯ (২.৭৫%)	১৭১৮ (১১.২৭%)
অন্যান্য	১০১৬ (৪.৮৩%)	১৯৩ (০.৯২%)	১২০৯ (৫.৭৪%)	৮৫৩ (৫.৫৯%)	১৪৪ (০.৯৪%)	৯৯৭ (৬.৫৪%)
মোট	১৬৮১২ (৭৯.৮৪%)	৪২৪৪ (২০.১৬%)	২১০৫৬ (১০০%)	১২৬৬৬ (৮৩.১৭%)	২৫৬৩ (১৬.৮৩%)	১৫২২৯ (১০০%)

সারণি ১০.১২: ৪১তম বি.সি.এস. ও ৪৩তম বি.সি.এস. এর মৌখিক পরীক্ষায় উপস্থিত প্রার্থীগণের ডিসিপ্লিন অনুযায়ী জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

ডিসিপ্লিন	৪১তম বি.সি.এস.			৪৩তম বি.সি.এস.		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
মানবিক	২৭৫০ (২২.২১%)	৯৮৯ (৭.৯৯%)	৩৭৩৯ (৩০.১৯%)	১৯৮২ (২১.৩৫%)	৫৩৫ (৫.৭৬%)	২৫১৭ (২৭.১১%)
বিজ্ঞান	১৮০২ (১৪.৫৫%)	৪৪১ (৩.৫৬%)	২২৪৩ (১৮.১১%)	১৪৯৬ (১৬.১১%)	৩২০ (৩.৪৫%)	১৮১৬ (১৯.৫৬%)
ব্যবসায় শিক্ষা	১২৭৭ (১০.৩১%)	২৩৫ (১.৯০%)	১৫১২ (১২.২১%)	৯৫৬ (১০.৩০%)	১৬৩ (১.৭৬%)	১১১৯ (১২.০৫%)
প্রকৌশল	১৮৩১ (১৪.৭৯%)	১৪৮ (১.২০%)	১৯৭৯ (১৫.৯৮%)	১৬১৯ (১৭.৪৪%)	১০৭ (১.১৫%)	১৭২৬ (১৮.৫৯%)
চিকিৎসা বিজ্ঞান	২৩৫ (১.৯০%)	১৬৬ (১.৩৪%)	৪০১ (৩.২৪%)	১৬০ (১.৭২%)	৯৪ (১.০১%)	২৫৪ (২.৭৪%)
কৃষি শিক্ষা	১২৬৩ (১০.২০%)	৪৮৪ (৩.৯১%)	১৭৪৭ (১৪.১০%)	৮৯৩ (৯.৬২%)	৩০৫ (৩.২৮%)	১১৯৮ (১২.৯০%)
অন্যান্য	৬৩৩ (৫.১১%)	১৩২ (১.০৭%)	৭৬৫ (৬.১৮%)	৫৫৫ (৫.৯৮%)	১০০ (১.০৮%)	৬৫৫ (৭.০৫%)
মোট	৯৭৯১ (৭৯.০৫%)	২৫৯৫ (২০.৯৫%)	১২৩৮৬ (১০০%)	৭৬৬১ (৮২.৫১%)	১৬২৪ (১৭.৪৯%)	৯২৮৫ (১০০%)

সারণি ১০.১৩: ৪১তম বি.সি.এস. ও ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের ডিসিপ্লিন অনুযায়ী জেন্ডারভিত্তিক পরিসংখ্যান

ডিসিপ্লিন	৪১তম বি.সি.এস.			৪৩তম বি.সি.এস.		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
মানবিক	৪০৭ (১৬.১৮%)	২০৭ (৮.২৩%)	৬১৪ (২৪.৪০%)	৪১৭ (১৯.২৮%)	১৩২ (৬.১০%)	৫৪৯ (২৫.৩৮%)
বিজ্ঞান	৩০৯ (১২.২৮%)	১২৯ (৫.১৩%)	৪৩৮ (১৭.৪১%)	২৭৩ (১২.৬২%)	৮১ (৩.৭৪%)	৩৫৪ (১৬.৩৭%)
ব্যবসায় শিক্ষা	১৯৫ (৭.৭৫%)	৩৪ (১.৩৫%)	২২৯ (৯.১০%)	১৫১ (৬.৯৮%)	২৭ (১.২৫%)	১৭৮ (৮.২৩%)
প্রকৌশল	৩৭৫ (১৪.৯০%)	৪১ (১.৬৩%)	৪১৬ (১৬.৫৩%)	৪৬৯ (২১.৬৮%)	২৫ (১.১৬%)	৪৯৪ (২২.৮৪%)
চিকিৎসা বিজ্ঞান	১৭০ (৬.৭৬%)	১২৭ (৫.০৫%)	২৯৭ (১১.৮০%)	৬৪ (২.৯৬%)	৩৬ (১.৬৬%)	১০০ (৪.৬২%)
কৃষি শিক্ষা	৩৩০ (১৩.১২%)	১২৪ (৪.৯৩%)	৪৫৪ (১৮.০৪%)	৩৩০ (১৫.২৬%)	১১৩ (৫.২২%)	৪৪৩ (২০.৪৮%)
অন্যান্য	৫৮ (২.৩১%)	১০ (০.৪০%)	৬৮ (২.৭০%)	৩৮ (১.৭৬%)	৭ (০.৩২%)	৪৫ (২.০৮%)
মোট	১৮৪৪ (৭৩.২৯%)	৬৭২ (২৬.৭১%)	২৫১৬ (১০০%)	১৭৪২ (৮০.৫৩%)	৪২১ (১৯.৪৭%)	২১৬৩ (১০০%)

লেখচিত্র ১০ (গ): ৪১তম বিসিএস ও ৪৩তম বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণ ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক তুলনামূলক লেখচিত্র

লেখচিত্র ১০ (ঘ): ৪১তম বিসিএস ও ৪৩ তম বিসিএস পরীক্ষায় কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক তুলনামূলক লেখচিত্র

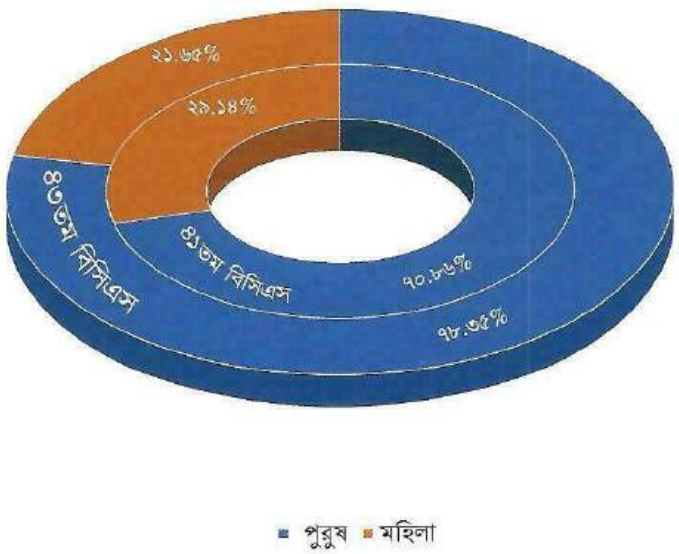

লেখচিত্র ১০ (ঙ): ৪১তম বিসিএস ও ৪৩তম বিসিএস পরীক্ষায় সাধারণ শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক তুলনামূলক লেখচিত্র

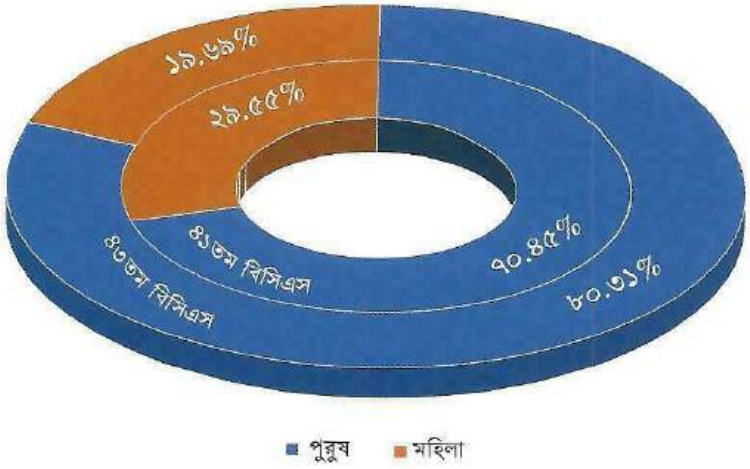

লেখচিত্র ১০ (চ): ৪১তম বিসিএস ও ৪৩তম বিসিএস পরীক্ষায় সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেন্ডারভিত্তিক তুলনামূলক লেখচিত্র

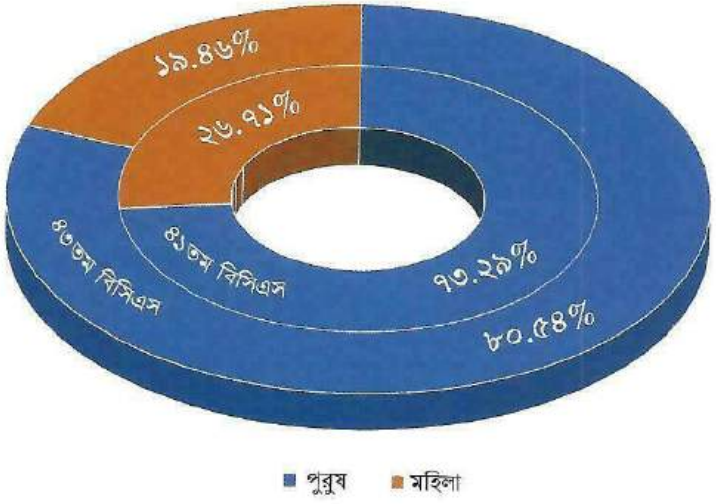

সারণি ১০.১৪: ৪১তম বি.সি.এস.ও ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল এবং সাধারণ শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের তুলনামূলক পরিসংখ্যান [লেখচিত্র ১০(গ), ১০(ঘ), ১০(ঙ) ও ১০(চ)]

বি.সি.এস.	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থী সংখ্যা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
৪১ তম বি.সি.এস.	৬৪৩	১৭৩	৮১৬	৫৭৪	২৩৬	৮১০	৬২৭	২৬৩	৮৯০	১৮৪৪	৬৭২	২৫১৬
	৭৮.৮০%	২১.২০%	১০০%	৭০.৮৬%	২৯.১৪%	১০০%	৭০.৪৫%	২৯.৫৫%	১০০%	৭৩.২৯%	২৬.৭১%	১০০%
৪৩ তম বি.সি.এস.	৫৩৫	১১০	৬৪৫	৪৮৫	১৩৪	৬১৯	৭২২	১৭৭	৮৯৯	১৭৪২	৪২১	২১৬৩
	৮২.৯৫%	১৭.০৫%	১০০%	৭৮.৩৫%	২১.৬৫%	১০০%	৮০.৩১%	১৯.৬৯%	১০০%	৮০.৫৪%	১৯.৪৬%	১০০%

লেখচিত্র ১০ (ছ): ৪১তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেলাওয়ারি ক্যাডারভিত্তিক লেখচিত্র

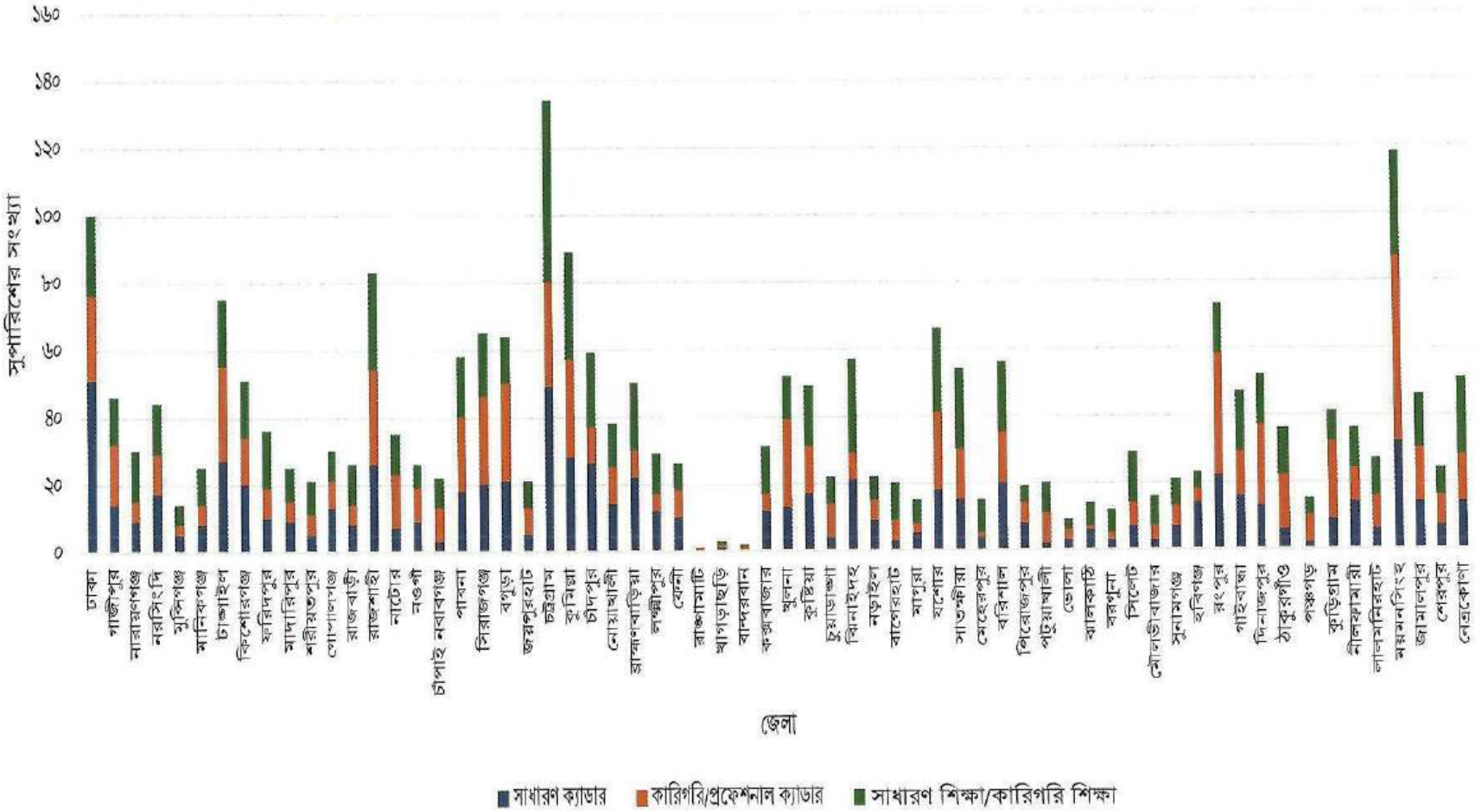

লেখচিত্র ১০ (জ): ৪৩তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল ও সাধারণ শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেলাওয়ারি ক্যাডারভিত্তিক লেখচিত্র

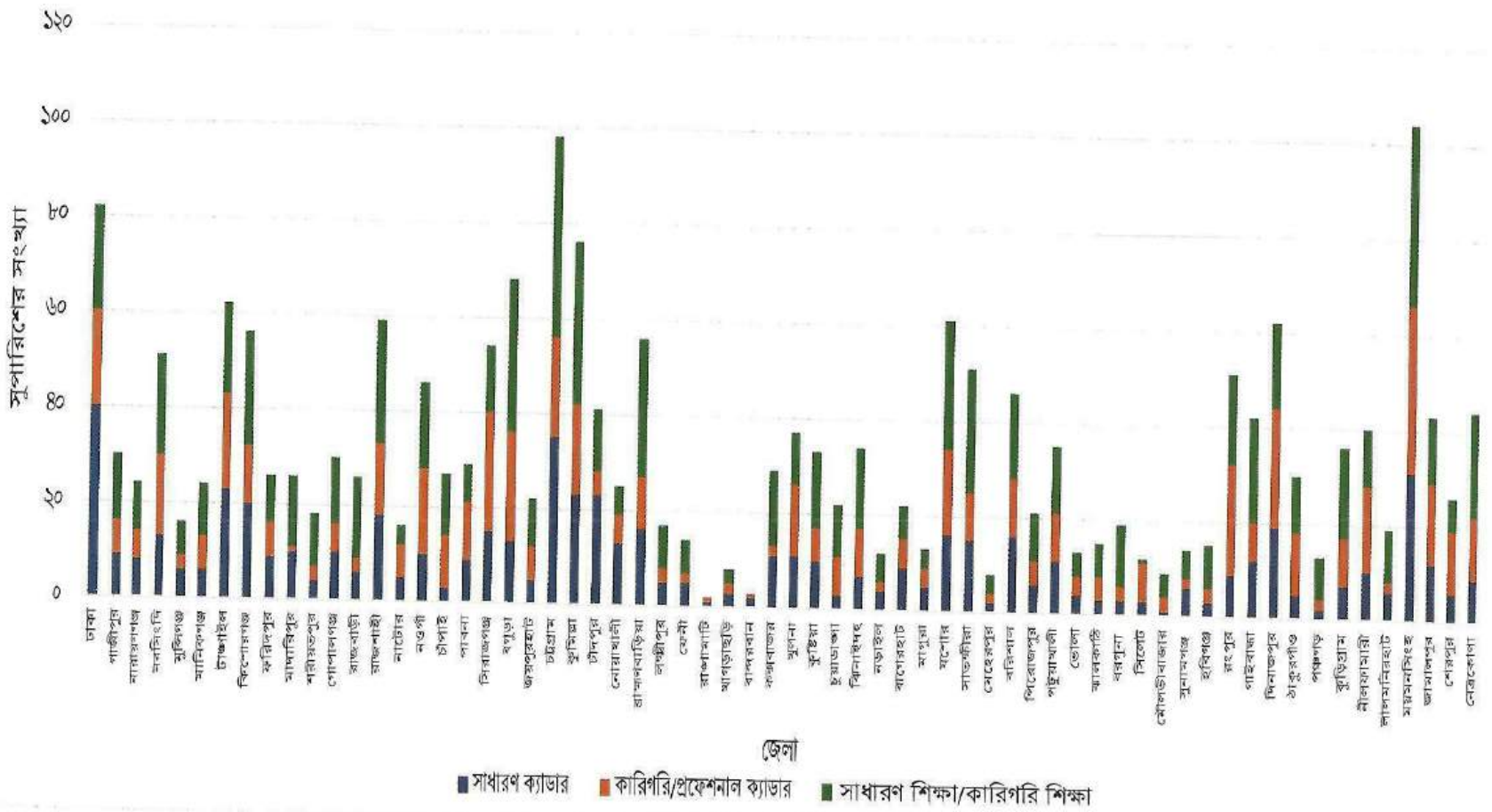

লেখচিত্র ১০ (ঝ): ৪১তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেলাওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক লেখচিত্র

লেখচিত্র ১০ (ঞ): ৪৩তম বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেলাওয়ারি জেন্ডারভিত্তিক লেখচিত্র

সারণি ১০.১৫: ৪১তম বি.সি.এস. পরীক্ষার সাধারণ, কারিগরি /প্রফেশনাল এবং সাধারণ শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেলাভিত্তিক তুলনামূলক পরিসংখ্যান

[লেখচিত্র ১০ (ছ) ও ১০ (ঝ)]

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থী সংখ্যা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
ঢাকা বিভাগ	১৪৫	৫১	১৯৬	১০৩	৪৪	১৪৭	১১৫	৬৫	১৮০	৩৬৩	১৬০	৫২৩
	৫.৭৬%	২.০৩%	৭.৭৯%	৪.০৯%	১.৭৫%	৫.৮৪%	৪.৫৭%	২.৫৮%	৭.১৫%	১৪.৪৩%	৬.৩৬%	২০.৭৯%
ঢাকা	৩১	২০	৫১	১৯	৬	২৫	১১	১৩	২৪	৬১	৩৯	১০০
	১.২৩%	০.৭৯%	২.০৩%	০.৭৬%	০.২৪%	০.৯৯%	০.৪৪%	০.৫২%	০.৯৫%	২.৪২%	১.৫৫%	৩.৯৭%
গাজীপুর	১৩	১	১৪	১০	৮	১৮	১০	৪	১৪	৩৩	১৩	৪৬
	০.৫২%	০.০৪%	০.৫৬%	০.৪০%	০.৩২%	০.৭২%	০.৪০%	০.১৬%	০.৫৬%	১.৩১%	০.৫২%	১.৮৩%
নারায়ণগঞ্জ	৭	২	৯	৫	১	৬	৭	৮	১৫	১৯	১১	৩০
	০.২৮%	০.০৮%	০.৩৬%	০.২০%	০.০৪%	০.২৪%	০.২৮%	০.৩২%	০.৬০%	০.৭৬%	০.৪৪%	১.১৯%
নরসিংদী	৯	৮	১৭	৮	৪	১২	১২	৩	১৫	২৯	১৫	৪৪
	০.৩৬%	০.৩২%	০.৬৮%	০.৩২%	০.১৬%	০.৪৮%	০.৪৮%	০.১২%	০.৬০%	১.১৫%	০.৬০%	১.৭৫%
মুন্সিগঞ্জ	৫	০	৫	১	২	৩	৪	২	৬	১০	৪	১৪
	০.২০%	০.০০%	০.২০%	০.০৪%	০.০৮%	০.১২%	০.১৬%	০.০৮%	০.২৪%	০.৪০%	০.১৬%	০.৫৬%
মানিকগঞ্জ	৬	২	৮	৪	২	৬	১০	১	১১	২০	৫	২৫
	০.২৪%	০.০৮%	০.৩২%	০.১৬%	০.০৮%	০.২৪%	০.৪০%	০.০৪%	০.৪৪%	০.৭৯%	০.২০%	০.৯৯%
টাঙ্গাইল	২২	৫	২৭	২১	৭	২৮	৮	১২	২০	৫১	২৪	৭৫
	০.৮৭%	০.২০%	১.০৭%	০.৮৩%	০.২৮%	১.১১%	০.৩২%	০.৪৮%	০.৭৯%	২.০৩%	০.৯৫%	২.৯৮%
কিশোরগঞ্জ	১৩	৭	২০	১০	৪	১৪	১০	৭	১৭	৩৩	১৮	৫১
	০.৫২%	০.২৮%	০.৭৯%	০.৪০%	০.১৬%	০.৫৬%	০.৪০%	০.২৮%	০.৬৮%	১.৩১%	০.৭২%	২.০৩%
ফরিদপুর	১০	০	১০	৭	২	৯	১৪	৩	১৭	৩১	৫	৩৬
	০.৪০%	০.০০%	০.৪০%	০.২৮%	০.০৮%	০.৩৬%	০.৫৬%	০.১২%	০.৬৮%	১.২৩%	০.২০%	১.৪৩%
মাদারীপুর	৮	১	৯	৫	১	৬	৮	২	১০	২১	৪	২৫
	০.৩২%	০.০৪%	০.৩৬%	০.২০%	০.০৪%	০.২৪%	০.৩২%	০.০৮%	০.৪০%	০.৮৩%	০.১৬%	০.৯৯%

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থী সংখ্যা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
শরীয়তপুর	৪	১	৫	৪	২	৬	৭	৩	১০	১৫	৬	২১
	০.১৬%	০.০৪%	০.২০%	০.১৬%	০.০৮%	০.২৪%	০.২৮%	০.১২%	০.৪০%	০.৬০%	০.২৪%	০.৮৩%
গোপালগঞ্জ	১১	২	১৩	৫	৩	৮	৬	৩	৯	২২	৮	৩০
	০.৪৪%	০.০৮%	০.৫২%	০.২০%	০.১২%	০.৩২%	০.২৪%	০.১২%	০.৩৬%	০.৮৭%	০.৩২%	১.১৯%
রাজবাড়ী	৬	২	৮	৪	২	৬	৮	৪	১২	১৮	৮	২৬
	০.২৪%	০.০৮%	০.৩২%	০.১৬%	০.০৮%	০.২৪%	০.৩২%	০.১৬%	০.৪৮%	০.৭২%	০.৩২%	১.০৩%
রাজশাহী বিভাগ	৯০	১৯	১০৯	১০১	৪৮	১৪৯	৭২	৪৪	১১৬	২৬৩	১১১	৩৭৪
	৩.৫৮%	০.৭৬%	৪.৩৩%	৪.০১%	১.৯১%	৫.৯২%	২.৮৬%	১.৭৫%	৪.৬১%	১০.৪৫%	৪.৪১%	১৪.৮৬%
রাজশাহী	২২	৪	২৬	১৫	১৩	২৮	২০	৯	২৯	৫৭	২৬	৮৩
	০.৮৭%	০.১৬%	১.০৩%	০.৬০%	০.৫২%	১.১১%	০.৭৯%	০.৩৬%	১.১৫%	২.২৭%	১.০৩%	৩.৩০%
নাটোর	৬	১	৭	১১	৫	১৬	৯	৩	১২	২৬	৯	৩৫
	০.২৪%	০.০৪%	০.২৮%	০.৪৪%	০.২০%	০.৬৪%	০.৩৬%	০.১২%	০.৪৮%	১.০৩%	০.৩৬%	১.৩৯%
নওগাঁ	৯	০	৯	৬	৪	১০	৬	১	৭	২১	৫	২৬
	০.৩৬%	০.০০%	০.৩৬%	০.২৪%	০.১৬%	০.৪০%	০.২৪%	০.০৪%	০.২৮%	০.৮৩%	০.২০%	১.০৩%
চাঁপাই নবাবগঞ্জ	২	১	৩	৮	২	১০	৪	৫	৯	১৪	৮	২২
	০.০৮%	০.০৪%	০.১২%	০.৩২%	০.০৮%	০.৪০%	০.১৬%	০.২০%	০.৩৬%	০.৫৬%	০.৩২%	০.৮৭%
পাবনা	১২	৬	১৮	১২	১০	২২	৯	৯	১৮	৩৩	২৫	৫৮
	০.৪৮%	০.২৪%	০.৭২%	০.৪৮%	০.৪০%	০.৮৭%	০.৩৬%	০.৩৬%	০.৭২%	১.৩১%	০.৯৯%	২.৩১%
সিরাজগঞ্জ	১৬	৪	২০	১৭	৯	২৬	১৩	৬	১৯	৪৬	১৯	৬৫
	০.৬৪%	০.১৬%	০.৭৯%	০.৬৮%	০.৩৬%	১.০৩%	০.৫২%	০.২৪%	০.৭৬%	১.৮৩%	০.৭৬%	২.৫৮%
বগুড়া	২০	১	২১	২৫	৪	২৯	৭	৭	১৪	৫২	১২	৬৪
	০.৭৯%	০.০৪%	০.৮৩%	০.৯৯%	০.১৬%	১.১৫%	০.২৮%	০.২৮%	০.৫৬%	২.০৭%	০.৪৮%	২.৫৪%
জয়পুরহাট	৩	২	৫	৭	১	৮	৪	৪	৮	১৪	৭	২১
	০.১২%	০.০৮%	০.২০%	০.২৮%	০.০৪%	০.৩২%	০.১৬%	০.১৬%	০.৩২%	০.৫৬%	০.২৮%	০.৮৩%

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থী সংখ্যা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
চট্টগ্রাম বিভাগ	১৩৮	৩৬	১৭৪	৭৯	৩২	১১১	১৩৯	৩৮	১৭৭	৩৫৬	১০৬	৪৬২
	৫.৪৮%	১.৪৩%	৬.৯২%	৩.১৪%	১.২৭%	৪.৪১%	৫.৫২%	১.৫১%	৭.০৩%	১৪.১৫%	৪.২১%	১৮.৩৬%
চট্টগ্রাম	৪১	৮	৪৯	২৩	৮	৩১	৪০	১৪	৫৪	১০৪	৩০	১৩৪
	১.৬৩%	০.৩২%	১.৯৫%	০.৯১%	০.৩২%	১.২৩%	১.৫৯%	০.৫৬%	২.১৫%	৪.১৩%	১.১৯%	৫.৩৩%
কুমিল্লা	২৬	২	২৮	২৩	৬	২৯	২৬	৬	৩২	৭৫	১৪	৮৯
	১.০৩%	০.০৮%	১.১১%	০.৯১%	০.২৪%	১.১৫%	১.০৩%	০.২৪%	১.২৭%	২.৯৮%	০.৫৬%	৩.৫৪%
চাঁদপুর	২০	৬	২৬	৭	৪	১১	১৭	৫	২২	৪৪	১৫	৫৯
	০.৭৯%	০.২৪%	১.০৩%	০.২৮%	০.১৬%	০.৪৪%	০.৬৮%	০.২০%	০.৮৭%	১.৭৫%	০.৬০%	২.৩৪%
নোয়াখালী	১১	৩	১৪	৭	৪	১১	১১	২	১৩	২৯	৯	৩৮
	০.৪৪%	০.১২%	০.৫৬%	০.২৮%	০.১৬%	০.৪৪%	০.৪৪%	০.০৮%	০.৫২%	১.১৫%	০.৩৬%	১.৫১%
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৫	৭	২২	৭	১	৮	১৩	৭	২০	৩৫	১৫	৫০
	০.৬০%	০.২৮%	০.৮৭%	০.২৮%	০.০৪%	০.৩২%	০.৫২%	০.২৮%	০.৭৯%	১.৩৯%	০.৬০%	১.৯৯%
লক্ষ্মীপুর	৯	৩	১২	৩	২	৫	১১	১	১২	২৩	৬	২৯
	০.৩৬%	০.১২%	০.৪৮%	০.১২%	০.০৮%	০.২০%	০.৪৪%	০.০৪%	০.৪৮%	০.৯১%	০.২৪%	১.১৫%
ফেনী	৬	৪	১০	৫	৩	৮	৭	১	৮	১৮	৮	২৬
	০.২৪%	০.১৬%	০.৪০%	০.২০%	০.১২%	০.৩২%	০.২৮%	০.০৪%	০.৩২%	০.৭২%	০.৩২%	১.০৩%
রাঙ্গামাটি	০	০	০	০	১	১	০	০	০	০	১	১
	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০৪%	০.০৪%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০৪%	০.০৪%
খাগড়াছড়ি	১	০	১	০	১	১	০	১	১	১	২	৩
	০.০৪%	০.০০%	০.০৪%	০.০০%	০.০৪%	০.০৪%	০.০০%	০.০৪%	০.০৪%	০.০৪%	০.০৮%	০.১২%
বান্দরবান	০	০	০	১	০	১	১	০	১	২	০	২
	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০৪%	০.০০%	০.০৪%	০.০৪%	০.০০%	০.০৪%	০.০৮%	০.০০%	০.০৮%
কক্সবাজার	৯	৩	১২	৩	২	৫	১৩	১	১৪	২৫	৬	৩১
	০.৩৬%	০.১২%	০.৪৮%	০.১২%	০.০৮%	০.২০%	০.৫২%	০.০৪%	০.৫৬%	০.৯৯%	০.২৪%	১.২৩%

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থী সংখ্যা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
খুলনা বিভাগ	৮৯	২০	১০৯	৮৩	২৯	১১২	১১৭	৩৪	১৫১	২৮৯	৮৩	৩৭২
	৩.৫৪%	০.৭৯%	৪.৩৩%	৩.৩০%	১.১৫%	৪.৪৫%	৪.৬৫%	১.৩৫%	৬.০০%	১১.৪৯%	৩.৩০%	১৪.৭৯%
খুলনা	১২	১	১৩	১৭	৯	২৬	৮	৫	১৩	৩৭	১৫	৫২
	০.৪৮%	০.০৪%	০.৫২%	০.৬৮%	০.৩৬%	১.০৩%	০.৩২%	০.২০%	০.৫২%	১.৪৭%	০.৬০%	২.০৭%
কুষ্টিয়া	১৫	২	১৭	১১	৩	১৪	১১	৭	১৮	৩৭	১২	৪৯
	০.৬০%	০.০৮%	০.৬৮%	০.৪৪%	০.১২%	০.৫৬%	০.৪৪%	০.২৮%	০.৭২%	১.৪৭%	০.৪৮%	১.৯৫%
চুয়াডাঙ্গা	৩	১	৪	৯	১	১০	৫	৩	৮	১৭	৫	২২
	০.১২%	০.০৪%	০.১৬%	০.৩৬%	০.০৪%	০.৪০%	০.২০%	০.১২%	০.৩২%	০.৬৮%	০.২০%	০.৮৭%
ঝিনাইদহ	১৬	৫	২১	৬	২	৮	২৪	৪	২৮	৪৬	১১	৫৭
	০.৬৪%	০.২০%	০.৮৩%	০.২৪%	০.০৮%	০.৩২%	০.৯৫%	০.১৬%	১.১১%	১.৮৩%	০.৪৪%	২.২৭%
নড়াইল	৭	২	৯	৫	১	৬	৬	১	৭	১৮	৪	২২
	০.২৮%	০.০৮%	০.৩৬%	০.২০%	০.০৪%	০.২৪%	০.২৪%	০.০৪%	০.২৮%	০.৭২%	০.১৬%	০.৮৭%
বাগেরহাট	৩	০	৩	৪	২	৬	১০	১	১১	১৭	৩	২০
	০.১২%	০.০০%	০.১২%	০.১৬%	০.০৮%	০.২৪%	০.৪০%	০.০৪%	০.৪৪%	০.৬৮%	০.১২%	০.৭৯%
মাগুরা	৫	০	৫	২	১	৩	৫	২	৭	১২	৩	১৫
	০.২০%	০.০০%	০.২০%	০.০৮%	০.০৪%	০.১২%	০.২০%	০.০৮%	০.২৮%	০.৪৮%	০.১২%	০.৬০%
যশোর	১২	৬	১৮	১৮	৫	২৩	১৯	৬	২৫	৪৯	১৭	৬৬
	০.৪৮%	০.২৪%	০.৭২%	০.৭২%	০.২০%	০.৯১%	০.৭৬%	০.২৪%	০.৯৯%	১.৯৫%	০.৬৮%	২.৬২%
সাতক্ষীরা	১৩	২	১৫	১০	৫	১৫	২০	৪	২৪	৪৩	১১	৫৪
	০.৫২%	০.০৮%	০.৬০%	০.৪০%	০.২০%	০.৬০%	০.৭৯%	০.১৬%	০.৯৫%	১.৭১%	০.৪৪%	২.১৫%
মেহেরপুর	৩	১	৪	১	০	১	৯	১	১০	১৩	২	১৫
	০.১২%	০.০৪%	০.১৬%	০.০৪%	০.০০%	০.০৪%	০.৩৬%	০.০৪%	০.৪০%	০.৫২%	০.০৮%	০.৬০%

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থী সংখ্যা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
বরিশাল বিভাগ	৩৮	৪	৪২	২৭	৯	৩৬	৩১	২১	৫২	৯৬	৩৪	১৩০
	১.৫১%	০.১৬%	১.৬৭%	১.০৭%	০.৩৬%	১.৪৩%	১.২৩%	০.৮৩%	২.০৭%	৩.৮২%	১.৩৫%	৫.১৭%
বরিশাল	১৭	৩	২০	১১	৪	১৫	১১	১০	২১	৩৯	১৭	৫৬
	০.৬৮%	০.১২%	০.৭৯%	০.৪৪%	০.১৬%	০.৬০%	০.৪৪%	০.৪০%	০.৮৩%	১.৫৫%	০.৬৮%	২.২৩%
পিরোজপুর	৮	০	৮	৫	১	৬	৩	২	৫	১৬	৩	১৯
	০.৩২%	০.০০%	০.৩২%	০.২০%	০.০৪%	০.২৪%	০.১২%	০.০৮%	০.২০%	০.৬৪%	০.১২%	০.৭৬%
পটুয়াখালী	২	০	২	৬	৩	৯	৫	৪	৯	১৩	৭	২০
	০.০৮%	০.০০%	০.০৮%	০.২৪%	০.১২%	০.৩৬%	০.২০%	০.১৬%	০.৩৬%	০.৫২%	০.২৮%	০.৭৯%
ভোলা	৩	০	৩	৩	০	৩	৩	০	৩	৯	০	৯
	০.১২%	০.০০%	০.১২%	০.১২%	০.০০%	০.১২%	০.১২%	০.০০%	০.১২%	০.৩৬%	০.০০%	০.৩৬%
ঝালকাঠি	৫	১	৬	০	১	১	৪	৩	৭	৯	৫	১৪
	০.২০%	০.০৪%	০.২৪%	০.০০%	০.০৪%	০.০৪%	০.১৬%	০.১২%	০.২৮%	০.৩৬%	০.২০%	০.৫৬%
বরগুনা	৩	০	৩	২	০	২	৫	২	৭	১০	২	১২
	০.১২%	০.০০%	০.১২%	০.০৮%	০.০০%	০.০৮%	০.২০%	০.০৮%	০.২৮%	০.৪০%	০.০৮%	০.৪৮%
সিলেট বিভাগ	২২	৯	৩১	১৭	৪	২১	২৬	১১	৩৭	৬৫	২৪	৮৯
	০.৮৭%	০.৩৬%	১.২৩%	০.৬৮%	০.১৬%	০.৮৩%	১.০৩%	০.৪৪%	১.৪৭%	২.৫৮%	০.৯৫%	৩.৫৪%
সিলেট	৬	১	৭	৬	১	৭	১১	৪	১৫	২৩	৬	২৯
	০.২৪%	০.০৪%	০.২৮%	০.২৪%	০.০৪%	০.২৮%	০.৪৪%	০.১৬%	০.৬০%	০.৯১%	০.২৪%	১.১৫%
মৌলভীবাজার	২	১	৩	৩	১	৪	৭	২	৯	১২	৪	১৬
	০.০৮%	০.০৪%	০.১২%	০.১২%	০.০৪%	০.১৬%	০.২৮%	০.০৮%	০.৩৬%	০.৪৮%	০.১৬%	০.৬৪%
সুনামগঞ্জ	৫	২	৭	৫	১	৬	৭	১	৮	১৭	৪	২১
	০.২০%	০.০৮%	০.২৮%	০.২০%	০.০৪%	০.২৪%	০.২৮%	০.০৪%	০.৩২%	০.৬৮%	০.১৬%	০.৮৩%
হবিগঞ্জ	৯	৫	১৪	৩	১	৪	১	৪	৫	১৩	১০	২৩
	০.৩৬%	০.২০%	০.৫৬%	০.১২%	০.০৪%	০.১৬%	০.০৪%	০.১৬%	০.২০%	০.৫২%	০.৪০%	০.৯১%

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থী সংখ্যা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
রংপুর বিভাগ	৯২	২৭	১১৯	১১৮	৪৩	১৬১	১০০	৩৬	১৩৬	৩১০	১০৬	৪১৬
	৩.৬৬%	১.০৭%	৪.৭৩%	৪.৬৯%	১.৭১%	৬.৪০%	৩.৯৭%	১.৪৩%	৫.৪১%	১২.৩২%	৪.২১%	১৬.৫৩%
রংপুর	১৬	৬	২২	২৪	১২	৩৬	১০	৫	১৫	৫০	২৩	৭৩
	০.৬৪%	০.২৪%	০.৮৭%	০.৯৫%	০.৪৮%	১.৪৩%	০.৪০%	০.২০%	০.৬০%	১.৯৯%	০.৯১%	২.৯০%
গাইবান্ধা	১৪	২	১৬	১০	৩	১৩	১৪	৪	১৮	৩৮	৯	৪৭
	০.৫৬%	০.০৮%	০.৬৪%	০.৪০%	০.১২%	০.৫২%	০.৫৬%	০.১৬%	০.৭২%	১.৫১%	০.৩৬%	১.৮৭%
দিনাজপুর	১০	৩	১৩	১৯	৫	২৪	১২	৩	১৫	৪১	১১	৫২
	০.৪০%	০.১২%	০.৫২%	০.৭৬%	০.২০%	০.৯৫%	০.৪৮%	০.১২%	০.৬০%	১.৬৩%	০.৪৪%	২.০৭%
ঠাকুরগাঁও	৬	০	৬	৯	৭	১৬	৮	৬	১৪	২৩	১৩	৩৬
	০.২৪%	০.০০%	০.২৪%	০.৩৬%	০.২৮%	০.৬৪%	০.৩২%	০.২৪%	০.৫৬%	০.৯১%	০.৫২%	১.৪৩%
পঞ্চগড়	২	০	২	৭	১	৮	৩	২	৫	১২	৩	১৫
	০.০৮%	০.০০%	০.০৮%	০.২৮%	০.০৪%	০.৩২%	০.১২%	০.০৮%	০.২০%	০.৪৮%	০.১২%	০.৬০%
কুড়িগ্রাম	৬	৩	৯	১৯	৪	২৩	৮	১	৯	৩৩	৮	৪১
	০.২৪%	০.১২%	০.৩৬%	০.৭৬%	০.১৬%	০.৯১%	০.৩২%	০.০৪%	০.৩৬%	১.৩১%	০.৩২%	১.৬৩%
নীলফামারী	১৩	১	১৪	৬	৪	১০	৯	৩	১২	২৮	৮	৩৬
	০.৫২%	০.০৪%	০.৫৬%	০.২৪%	০.১৬%	০.৪০%	০.৩৬%	০.১২%	০.৪৮%	১.১১%	০.৩২%	১.৪৩%
লালমনিরহাট	৩	৩	৬	৭	৩	১০	১০	১	১১	২০	৭	২৭
	০.১২%	০.১২%	০.২৪%	০.২৮%	০.১২%	০.৪০%	০.৪০%	০.০৪%	০.৪৪%	০.৭৯%	০.২৮%	১.০৭%
ময়মনসিংহ বিভাগ	৫১	১৬	৬৭	৬৩	৩১	৯৪	৫৩	২৫	৭৮	১৬৭	৭২	২৩৯
	২.০৩%	০.৬৪%	২.৬৬%	২.৫০%	১.২৩%	৩.৭৪%	২.১১%	০.৯৯%	৩.১০%	৬.৬৪%	২.৮৬%	৯.৫০%
ময়মনসিংহ	২৪	৮	৩২	৪০	১৫	৫৫	২১	১০	৩১	৮৫	৩৩	১১৮
	০.৯৫%	০.৩২%	১.২৭%	১.৫৯%	০.৬০%	২.১৯%	০.৮৩%	০.৪০%	১.২৩%	৩.৩৮%	১.৩১%	৪.৬৯%
জামালপুর	১০	৪	১৪	১২	৪	১৬	১১	৫	১৬	৩৩	১৩	৪৬
	০.৪০%	০.১৬%	০.৫৬%	০.৪৮%	০.১৬%	০.৬৪%	০.৪৪%	০.২০%	০.৬৪%	১.৩১%	০.৫২%	১.৮৩%
শেরপুর	৬	১	৭	৪	৫	৯	৬	২	৮	১৬	৮	২৪
	০.২৪%	০.০৪%	০.২৮%	০.১৬%	০.২০%	০.৩৬%	০.২৪%	০.০৮%	০.৩২%	০.৬৪%	০.৩২%	০.৯৫%
নেত্রকোণা	১১	৩	১৪	৭	৭	১৪	১৫	৮	২৩	৩৩	১৮	৫১
	০.৪৪%	০.১২%	০.৫৬%	০.২৮%	০.২৮%	০.৫৬%	০.৬০%	০.৩২%	০.৯১%	১.৩১%	০.৭২%	২.০৩%
মোট	৬৪৩	১৭৩	৮১৬	৫৭৪	২৩৬	৮১০	৬২৭	২৬৩	৮৯০	১৮৪৪	৬৭২	২৫১৬
	২৫.৫৬%	৬.৮৮%	৩২.৪৩%	২২.৮১%	৯.৩৮%	৩২.১৯%	২৪.৯২%	১০.৪৫%	৩৫.৩৭%	৭৩.২৯%	২৬.৭১%	১০০.০০%

সারণি ১০.১৬: ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার সাধারণ, কারিগরি/প্রফেশনাল এবং সাধারণ শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা ক্যাডারে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীগণের জেলাভিত্তিক তুলনামূলক পরিসংখ্যান [লেখচিত্র: ১০(জ) ও ১০(ঞ)]

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থী সংখ্যা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
ঢাকা বিভাগ	১৩১	৩৩	১৬৪	৮৬	২৬	১১২	১৫৮	৩৭	১৯৫	৩৭৫	৯৬	৪৭১
	৬.০৬%	১.৫৩%	৭.৫৮%	৩.৯৮%	১.২০%	৫.১৮%	৭.৩০%	১.৭১%	৯.০২%	১৭.৩৪%	৪.৪৪%	২১.৭৮%
ঢাকা	৩০	১০	৪০	১৪	৬	২০	১৫	৭	২২	৫৯	২৩	৮২
	১.৩৯%	০.৪৬%	১.৮৫%	০.৬৫%	০.২৮%	০.৯২%	০.৬৯%	০.৩২%	১.০২%	২.৭৩%	১.০৬%	৩.৭৯%
গাজীপুর	৭	২	৯	৫	২	৭	১৪	০	১৪	২৬	৪	৩০
	০.৩২%	০.০৯%	০.৪২%	০.২৩%	০.০৯%	০.৩২%	০.৬৫%	০.০০%	০.৬৫%	১.২০%	০.১৮%	১.৩৯%
নারায়ণগঞ্জ	৬	২	৮	৫	১	৬	৭	৩	১০	১৮	৬	২৪
	০.২৮%	০.০৯%	০.৩৭%	০.২৩%	০.০৫%	০.২৮%	০.৩২%	০.১৪%	০.৪৬%	০.৮৩%	০.২৮%	১.১১%
নরসিংদী	৮	৫	১৩	১২	৫	১৭	১২	৯	২১	৩২	১৯	৫১
	০.৩৭%	০.২৩%	০.৬০%	০.৫৫%	০.২৩%	০.৭৯%	০.৫৫%	০.৪২%	০.৯৭%	১.৪৮%	০.৮৮%	২.৩৬%
মুন্সিগঞ্জ	৪	২	৬	৩	০	৩	৬	১	৭	১৩	৩	১৬
	০.১৮%	০.০৯%	০.২৮%	০.১৪%	০.০০%	০.১৪%	০.২৮%	০.০৫%	০.৩২%	০.৬০%	০.১৪%	০.৭৪%
মানিকগঞ্জ	৬	০	৬	৭	০	৭	১০	১	১১	২৩	১	২৪
	০.২৮%	০.০০%	০.২৮%	০.৩২%	০.০০%	০.৩২%	০.৪৬%	০.০৫%	০.৫১%	১.০৬%	০.০৫%	১.১১%
টাঙ্গাইল	১৯	৪	২৩	১৪	৬	২০	১৭	২	১৯	৫০	১২	৬২
	০.৮৮%	০.১৮%	১.০৬%	০.৬৫%	০.২৮%	০.৯২%	০.৭৯%	০.০৯%	০.৮৮%	২.৩১%	০.৫৫%	২.৮৭%
কিশোরগঞ্জ	১৯	১	২০	১০	২	১২	১৯	৫	২৪	৪৮	৮	৫৬
	০.৮৮%	০.০৫%	০.৯২%	০.৪৬%	০.০৯%	০.৫৫%	০.৮৮%	০.২৩%	১.১১%	২.২২%	০.৩৭%	২.৫৯%
ফরিদপুর	৭	২	৯	৩	৪	৭	৮	২	১০	১৮	৮	২৬
	০.৩২%	০.০৯%	০.৪২%	০.১৪%	০.১৮%	০.৩২%	০.৩৭%	০.০৯%	০.৪৬%	০.৮৩%	০.৩৭%	১.২০%
মাদারীপুর	১০	০	১০	১	০	১	১৩	২	১৫	২৪	২	২৬
	০.৪৬%	০.০০%	০.৪৬%	০.০৫%	০.০০%	০.০৫%	০.৬০%	০.০৯%	০.৬৯%	১.১১%	০.০৯%	১.২০%
শরীয়তপুর	৩	১	৪	৩	০	৩	১১	০	১১	১৭	১	১৮
	০.১৪%	০.০৫%	০.১৮%	০.১৪%	০.০০%	০.১৪%	০.৫১%	০.০০%	০.৫১%	০.৭৯%	০.০৫%	০.৮৩%
গোপালগঞ্জ	৮	২	১০	৬	০	৬	৯	৫	১৪	২৩	৭	৩০
	০.৩৭%	০.০৯%	০.৪৬%	০.২৮%	০.০০%	০.২৮%	০.৪২%	০.২৩%	০.৬৫%	১.০৬%	০.৩২%	১.৩৯%
রাজবাড়ী	৪	২	৬	৩	০	৩	১৭	০	১৭	২৪	২	২৬
	০.১৮%	০.০৯%	০.২৮%	০.১৪%	০.০০%	০.১৪%	০.৭৯%	০.০০%	০.৭৯%	১.১১%	০.০৯%	১.২০%

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থী সংখ্যা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
রাজশাহী বিভাগ	৬৭	১১	৭৮	৯৬	২২	১১৮	৯৭	২৮	১২৫	২৬০	৬১	৩২১
	৩.১০%	০.৫১%	৩.৬১%	৪.৪৪%	১.০২%	৫.৪৬%	৪.৪৮%	১.২৯%	৫.৭৮%	১২.০২%	২.৮২%	১৪.৮৪%
রাজশাহী	১৭	১	১৮	১৩	২	১৫	২০	৬	২৬	৫০	৯	৫৯
	০.৭৯%	০.০৫%	০.৮৩%	০.৬০%	০.০৯%	০.৬৯%	০.৯২%	০.২৮%	১.২০%	২.৩১%	০.৪২%	২.৭৩%
নাটোর	৫	০	৫	৬	১	৭	২	২	৪	১৩	৩	১৬
	০.২৩%	০.০০%	০.২৩%	০.২৮%	০.০৫%	০.৩২%	০.০৯%	০.০৯%	০.১৮%	০.৬০%	০.১৪%	০.৭৪%
নওগাঁ	৮	২	১০	১৪	৪	১৮	১৪	৪	১৮	৩৬	১০	৪৬
	০.৩৭%	০.০৯%	০.৪৬%	০.৬৫%	০.১৮%	০.৮৩%	০.৬৫%	০.১৮%	০.৮৩%	১.৬৬%	০.৪৬%	২.১৩%
চাঁপাই নবাবগঞ্জ	২	১	৩	৯	২	১১	১০	৩	১৩	২১	৬	২৭
	০.০৯%	০.০৫%	০.১৪%	০.৪২%	০.০৯%	০.৫১%	০.৪৬%	০.১৪%	০.৬০%	০.৯৭%	০.২৮%	১.২৫%
পাবনা	৫	৪	৯	১০	২	১২	৬	২	৮	২১	৮	২৯
	০.২৩%	০.১৮%	০.৪২%	০.৪৬%	০.০৯%	০.৫৫%	০.২৮%	০.০৯%	০.৩৭%	০.৯৭%	০.৩৭%	১.৩৪%
সিরাজগঞ্জ	১৪	১	১৫	১৯	৬	২৫	১২	২	১৪	৪৫	৯	৫৪
	০.৬৫%	০.০৫%	০.৬৯%	০.৮৮%	০.২৮%	১.১৬%	০.৫৫%	০.০৯%	০.৬৫%	২.০৮%	০.৪২%	২.৫০%
বগুড়া	১১	২	১৩	২১	২	২৩	২৪	৮	৩২	৫৬	১২	৬৮
	০.৫১%	০.০৯%	০.৬০%	০.৯৭%	০.০৯%	১.০৬%	১.১১%	০.৩৭%	১.৪৮%	২.৫৯%	০.৫৫%	৩.১৪%
জয়পুরহাট	৫	০	৫	৪	৩	৭	৯	১	১০	১৮	৪	২২
	০.২৩%	০.০০%	০.২৩%	০.১৮%	০.১৪%	০.৩২%	০.৪২%	০.০৫%	০.৪৬%	০.৮৩%	০.১৮%	১.০২%
চট্টগ্রাম বিভাগ	১১৪	২৩	১৩৭	৫৯	১৪	৭৩	১২২	৩৭	১৫৯	২৯৫	৭৪	৩৬৯
	৫.২৭%	১.০৬%	৬.৩৩%	২.৭৩%	০.৬৫%	৩.৩৭%	৫.৬৪%	১.৭১%	৭.৩৫%	১৩.৬৪%	৩.৪২%	১৭.০৬%
চট্টগ্রাম	২৯	৬	৩৫	১৪	৭	২১	২৯	১৩	৪২	৭২	২৬	৯৮
	১.৩৪%	০.২৮%	১.৬২%	০.৬৫%	০.৩২%	০.৯৭%	১.৩৪%	০.৬০%	১.৯৪%	৩.৩৩%	১.২০%	৪.৫৩%
কুমিল্লা	১৯	৪	২৩	১৫	৪	১৯	২৭	৭	৩৪	৬১	১৫	৭৬
	০.৮৮%	০.১৮%	১.০৬%	০.৬৯%	০.১৮%	০.৮৮%	১.২৫%	০.৩২%	১.৫৭%	২.৮২%	০.৬৯%	৩.৫১%
চাঁদপুর	১৯	৪	২৩	৪	১	৫	১২	১	১৩	৩৫	৬	৪১
	০.৮৮%	০.১৮%	১.০৬%	০.১৮%	০.০৫%	০.২৩%	০.৫৫%	০.০৫%	০.৬০%	১.৬২%	০.২৮%	১.৯০%
নোয়াখালী	১২	১	১৩	৬	০	৬	৪	২	৬	২২	৩	২৫
	০.৫৫%	০.০৫%	০.৬০%	০.২৮%	০.০০%	০.২৮%	০.১৮%	০.০৯%	০.২৮%	১.০২%	০.১৪%	১.১৬%

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থী সংখ্যা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৪	২	১৬	৯	২	১১	২২	৭	২৯	৪৫	১১	৫৬
	০.৬৫%	০.০৯%	০.৭৪%	০.৪২%	০.০৯%	০.৫১%	১.০২%	০.৩২%	১.৩৪%	২.০৮%	০.৫১%	২.৫৯%
লক্ষ্মীপুর	৪	১	৫	৩	০	৩	৬	৩	৯	১৩	৪	১৭
	০.১৮%	০.০৫%	০.২৩%	০.১৪%	০.০০%	০.১৪%	০.২৮%	০.১৪%	০.৪২%	০.৬০%	০.১৮%	০.৭৯%
ফেনী	৫	০	৫	২	০	২	৬	১	৭	১৩	১	১৪
	০.২৩%	০.০০%	০.২৩%	০.০৯%	০.০০%	০.০৯%	০.২৮%	০.০৫%	০.৩২%	০.৬০%	০.০৫%	০.৬৫%
রাঙ্গামাটি	০	১	১	১	০	১	০	০	০	১	১	২
	০.০০%	০.০৫%	০.০৫%	০.০৫%	০.০০%	০.০৫%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০৫%	০.০৫%	০.০৯%
খাগড়াছড়ি	২	১	৩	২	০	২	২	১	৩	৬	২	৮
	০.০৯%	০.০৫%	০.১৪%	০.০৯%	০.০০%	০.০৯%	০.০৯%	০.০৫%	০.১৪%	০.২৮%	০.০৯%	০.৩৭%
বান্দরবান	১	১	২	১	০	১	০	০	০	২	১	৩
	০.০৫%	০.০৫%	০.০৯%	০.০৫%	০.০০%	০.০৫%	০.০০%	০.০০%	০.০০%	০.০৯%	০.০৫%	০.১৪%
কক্সবাজার	৯	২	১১	২	০	২	১৪	২	১৬	২৫	৪	২৯
	০.৪২%	০.০৯%	০.৫১%	০.০৯%	০.০০%	০.০৯%	০.৬৫%	০.০৯%	০.৭৪%	১.১৬%	০.১৮%	১.৩৪%
খুলনা বিভাগ	৬৮	১৪	৮২	৬৫	১৭	৮২	১০২	২৭	১২৯	২৩৫	৫৮	২৯৩
	৩.১৪%	০.৬৫%	৩.৭৯%	৩.০১%	০.৭৯%	৩.৭৯%	৪.৭২%	১.২৫%	৫.৯৬%	১০.৮৬%	২.৬৮%	১৩.৫৫%
খুলনা	৮	৩	১১	১৩	২	১৫	৭	৪	১১	২৮	৯	৩৭
	০.৩৭%	০.১৪%	০.৫১%	০.৬০%	০.০৯%	০.৬৯%	০.৩২%	০.১৮%	০.৫১%	১.২৯%	০.৪২%	১.৭১%
কুষ্টিয়া	৮	২	১০	৬	১	৭	১৪	২	১৬	২৮	৫	৩৩
	০.৩৭%	০.০৯%	০.৪৬%	০.২৮%	০.০৫%	০.৩২%	০.৬৫%	০.০৯%	০.৭৪%	১.২৯%	০.২৩%	১.৫৩%
চুয়াডাঙ্গা	২	১	৩	৬	২	৮	৬	৫	১১	১৪	৮	২২
	০.০৯%	০.০৫%	০.১৪%	০.২৮%	০.০৯%	০.৩৭%	০.২৮%	০.২৩%	০.৫১%	০.৬৫%	০.৩৭%	১.০২%
ঝিনাইদহ	৬	১	৭	৭	৩	১০	১৫	২	১৭	২৮	৬	৩৪
	০.২৮%	০.০৫%	০.৩২%	০.৩২%	০.১৪%	০.৪৬%	০.৬৯%	০.০৯%	০.৭৯%	১.২৯%	০.২৮%	১.৫৭%
নড়াইল	৪	০	৪	২	০	২	৪	২	৬	১০	২	১২
	০.১৮%	০.০০%	০.১৮%	০.০৯%	০.০০%	০.০৯%	০.১৮%	০.০৯%	০.২৮%	০.৪৬%	০.০৯%	০.৫৫%
বাগেরহাট	৮	১	৯	৪	২	৬	৭	০	৭	১৯	৩	২২
	০.৩৭%	০.০৫%	০.৪২%	০.১৮%	০.০৯%	০.২৮%	০.৩২%	০.০০%	০.৩২%	০.৮৮%	০.১৪%	১.০২%
মাগুরা	৪	১	৫	৪	০	৪	৪	০	৪	১২	১	১৩
	০.১৮%	০.০৫%	০.২৩%	০.১৮%	০.০০%	০.১৮%	০.১৮%	০.০০%	০.১৮%	০.৫৫%	০.০৫%	০.৬০%

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থী সংখ্যা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
যশোর	১৩	৩	১৬	১৫	৩	১৮	২১	৬	২৭	৪৯	১২	৬১
	০.৬০%	০.১৪%	০.৭৪%	০.৬৯%	০.১৪%	০.৮৩%	০.৯৭%	০.২৮%	১.২৫%	২.২৭%	০.৫৫%	২.৮২%
সাতক্ষীরা	১৩	২	১৫	৭	৩	১০	২০	৬	২৬	৪০	১১	৫১
	০.৬০%	০.০৯%	০.৬৯%	০.৩২%	০.১৪%	০.৪৬%	০.৯২%	০.২৮%	১.২০%	১.৮৫%	০.৫১%	২.৩৬%
মেহেরপুর	২	০	২	১	১	২	৪	০	৪	৭	১	৮
	০.০৯%	০.০০%	০.০৯%	০.০৫%	০.০৫%	০.০৯%	০.১৮%	০.০০%	০.১৮%	০.৩২%	০.০৫%	০.৩৭%
বরিশাল বিভাগ	৩৪	৯	৪৩	৩২	৭	৩৯	৫৮	৯	৬৭	১২৪	২৫	১৪৯
	১.৫৭%	০.৪২%	১.৯৯%	১.৪৮%	০.৩২%	১.৮০%	২.৬৮%	০.৪২%	৩.১০%	৫.৭৩%	১.১৬%	৬.৮৯%
বরিশাল	১৩	৩	১৬	৮	৪	১২	১৪	৪	১৮	৩৫	১১	৪৬
	০.৬০%	০.১৪%	০.৭৪%	০.৩৭%	০.১৮%	০.৫৫%	০.৬৫%	০.১৮%	০.৮৩%	১.৬২%	০.৫১%	২.১৩%
পিরোজপুর	৩	৩	৬	৫	০	৫	৮	২	১০	১৬	৫	২১
	০.১৪%	০.১৪%	০.২৮%	০.২৩%	০.০০%	০.২৩%	০.৩৭%	০.০৯%	০.৪৬%	০.৭৪%	০.২৩%	০.৯৭%
পটুয়াখালী	১১	০	১১	৮	২	১০	১২	২	১৪	৩১	৪	৩৫
	০.৫১%	০.০০%	০.৫১%	০.৩৭%	০.০৯%	০.৪৬%	০.৫৫%	০.০৯%	০.৬৫%	১.৪৩%	০.১৮%	১.৬২%
ভোলা	২	২	৪	৩	১	৪	৫	০	৫	১০	৩	১৩
	০.০৯%	০.০৯%	০.১৮%	০.১৪%	০.০৫%	০.১৮%	০.২৩%	০.০০%	০.২৩%	০.৪৬%	০.১৪%	০.৬০%
ঝালকাঠি	৩	০	৩	৫	০	৫	৬	১	৭	১৪	১	১৫
	০.১৪%	০.০০%	০.১৪%	০.২৩%	০.০০%	০.২৩%	০.২৮%	০.০৫%	০.৩২%	০.৬৫%	০.০৫%	০.৬৯%
বরগুনা	২	১	৩	৩	০	৩	১৩	০	১৩	১৮	১	১৯
	০.০৯%	০.০৫%	০.১৪%	০.১৪%	০.০০%	০.১৪%	০.৬০%	০.০০%	০.৬০%	০.৮৩%	০.০৫%	০.৮৮%
সিলেট বিভাগ	১২	১	১৩	১৪	২	১৬	১৬	৫	২১	৪২	৮	৫০
	০.৫৫%	০.০৫%	০.৬০%	০.৬৫%	০.০৯%	০.৭৪%	০.৭৪%	০.২৩%	০.৯৭%	১.৯৪%	০.৩৭%	২.৩১%
সিলেট	৩	০	৩	৮	০	৮	১	০	১	১২	০	১২
	০.১৪%	০.০০%	০.১৪%	০.৩৭%	০.০০%	০.৩৭%	০.০৫%	০.০০%	০.০৫%	০.৫৫%	০.০০%	০.৫৫%
মৌলভীবাজার	১	০	১	২	১	৩	৫	০	৫	৮	১	৯
	০.০৫%	০.০০%	০.০৫%	০.০৯%	০.০৫%	০.১৪%	০.২৩%	০.০০%	০.২৩%	০.৩৭%	০.০৫%	০.৪২%
সুনামগঞ্জ	৫	১	৬	১	১	২	৪	২	৬	১০	৪	১৪
	০.২৩%	০.০৫%	০.২৮%	০.০৫%	০.০৫%	০.০৯%	০.১৮%	০.০৯%	০.২৮%	০.৪৬%	০.১৮%	০.৬৫%
হবিগঞ্জ	৩	০	৩	৩	০	৩	৬	৩	৯	১২	৩	১৫
	০.১৪%	০.০০%	০.১৪%	০.১৪%	০.০০%	০.১৪%	০.২৮%	০.১৪%	০.৪২%	০.৫৫%	০.১৪%	০.৬৯%

জেলার নাম	সাধারণ ক্যাডার			কারিগরি/প্রফেশনাল ক্যাডার			সাধারণ শিক্ষা/কারিগরি শিক্ষা ক্যাডার			সুপারিশকৃত প্রার্থী সংখ্যা		
	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)
রংপুর বিভাগ	৬৩	৭	৭০	৭৮	২৩	১০১	১০১	২১	১২২	২৪২	৫১	২৯৩
	২.৯১%	০.৩২%	৩.২৪%	৩.৬১%	১.০৬%	৪.৬৭%	৪.৬৭%	০.৯৭%	৫.৬৪%	১১.১৯%	২.৩৬%	১৩.৫৫%
রংপুর	৬	৩	৯	২১	২	২৩	১৫	৪	১৯	৪২	৯	৫১
	০.২৮%	০.১৪%	০.৪২%	০.৯৭%	০.০৯%	১.০৬%	০.৬৯%	০.১৮%	০.৮৮%	১.৯৪%	০.৪২%	২.৩৬%
গাইবান্ধা	১১	১	১২	৫	৩	৮	১৯	৩	২২	৩৫	৭	৪২
	০.৫১%	০.০৫%	০.৫৫%	০.২৩%	০.১৪%	০.৩৭%	০.৮৮%	০.১৪%	১.০২%	১.৬২%	০.৩২%	১.৯৪%
দিনাজপুর	১৮	১	১৯	১৯	৬	২৫	১৩	৫	১৮	৫০	১২	৬২
	০.৮৩%	০.০৫%	০.৮৮%	০.৮৮%	০.২৮%	১.১৬%	০.৬০%	০.২৩%	০.৮৩%	২.৩১%	০.৫৫%	২.৮৭%
ঠাকুরগাঁও	৫	০	৫	১০	৩	১৩	১০	২	১২	২৫	৫	৩০
	০.২৩%	০.০০%	০.২৩%	০.৪৬%	০.১৪%	০.৬০%	০.৪৬%	০.০৯%	০.৫৫%	১.১৬%	০.২৩%	১.৩৯%
পঞ্চগড়	২	০	২	১	১	২	৭	২	৯	১০	৩	১৩
	০.০৯%	০.০০%	০.০৯%	০.০৫%	০.০৫%	০.০৯%	০.৩২%	০.০৯%	০.৪২%	০.৪৬%	০.১৪%	০.৬০%
কুড়িগ্রাম	৬	১	৭	৭	৩	১০	১৭	২	১৯	৩০	৬	৩৬
	০.২৮%	০.০৫%	০.৩২%	০.৩২%	০.১৪%	০.৪৬%	০.৭৯%	০.০৯%	০.৮৮%	১.৩৯%	০.২৮%	১.৬৬%
নীলফামারী	১০	০	১০	১৪	৪	১৮	১১	১	১২	৩৫	৫	৪০
	০.৪৬%	০.০০%	০.৪৬%	০.৬৫%	০.১৮%	০.৮৩%	০.৫১%	০.০৫%	০.৫৫%	১.৬২%	০.২৩%	১.৮৫%
লালমনিরহাট	৫	১	৬	১	১	২	৯	২	১১	১৫	৪	১৯
	০.২৩%	০.০৫%	০.২৮%	০.০৫%	০.০৫%	০.০৯%	০.৪২%	০.০৯%	০.৫১%	০.৬৯%	০.১৮%	০.৮৮%
ময়মনসিংহ বিভাগ	৪৬	১২	৫৮	৫৫	২৩	৭৮	৬৮	১৩	৮১	১৬৯	৪৮	২১৭
	২.১৩%	০.৫৫%	২.৬৮%	২.৫৪%	১.০৬%	৩.৬১%	৩.১৪%	০.৬০%	৩.৭৪%	৭.৮১%	২.২২%	১০.০৩%
ময়মনসিংহ	২৪	৭	৩১	২৪	১১	৩৫	৩৫	৩	৩৮	৮৩	২১	১০৪
	১.১১%	০.৩২%	১.৪৩%	১.১১%	০.৫১%	১.৬২%	১.৬২%	০.১৪%	১.৭৬%	৩.৮৪%	০.৯৭%	৪.৮১%
জামালপুর	১০	২	১২	১৩	৪	১৭	১২	২	১৪	৩৫	৮	৪৩
	০.৪৬%	০.০৯%	০.৫৫%	০.৬০%	০.১৮%	০.৭৯%	০.৫৫%	০.০৯%	০.৬৫%	১.৬২%	০.৩৭%	১.৯৯%
শেরপুর	৪	২	৬	৯	৪	১৩	৫	২	৭	১৮	৮	২৬
	০.১৮%	০.০৯%	০.২৮%	০.৪২%	০.১৮%	০.৬০%	০.২৩%	০.০৯%	০.৩২%	০.৮৩%	০.৩৭%	১.২০%
নেত্রকোণা	৮	১	৯	৯	৪	১৩	১৬	৬	২২	৩৩	১১	৪৪
	০.৩৭%	০.০৫%	০.৪২%	০.৪২%	০.১৮%	০.৬০%	০.৭৪%	০.২৮%	১.০২%	১.৫৩%	০.৫১%	২.০৩%
মোট	৫৩৫	১১০	৬৪৫	৪৮৫	১৩৪	৬১৯	৭২২	১৭৭	৮৯৯	১৭৪২	৪২১	২১৬৩
	২৪.৭৩৫%	৫.০৯%	২৯.৮২%	২২.৪২%	৬.২০%	২৮.৬২%	৩৩.৩৮%	৮.১৮%	৪১.৫৬%	৮০.৫৪%	১৯.৪৬%	১০০%

সারণি ১০.১৭: ৩৪তম বি.সি.এস. থেকে ৪৩তম বি.সি.এস. পর্যন্ত বিস্তারিত পরিসংখ্যান

ক্রমিক	বি.সি.এস.	রিকুইজিশন প্রাপ্তি	পদসংখ্যা	বিজ্ঞপ্তি জারি	আবেদনের শেষ তারিখ	আবেদনকারীর সংখ্যা	প্রিলিমিনারি পরীক্ষা				লিখিত পরীক্ষা					মৌখিক পরীক্ষা				সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীর সংখ্যা	সুপারিশের তারিখ	সুপারিশপত্র প্রেরণের তারিখ
							পরীক্ষার তারিখ	ফলাফল প্রকাশের তারিখ	উপস্থিত প্রার্থী সংখ্যা	উত্তীর্ণ প্রার্থী সংখ্যা	শুরুর তারিখ	শেষের তারিখ	উপস্থিত প্রার্থী সংখ্যা	উত্তীর্ণ প্রার্থী সংখ্যা	ফলাফল প্রকাশের তারিখ	শুরুর তারিখ	শেষের তারিখ	উপস্থিত প্রার্থী সংখ্যা	উত্তীর্ণ প্রার্থী সংখ্যা			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)	(২০)	(২১)	(২২)	(২৩)
১	৪৩	২২/১১/২০	১৮১৪	৩০/১১/২০	৩০/৬/২১	৪,৪২,৮৩২	২৯/১০/২১	২০/১/২২	৩,২১,৫৭২	১৫২২৯	২৪/৭/২২	৭/৯/২২	১৩৬৭১	৯৮৪০	২০/৮/২৩	৩/৯/২৩	২১/১১/২৩	৯২৮৫		২১৬৩	২৬/১২/২৩	২৫/০১/২৪
২	৪২	১৩/৭/২০	২০০০	৩০/১১/২০	২৭/১২/২০	৩১০২৬	-	-	-	-	২৬/২/২১	২৬/২/২১	২৭৫৭৩	৬০২১	২৯/৩/২১	৬/৬/২১	১/৯/২১	৫৯৬৮	৫৯১৯	৪০০০	৯/৯/২১	০৬/১০/২১
৩	৪১	১/৫/১৯	১১৬৬	২৭/১১/১৯	৪/১/২০	৪,০৪,৬৫১	১৯/৩/২১	১/৮/২১	৩,০৪,৯১৯	২১০৫৬	২৯/১১/২১	১২/১/২২	১৮৮৭০	১৩০০০	১০/১১/২২	৫/১২/২২	২৮/২/২৩	১২৩৯৬	১২৩৫৭	২৫১৬	৩/৮/২৩	০৭/১১/২৩
৪	৪০	১০/৪/১৮	১৯০৩	১১/৯/১৮	১৫/১১/১৮	৪,১২,৫৩২	৩/৫/১৯	২৫/৭/১৯	৩,২৭,০৮৬	২০২৭৭	৪/১/২০	৯/৩/২০	১৮১৬২	১০৯৬৪	২৭/১/২১	১৬/২/২১	৩/৩/২২	১০২৫৪	১০১২৯	১৯৬৩	১৯/৩/২২	০৯/০৫/২২
৫	৩৯	১৮/৯/১৭	৪৭৯২	৮/৪/১৮	৩০/৪/১৮	৩৭৭৩৩	-	-	-	-	৩/৮/১৮	৩/৮/১৮	৩৩৫৭৭	১৩৭৫০	৬/৯/১৮	১০/১০/১৮	১১/৩/১৯	১৩৫২৩	১৩১৫২	৪৭৯২ ২০০০	৩০/৪/১৯ ৩০/৪/২০	৩০/০৫/১৯ ৩০/৪/২০
৬	৩৮	৫/৩/১৭	২০২৪	২০/৬/১৭	১০/৮/১৭	৩,৪৬,৪৪৬	২৯/১২/১৭	২৮/১/১৮	২,৮৮,৮৪৩	১৬২৮৬	৮/৮/১৮	২৪/১০/১৮	১৪৫৪৬	৯৮৬২	১/৭/১৯	২৯/৭/১৯	৯/২/২০	৯১৯৩	৮৩৭৭	২২০৪	৩০/৬/২০	১৫/০৭/২০
৭	৩৭	১৬/২/১৬	১২২৬	২৯/২/১৬	২/৫/১৬	২,৪৩,৪৭৬	৩০/৯/১৬	১/১১/১৬	২,০৬,৪৫৩	৮৫২২	১২/২/১৭	২৩/৫/১৭	৮০৩১	৫৩৭৯	২৫/১০/১৭	২৯/১১/১৭	১১/২/১৮	৪৯৬৮	৪৭৬৮	১৩১৩	১২/৬/১৮	১৭/০৭/১৮
৮	৩৬	২৫/৫/১৫	১১৮০	৩১/৫/১৫	২৩/৭/১৫	২,১১,৩২৬	৮/১/১৬	১০/২/১৬	১,৭২,৯১২	১৩৮৩০	১/৯/১৬	৩/১১/১৬	১২৪৬৯	৫৯৯০	৭/২/১৭	১২/৩/১৭	৭/৬/১৭	৫৮৫০	৫৬৩১	২৩২৩	১৭/১০/১৭	০৯/১১/১৭
৯	৩৫	২/২/১৪	১৮০৩	২৩/৯/১৪	৩০/১০/১৪	২,৪৪,১০৭	৬/৩/১৫	৮/৪/১৫	২,০৮,০২৪	২০৫৯১	১/৯/১৫	১০/১০/১৫	১৭৩৮৫	৬০৮৮	১৩/১/১৬	৩১/১/১৬	১২/৪/১৬	৬০১৫	৫৫৩৩	২১৮১	১৭/৮/১৬	০৬/০৯/১৬
১০	৩৪	৩০/১/১৩	১৯০০	৭/২/১৩	১৯/৩/১৩	২,২১,৫৭৫	২৪/৫/১৩	১৪/৭/১৩	১,৯৬,৪৩৬	৪৬৫৩০	২৪/৩/১৪	২৫/৫/১৪	৩২৯৩২	৯৯৬৩	১৮/১২/১৪	২৮/১/১৫	১/৬/১৫	৯৫৫৫	৮৭৬৩	২১৫৯	২৯/৮/১৫	১৫/০৯/১৫

লেখচিত্র ১০ (ট): ৩৪তম বিসিএস থেকে ৪৩তম বিসিএস পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে ব্যয়িত সময়ের (দিন) লেখচিত্র

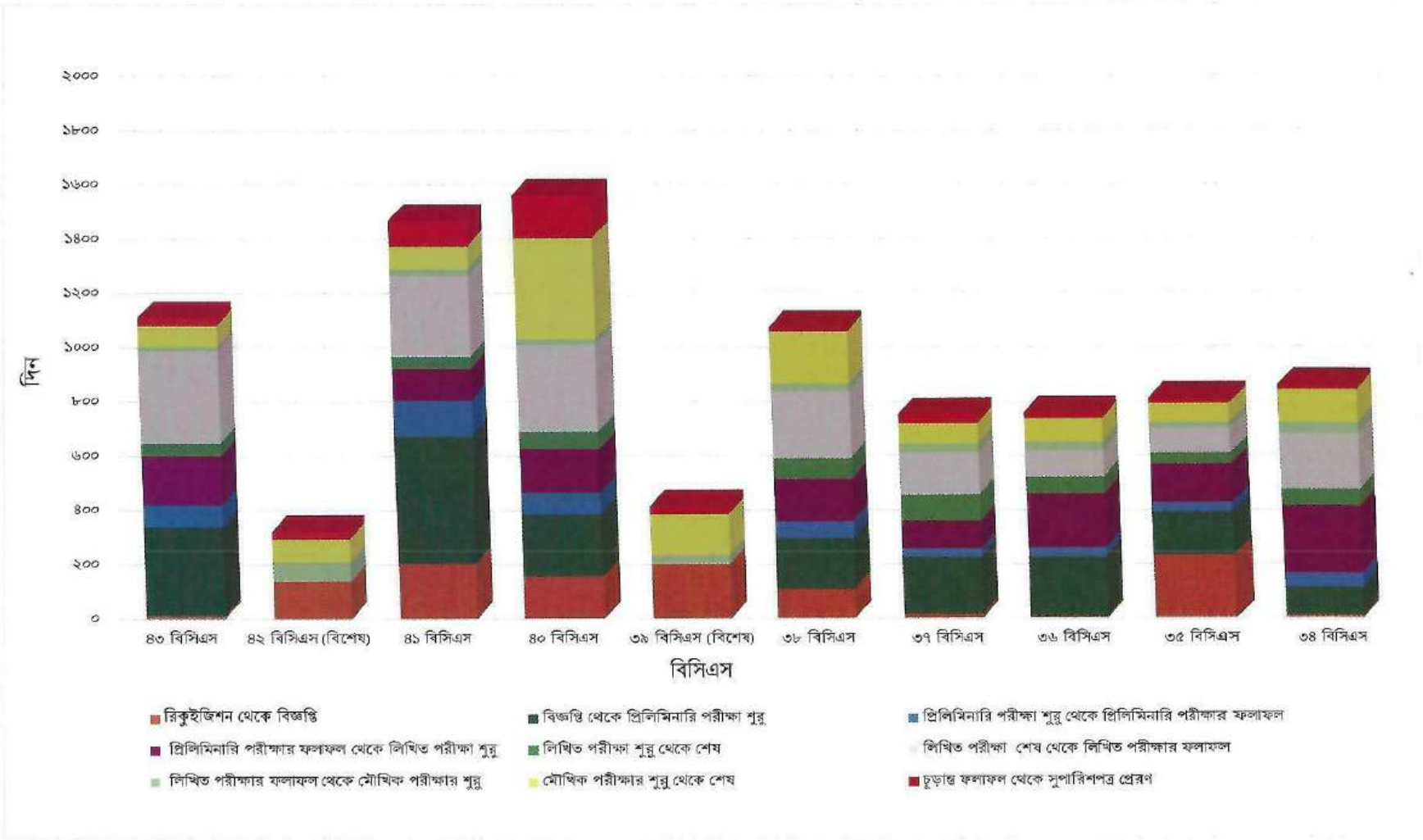

সারণি ১০.১৮: ৩৪তম বি.সি.এস. থেকে ৪৩তম বি.সি.এস. পরীক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যয়িত সময়ের (দিন) পরিসংখ্যান [লেখচিত্র: ১০(ট)]

ক্রমিক	বি.সি.এস.	রিকুইজিশন থেকে বিজ্ঞপ্তি	বিজ্ঞপ্তি থেকে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুরু	প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুরু থেকে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল	প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফলাফল থেকে লিখিত পরীক্ষা শুরু	লিখিত পরীক্ষা শুরু থেকে শেষ	লিখিত পরীক্ষা শেষ থেকে লিখিত পরীক্ষার ফলাফল	লিখিত পরীক্ষার ফলাফল থেকে মৌখিক পরীক্ষার শুরু	মৌখিক পরীক্ষার শুরু থেকে শেষ	মৌখিক পরীক্ষার শেষ থেকে চূড়ান্ত ফলাফল	চূড়ান্ত ফলাফল থেকে সুপারিশপত্র প্রেরণ	বিজ্ঞপ্তি থেকে চূড়ান্ত ফলাফল	রিকুইজিশন থেকে সুপারিশপত্র প্রেরণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
১	৪৩ বি.সি.এস.	৮	৩৩৩	৮৩	১৮৫	৪৫	৩৪৭	১৪	৭৯	৩৫	৩০	১১২১	১১৫৯
২	৪২ বি.সি.এস. (বিশেষ)	১৪০						৬৯	৮৭	৮	২৭	২৮৩	৩৩১
৩	৪১ বি.সি.এস.	২০২	৪৭৮	১৩৫	১২০	৪৪	৩০২	২৫	৮৫	১৫৬	৯৬	১৩৪৫	১৬৪৩
৪	৪০ বি.সি.এস.	১৫৪	২৩৪	৮৩	১৬৩	৬৫	৩২৪	২০	৩৮০	২৭	১৫৯	১২৮৫	১৬০৯
৫	৩৯ বি.সি.এস. (বিশেষ)	২০২						৩৪	১৫২	৫০	৩০	৩৮৭	৪৬৮
৬	৩৮ বি.সি.এস.	১০৭	১৯২	৬১	১৬১	৭৭	২৫০	২৮	১৯৫	১৪২	১৫	১১০৬	১২২৮
৭	৩৭ বি.সি.এস.	১৩	২১৪	৩২	১০৩	১০০	১৫৫	৩৫	৭৪	১২১	৩৫	৮৩৪	৮৮২
৮	৩৬ বি.সি.এস.	৬	২২২	৩৩	২০৪	৬৩	৯৬	৩৩	৮৭	১৩২	২৩	৮৭০	৮৯৯
৯	৩৫ বি.সি.এস.	২৩৩	১৬৪	৩৩	১৪৬	৩৯	৯৫	১৮	৭২	১২৭	২০	৬৯৪	৯৪৭
১০	৩৪ বি.সি.এস.	৮	১০৬	৫১	২৫৩	৬২	২০৭	৪১	১২৪	৮৯	১৭	৯৩৩	৯৫৮

একাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের অর্জন, গতিশীলতা বৃদ্ধি, গৃহীত উদ্যোগ ও সুপারিশসমূহ

স্বাধীন বাংলাদেশে প্রজাতন্ত্রের কর্ম বিভাগকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে সংবিধান কার্যকর হওয়ার পূর্বেই মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ৮ এপ্রিল তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনসমূহ আদেশ (পিও নং-৩৪) এর জারির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হওয়ার সাথে সাথে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদের ১৪৭ ও ১৪১-১৩৭, বিধানাবলী, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন, ২০২৩ এবং The Bangladesh Public Service Commission (Consultation) Regulations 1979 (সংশোধনীসহ) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। সংবিধানের ১৪০ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগদানের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি মনোনয়নের উদ্দেশ্যে মেধাবী ও যোগ্য প্রার্থী যাচাই-বাছাই ও পরীক্ষা পরিচালনা, পদোন্নতি, নিয়মিতকরণ, জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ, নিয়োগবিধি প্রণয়ন, শৃঙ্খলামূলক বিষয়াদি ও অবসর ভাতার অধিকারসহ প্রজাতন্ত্রের কর্মের শর্তাবলিকে প্রভাবিত করে এমন সব বিষয়ে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করে থাকে। এ ছাড়া আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো দায়িত্ব প্রদান করা হলে কমিশন তা পালন করে থাকে। বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠার পর থেকে আজ অবধি সাংবিধানিক দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও কার্যকর ও গতিশীল করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও কমিশনকে আধুনিকায়ন করার জন্য বেশ কিছু উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে; এবং একই সঙ্গে কমিশনকে যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে।

১১.১. উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসমূহ

- নিয়োগ পরীক্ষা, নিয়োগবিধি ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মিত সেমিনার ও ওয়ার্কশপ করে কমিশন যৌক্তিক এবং যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।
- নন-ক্যাডার ৯ম এবং ১০ম থেকে ১৩ তম গ্রেড পদে নিয়োগ পরীক্ষার নীতিমালা, ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- কমিশন কর্তৃক গৃহীতব্য সকল পরীক্ষা যেমন-প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা শতভাগ স্বচ্ছ এবং নৈর্ব্যক্তিক করার লক্ষ্যে লিথোকোড সমৃদ্ধ কোডিং সিস্টেম প্রবর্তনসহ OMR শীটে নম্বর প্রদান করা হচ্ছে।
- নন-ক্যাডার পদের ক্ষেত্রে দ্রুততম সময়ে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে সীমিত পরিসরে কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করা হচ্ছে।
- নির্ধারিত/নির্দিষ্ট চাকরি প্রার্থীদের নিজস্ব কম্পিউটার ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন পদের MCQ পরীক্ষার OMR স্ক্যানিং করে দ্রুত ফলাফল প্রকাশে সহযোগিতা করা হচ্ছে।
- প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রতিরোধকল্পে বি.সি.এস. সহ সকল নন-ক্যাডার নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের একাধিক সেট তৈরি এবং পরীক্ষা শুরুর ৩০ মিনিট পূর্বে লটারির মাধ্যমে নির্ধারিত সেটের প্রশ্নে পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে।
- নিয়োগ পরীক্ষা আরও স্বচ্ছ ও সুষ্ঠু করার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট হলে হাজিরা তালিকায় প্রার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর জোড় ও বিজোড় বিন্যস্ত করা হচ্ছে এবং প্রতিটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর কক্ষওয়ারী দৈবচয়ন (random) পদ্ধতিতে সাজানো হচ্ছে। অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে double lithocode barcode সংবলিত O.M.R উত্তরপত্র প্রবর্তন করা হয়েছে।
- প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক, নিরীক্ষক এবং মৌখিক পরীক্ষার বিশেষজ্ঞদের যোগ্যতা নির্ধারণ এবং করণীয় সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য নিয়মিত সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে।
- ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পরীক্ষায় প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর জন্য সমান সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে উভয় পরীক্ষার সিলেবাস সংস্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজের সিলেবাসের সাথে ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পরীক্ষার সিলেবাসের সমন্বয় করা হচ্ছে।

- উত্তরপত্র মূল্যায়নে স্বচ্ছতা ও সমতা বিধানের জন্য বি.সি.এস. পরীক্ষায় দুই জন পরীক্ষক দিয়ে খাতা মূল্যায়ন করা হচ্ছে এবং প্রত্যেক পরীক্ষকের মূল্যায়নের পর একজন নিরীক্ষককে দিয়ে যাচাই করা হচ্ছে। দুই পরীক্ষকের প্রদত্ত নম্বরের ব্যবধান শতকরা ২০ নম্বরের বেশি হলে তৃতীয় পরীক্ষক দিয়ে খাতা মূল্যায়ন করা হচ্ছে।

- বি.সি.এস. পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে সৃজনশীলতার পরিবর্তে গতানুগতিক ধারা পরিলক্ষিত হওয়ায় কর্মশালার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে যুগপোযোগী মডেল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এবং এ মডেল প্রশ্নপত্র অনুসরণ করে বি.সি.এস. পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার ফলে প্রশ্নের স্ট্যান্ডার্ড বৃদ্ধি পেয়েছে।

- বি.সি.এস. পরীক্ষায় অনলাইন রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম সম্পন্নের সাথে সাথে তাৎক্ষণিক প্রবেশপত্র এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর জেনারেট হতো। এতে পরীক্ষার্থীরা পাশাপাশি আসন গ্রহণের সুবিধার সাথে সাথে পরীক্ষার্থীদের ভেতর কখনো কখনো অপরাধ প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এ প্রবণতা সম্পূর্ণরূপে রোধ করতে কমিশন তাৎক্ষণিক প্রবেশপত্র ইস্যু না করে পরীক্ষার পূর্বে একটি নির্ধারিত তারিখ থেকে প্রবেশপত্র ইস্যু করার পদ্ধতি অনুসরণ করছে। একই সাথে পরীক্ষার আসন ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন এনে দৈবচয়নের ভিত্তিতে আসন বিন্যাস করা হচ্ছে।

- জরুরি অবস্থা/আপৎকালীন যেমন করোনা মহামারীর মধ্যে নিয়োগের সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে আবেদন গ্রহণ, আবেদন বাছাই, পরীক্ষা গ্রহণ এবং চূড়ান্ত মনোনয়ন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম সুশৃংখল, নিরাপদ এবং সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে কমিশনের সক্ষমতার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যা সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য শিক্ষণীয়।

- পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মান নিয়োগযোগ্য পদের গ্রেড অনুযায়ী করার জন্য প্রশ্নকারক ও মডারেটর -এর সাথে সেমিনার করে পরামর্শ প্রদান।

- পরীক্ষক কর্তৃক উত্তরপত্র মূল্যায়নে একটি নির্দিষ্ট মানদন্ড অনুসরণ করা, যেন বিভিন্ন পরীক্ষক এর উত্তরপত্র মূল্যায়নে ভিন্নতা পরিলক্ষিত না হয়।

১১.২. গতিশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ

- কর্ম কমিশনের সেবা বিকেন্দ্রীকরণ করার লক্ষ্যে দেশের ৭টি বিভাগে কমিশনের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে এবং ৭টি নিজস্ব ভবন নির্মাণের প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। সেবা প্রত্যাশীদের জন্য আঞ্চলিক দপ্তর হতে সহজেই সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে।

- যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ের ২য় তলায় মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ করা হয়েছে। আঞ্চলিক কার্যালয়ের নির্মাণাধীন ভবনে পরীক্ষা হলের সংস্থান রাখা হয়েছে।

- ২৩ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন, ২০২৩ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এতে কমিশনকে আরও গতিশীল করতে কমিশনের সদস্য সংখ্যা ১৪ থেকে ২০ এ উন্নীত করা হয়েছে এবং একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় হিসাবে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়কে আইনী কাঠামোর আওতায় আনা হয়েছে।

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/পরিদপ্তরে ডি.পি.সি. সভায় কমিশন সচিবালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের জন্য অনুসরণীয় বিষয়সমূহের সহায়িকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন ২০১৭ সাল থেকে K.P.I. এর ১(গ) শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় সে অনুযায়ী কমিশন ভবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নীত করা; প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তার স্বার্থে দর্শনার্থীদের জন্য ডিজিটাল পাস প্রবর্তন করা হয়েছে।

- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের কাজের কলেবর বহুগুণে বৃদ্ধি পাওয়ায় কমিশন সচিবালয়ে নতুন ৬টি ইউনিট সৃজন করা হয়েছে।

- চাকরির আবেদন (অনলাইন রেজিস্ট্রেশন) থেকে শুরু করে ফলাফল প্রস্তুত পর্যন্ত সকল পর্যায়ে অটোমেশনের ফলে নিয়োগ প্রক্রিয়া অনেক বেশি দক্ষতার সাথে সম্পন্ন হচ্ছে। এতে সময় ও অর্থ যেমন সাশ্রয় হয়েছে তেমনি কমিশনের কর্ম প্রক্রিয়ায় State of the art ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

- ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছতার সাথে কমিশন কর্তৃক চাকরি প্রার্থী বাছাই ও মনোনয়নের সুপারিশ করা হচ্ছে।

১১.৩. কর্ম কমিশন কর্তৃক গৃহীত সাম্প্রতিক উদ্যোগ

নিয়োগ প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, জবাবদিহিমূলক ও দ্রুততর করার প্রত্যয়ে আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনাকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে যোগ্য ও মেধাবী প্রার্থীদের স্বল্পতম সময়ে নিয়োগের সুপারিশ প্রদান করা যায় তা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কমিশন বিবেচনা করছে। কমিশন কর্তৃক গৃহীত নিয়োগ কার্যক্রমে সর্বাধুনিক তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। বি.সি.এস.সহ সকল নন-ক্যাডার পদের নিয়োগ পরীক্ষা অটোমেশনের আওতায় আনা হয়েছে। এ বিষয়ে কর্ম কমিশনকে আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে গৃহীত উদ্যোগসমূহ নিম্নরূপ:

- বি.সি.এস. পরীক্ষার বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে প্রিলিমিনারি টেস্ট, লিখিত পরীক্ষা এবং মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন করে এক বছরের মধ্যে একটি বি.সি.এস. পরীক্ষা চূড়ান্ত সুপারিশ করার লক্ষ্যে রোডম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রতি বছরের নভেম্বর মাসের ৩০ তারিখে নিয়মিতভাবে বি.সি.এস. পরীক্ষার বিজ্ঞাপন জারি করা হচ্ছে।

- কমিশন পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় গতি সঞ্চারের জন্য সমন্বিত পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Integrated Examination Information Management System) বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ পদ্ধতির আওতায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের শূন্য পদে নিয়োগের চাহিদাপত্র অনলাইনে প্রেরণ সম্ভব হবে। সমন্বিত পরীক্ষা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রার্থীদের unique ID প্রদান করা হবে। unique ID প্রদানের ফলে প্রার্থীদের মৌলিক তথ্যাদি বার বার দেওয়ার প্রয়োজন হবে না এবং তাৎক্ষনিকভাবে ডাটা আপটেড করা সম্ভব হবে। বিভিন্ন তথ্যাদি যেমন- প্রার্থীর নাম, পিতার নাম, মাতার নাম, শিক্ষাগত ফলাফল ইত্যাদি যাচাই করার জন্য শিক্ষা বোর্ড এবং জাতীয় পরিচয় পত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ইন্টিগ্রেশন করা হবে। প্রশ্নপত্র বিতরণের ক্ষেত্রে বর্তমান ম্যানুয়াল ট্রাংকের পরিবর্তে Internet of Things (IoT) ট্রাংক ব্যবহার করা হবে। IoT ট্রাংক ব্যবহারের ফলে ট্রাংকের গতিবিধি তাৎক্ষনিকভাবে জানা যাবে। এ পদ্ধতিতে উন্নত স্ক্যানিং মেশিনের মাধ্যমে OMR শিট স্ক্যান করা হবে। ফলে ডাটা এবং ইমেজ উভয়ই পাওয়া যাবে। ইমেজ ব্যবহার করে ডাটা ভেলিডেশন করা যাবে এবং একই সাথে ডাটা ও ইমেজ আর্কাইভ করা যাবে। উল্লিখিত পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা হবে। একই সাথে উত্তরপত্র স্ক্যানিং করা হবে। ভবিষ্যতে মূল্যায়নের জন্য স্ক্যানকৃত উত্তরপত্র পরীক্ষকের নিকট প্রেরণ করা যাবে। নতুন পদ্ধতিতে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর বোর্ডের সভাপতি online এ এন্ট্রি করবেন। এক কপি প্রিন্ট করে ভল্টরুমে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হবে। মৌখিক পরীক্ষার নম্বর অনলাইনে এন্ট্রি করা হবে বিধায় OMR শিট স্ক্যান করার প্রয়োজন হবে না। ফলে আরও কম সময়ে অধিকতর নির্ভুলভাবে ফলাফল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

- কমিশনের অধীন পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা সিস্টেমের ১১টি মডিউলের মধ্যে ২টি মডিউলে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকবে। এ ২টি মডিউল ন্যাশনাল ডাটা সেন্টার/4th Tier Data Centre এ হোস্টিং করা হবে।

- বিভিন্ন পরীক্ষার আবেদনকারী, প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক এবং নিরীক্ষকসহ সকলের জিজ্ঞাসা/প্রশ্নের জবাবের জন্য কল সেন্টার স্থাপন করা হবে।

- Electronic Knowledge Management পদ্ধতি প্রয়োগ করে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এর লাইব্রেরিকে ই-লাইব্রেরিতে রূপান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থী, চাকরি প্রত্যাশী, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও আগ্রহী পাঠকগণ তাদের নিজ অবস্থান থেকে সহজেই তথ্যসমূহ পাবেন এবং দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে নিজেদের মতামত ও তথ্য দিতে পারবেন।

- দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় বিদ্যমান কারিকুলামের সাথে কমিশন অনুসৃত বি.সি.এস. পরীক্ষার সিলেবাস পর্যালোচনা করা হয়েছে। বি.সি.এস. পরীক্ষাসহ অন্যান্য নন-ক্যাডার নিয়োগ পরীক্ষার সিলেবাস শিক্ষাক্রমের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে আপডেট করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায় সিলেবাস আপডেটের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১১.৪. সুপারিশসমূহ

- কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সদস্যগণ সাংবিধানিক পদধারী, Warrant of Precedence এ উল্লেখিত অন্যান্য সাংবিধানিক পদধারীদের পদমর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ/সামঞ্জস্যপূর্ণ তাদের পদমর্যাদা হওয়া প্রয়োজন। এমতাবস্থায়, চেয়ারম্যান এর পদমর্যাদা সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি এবং সদস্যগণের পদমর্যাদা হাইকোর্টের বিচারপতিদের সম পদমর্যাদা হওয়া উচিত।

- কমিশনের বার্ষিক ব্যয় অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত বরাদ্দের উপর নির্ভরশীল। সংবিধানের ৮৮ (খ)(গ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কমিশনের ব্যয় সংযুক্ত তহবিলের উপর দায়যুক্ত ব্যয় হলেও অর্থ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দের বাইরে কমিশনের নিকট তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় মর্মে প্রতীয়মান ব্যয়ের আর্থিক স্বাধীনতা নেই। এ বিষয়ে আইন/বিধি প্রণয়ন করা জরুরি।

- কমিশন সচিবালয়কে শক্তিশালী ও গতিশীল করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবল বৃদ্ধি এবং সচিবালয়ে কর্মরত নিজস্ব জনবল যাতে গ্রেড-২ পর্যন্ত পদোন্নতির সুযোগ পান সে অনুযায়ী পদোন্নতির সোপান সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

- নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় প্রশ্নপত্র মুদ্রণ করে সকল পরীক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে কর্ম কমিশন সচিবালয়ের একটি নিজস্ব প্রেস স্থাপন করা প্রয়োজন।

- ৫০০০ (পাঁচ হাজার) পরীক্ষার্থীর লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা যায় এধরনের পরীক্ষার হল নির্মাণ করা প্রয়োজন।

- পরীক্ষা বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য ও অনুসৃত নীতি সম্বন্ধে ধারণা প্রদান এবং কমিশনের কাজে গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিশনের বিভিন্ন পরীক্ষায় নিয়োজিত প্রশ্নকারক, মডারেটর, পরীক্ষক ও নিরীক্ষককে নিয়ে প্রতিবছর প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মশালার আয়োজন করা।

- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন আইন, ২০২৩ এর আওতায় জরুরিভাবে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের জন্য নতুন নিয়োগ বিধিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

- সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অধিকতর দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ, উচ্চ শিক্ষা এবং প্রণোদনা নিশ্চিত করা দরকার।

- সরাসরি নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রশ্নপত্র মুদ্রণ এবং পরীক্ষার্থীর সাথে সংশ্লিষ্টদের পারিতোষিকের হার পূর্বের মতো বহাল রাখা প্রয়োজন।

- বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে শিক্ষাসফর বন্ধ থাকায় নিয়োগ পরীক্ষার ধরণ, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। অতএব, জরুরিভিত্তিতে পুনরায় শিক্ষা সফর শুরু করা উচিত।

দ্বাদশ অধ্যায়

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত ও উদ্‌যাপিত/পালনকৃত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের কিছু আলোকচিত্র:

মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট ১৮.০৩.২০২৪ তারিখে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের ২০২৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন পেশ।

কমিশন সচিবালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ নবনিয়োগপ্রাপ্ত কমিশনের চেয়ারম্যানকে ফুল দিয়ে বরণ করছেন

শহিদগণের স্মরণে কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং কমিশন সচিবালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের নীরবতা পালন

মৃত্যুঞ্জয়ী স্মৃতিস্তম্ভে কমিশনের নব যোগদানকৃত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের শ্রদ্ধা নিবেদন

কমিশনের নব যোগদানকৃত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ১৭.১০.২০২৪ তারিখে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ

কমিশনের নব যোগদানকৃত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সাথে কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের ২১.১০.২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় কমিশনের চেয়ারম্যানের বক্তব্য প্রদান

কমিশনের নব যোগদানকৃত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত কমিশন সচিবালয়ের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ

শহিদগণের স্মরণে নীরবতা পালন

কমিশন সচিবালয়ের সচিব হিসেবে যোগদানের পর মৃত্যুঞ্জয়ী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ

কমিশন সচিবালয়ের নব নিয়োগপ্রাপ্ত সচিবের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পরিচিতি সভা

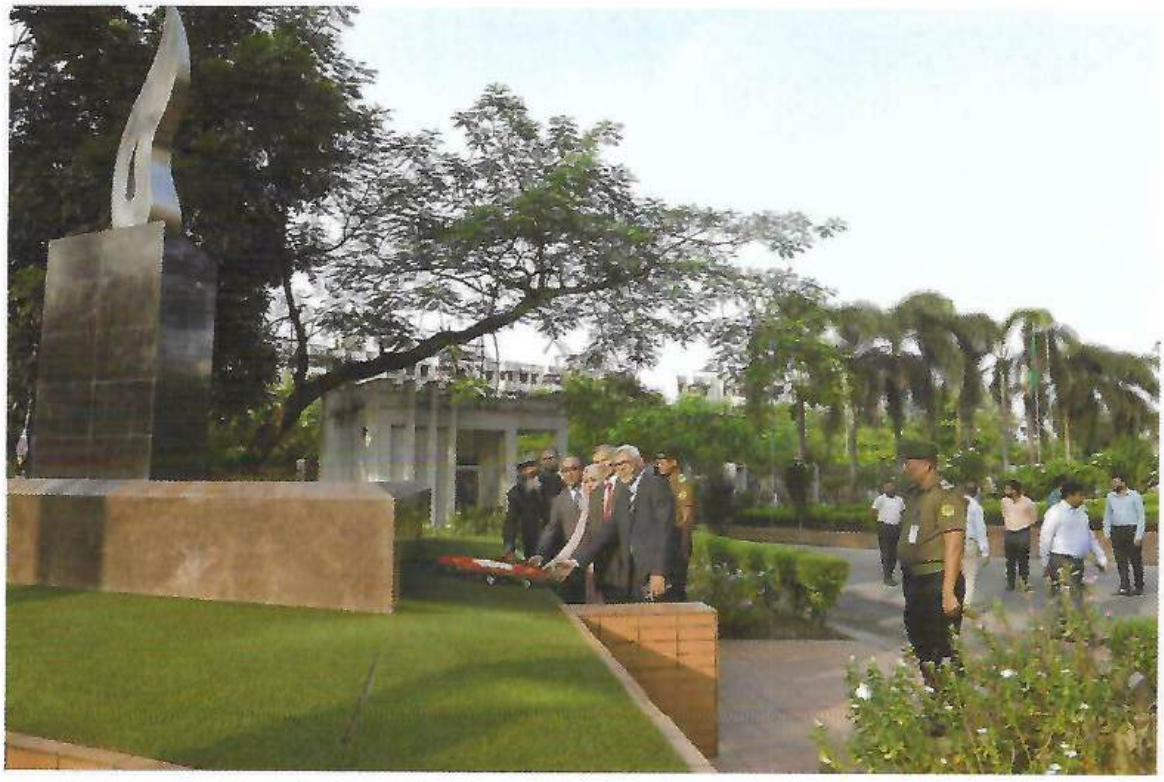

নব যোগদানকৃত সদস্যবৃন্দকে নিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ী স্মৃতিস্তম্ভে চেয়ারম্যানের পুষ্পস্তবক অর্পণ

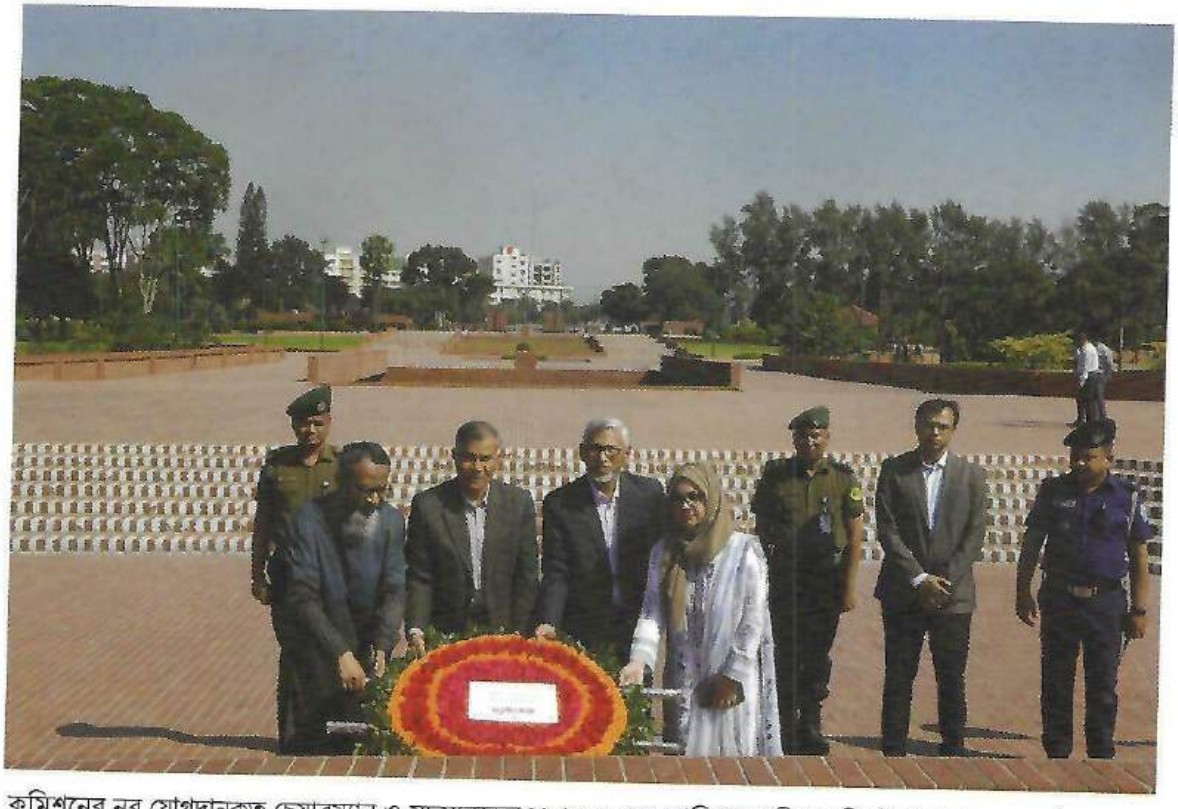

কমিশনের নব যোগদানকৃত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ১১.১১.২০২৪ তারিখে জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ

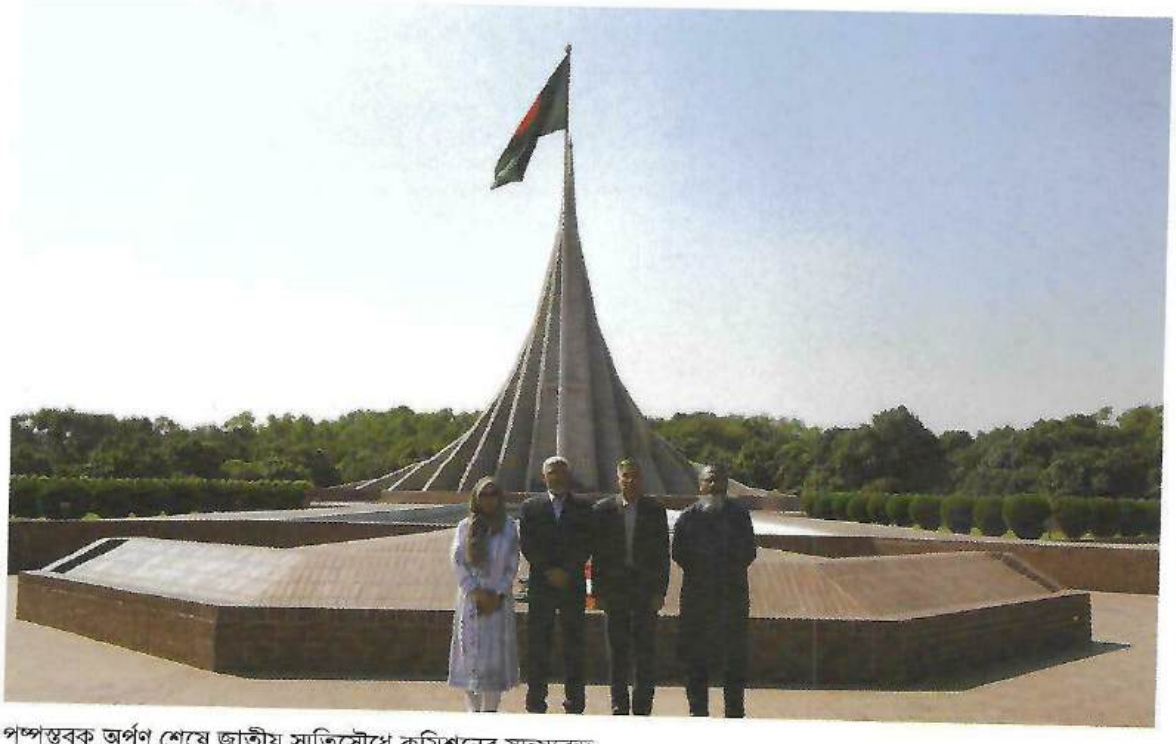

পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে জাতীয় স্মৃতিসৌধে কমিশনের সদস্যবৃন্দ

শহীদদের স্মরণে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন

কমিশনের নব যোগদানকৃত সদস্যবৃন্দের সাথে কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের ২৪.১১.২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় কমিশনের চেয়ারম্যানের বক্তব্য প্রদান

কমিশনের নব যোগদানকৃত সদস্যবৃন্দের সাথে কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের সাথে মতবিনিময় সভায় কমিশনের চেয়ারম্যানের বক্তব্য প্রদান

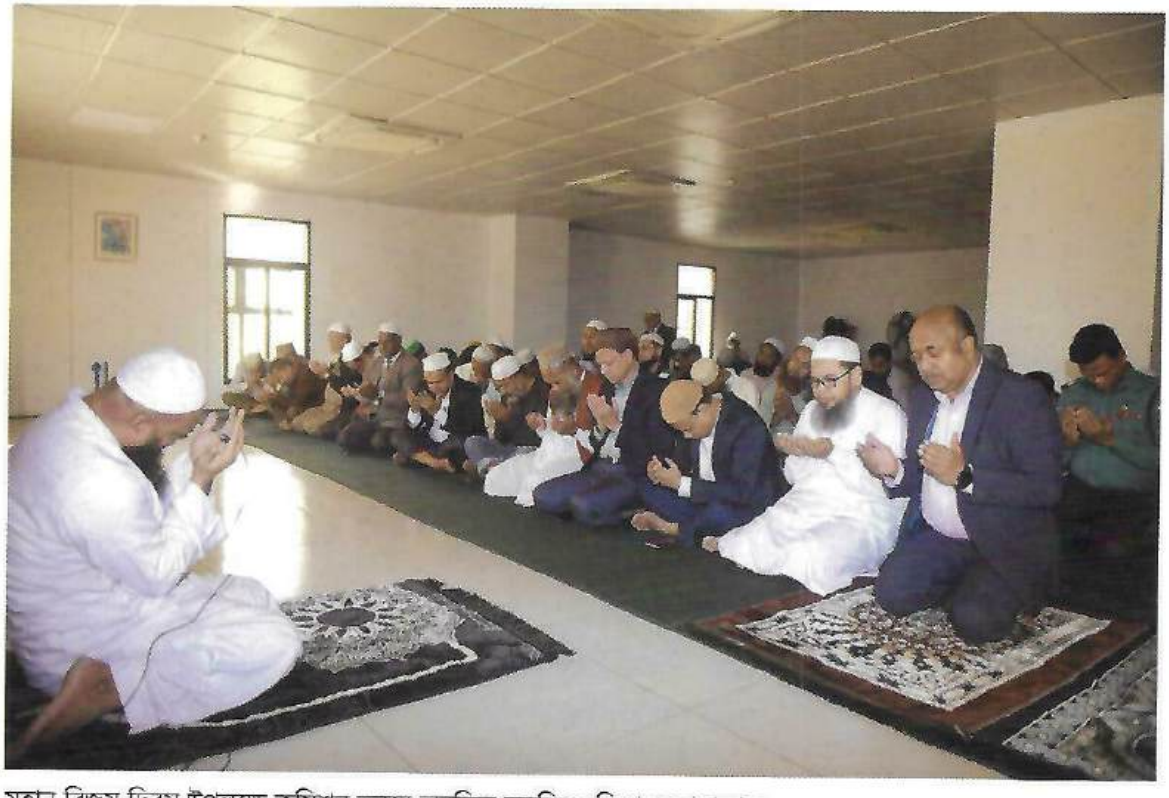

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে কমিশন ভবনে অবস্থিত মসজিদে বিশেষ মোনাজাত

বিসিএস এর মৌখিক পরীক্ষায় আগত বিশেষজ্ঞগণের সাথে কমিশনের চেয়ারম্যানের ব্রিফিং সেশন

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ও সিঙ্গাপুর সিভিল সার্ভিসের নিয়োগ প্রক্রিয়াসহ অন্যান্য বিষয়ে কমিশনের চেয়ারম্যানের সাথে সিঙ্গাপুরের নন-রেসিডেন্ট হাই কমিশনার ডেরেক ল'র নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের সৌজন্য সাক্ষাত শেষে কমিশনের চেয়ারম্যান ও কমিশন সচিবালয়ের সচিব

শহিদ আবু সাঈদ-এর পরিবারের সাথে কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সাক্ষাত

শহিদ আবু সাঈদ-এর কবর জিয়ারতের পর পরিবারের সদস্যগণসহ কমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্যবৃন্দ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের মোনাজাত

শহিদ আবু সাঈদ-এর কবর জিয়ারতের পর পরিবারের সদস্যগণসহ কমিশনের সদস্যবৃন্দ এবং প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের মোনাজাত

ত্রয়োদশ অধ্যায়

জাতীয় গণমাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক ২০২৪ সালে সম্পাদিত কার্যক্রমের ওপরে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ায় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। কমিশনের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন জাতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্টের অংশবিশেষ :

কালের কণ্ঠ

ঢাকা। মঙ্গলবার। ১৬ জানুয়ারি ২০২৪। ২ মাঘ ১৪৩০। ৩ রজব ১৪৪৫

বিসিএসে শ্রুতি লেখক চেয়ে আবেদন ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন প্রার্থীরা শ্রুতি লেখক চেয়ে আবেদন করতে পারবেন বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনে (পিএসসি)। ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আবেদনের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার পিএসসির ক্যাডার শাখার পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আনন্দ কুমার বিশ্বাস স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ আবেদন চাওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ৪৬তম বিসিএসে প্রিলিমিনারি টেস্টে যেসব বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন প্রার্থীর শ্রুতি লেখক প্রয়োজন, তাদের চাহিদা অনুযায়ী পিএসসি থেকে শ্রুতি লেখক নিয়োগ দেওয়া হবে। শ্রুতি লেখকের চাহিদা জানিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে অফিস চলাকালে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বরাবর আবেদন করতে হবে। আবেদনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কাগজ জমা দিতে হবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়েছে, প্রয়োজনীয় কাগজসহ নির্ধারিত সময়ে আবেদন করা না হলে শ্রুতি লেখক দেওয়া হবে না। পিএসসি থেকে নিয়োগকৃত শ্রুতি লেখক ছাড়া সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।

আলোকিত বাংলাদেশ

সোমবার ■ ২৯ মাঘ ১৪৩০ ■ ১ শাবান ১৪৪৫ ■ ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

৪০তম বিসিএস নন-ক্যাডার থেকে ৮৯ জনকে নিয়োগ

● নিজস্ব প্রতিবেদক

৪০তম বিসিএস নন-ক্যাডার থেকে ৮৯ জন প্রার্থীকে ১০ম গ্রেডে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) অধীন শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট অনুবিভাগে সহকারী রাজস্ব গতকাল এই নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে এনবিআর।

এনবিআররের ওয়েবসাইট থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সুপারিশে এবং মেডিকেল বোর্ড প্রদত্ত স্বাস্থ্য পরীক্ষার প্রত্যয়নপত্র ও পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রতিবেদনের আলোকে তাদের নিয়োগ দেওয়া হলো।

প্রজ্ঞাপনে আগামী ১১ মার্চ পদায়ন করা সংশ্লিষ্ট কর্মস্থলে/কমিশনারেটে যোগদানের জন্য প্রার্থীদের অনুরোধ করা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়, প্রার্থী তার যোগদানপত্র পদায়নকৃত কর্মস্থলে দাখিল করবেন। নির্ধারিত তারিখে চাকরিতে যোগদান না করলে তিনি চাকরিতে যোগদান করতে সম্মত নন বলে ধরে নেওয়া হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ

ঢাকা ॥ বৃহস্পতিবার
১১ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২৫ জানুয়ারি ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

বিসিএস পরীক্ষায় প্রক্সি দিতে এসে ধরা খেয়ে জেলহাজতে

স্টাফ রিপোর্টার, চট্টগ্রাম অফিস ॥ বিসিএস লিখিত পরীক্ষায় প্রক্সি দিতে গিয়ে ধরা পড়া এক শিক্ষার্থীকে সাতদিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছে। বুধবার সকালে চট্টগ্রাম মহানগরীর ইস্পাহানী কলেজ কেন্দ্র থেকে আটক করা হয় প্রিয়তী জান্নাত নামের এ শিক্ষার্থীকে। পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তার জবানবন্দি ও সাক্ষ্যগ্রহণ করে এ দণ্ড প্রদান করেন।

জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জসিম উদ্দিন সাংবাদিকদের জানান, সকাল ১০টার দিকে ইস্পাহানী স্কুল ও কলেজ কেন্দ্রে আরেকজনের পরীক্ষা দিতে এসে ধরা পড়ে প্রিয়তী। এ পরীক্ষার্থী ভুয়া প্রবেশপত্র নিয়ে হলে প্রবেশ করে। সে কোনো এনআইডি দেখাতে পারেনি। সে কারণে তাকে দণ্ড প্রদান করা হয়।

উল্লেখ্য, ৪৫তম বিসিএস পরীক্ষার দ্বিতীয় দিন বুধবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত ২০০ নম্বরের বাংলা পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। চট্টগ্রাম মহানগরীর এ কেন্দ্রে মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৭৩৪ জন, যার মধ্যে ৬২৫ জন অংশগ্রহণ করে।

যুগান্তর

৪৬তম বিসিএস প্রিলি পরীক্ষা ২৬ এপ্রিল

যুগান্তর প্রতিবেদন

৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা আগামী ২৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হবে। রোববার সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) এক বিশেষ সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সভা সূত্রে জানা গেছে, আগামী ৯ মার্চ এ পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদের সাধারণ ও উপনির্বাচনের কারণে পরীক্ষা পেছানো হয়েছে। পরীক্ষা পেছানো হলেও দ্রুত সময়ে ফল প্রকাশ ও লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রে একযোগে ৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। এবার মোট তিন হাজার ১৪০ জন ক্যাডার নেওয়া হবে। গত বছরের ৩০ নভেম্বর ৪৬তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় এমসিকিউ পদ্ধতিতে ২০০ নম্বরের প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সকাল ১০টায় শুরু হবে এবং শেষ হবে দুপুর ১২টায়।

ইত্তেফাক | সোমবার, ১১ চৈত্র ১৪৩০ | ২৫ মার্চ ২০২৪

২৬ এপ্রিল বিসিএস প্রিলি পরীক্ষার্থীদের জন্য সতর্কতা

৪৬তম বিসিএস পরীক্ষা-২০২৩-এর প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির শর্তানুযায়ী ২৬ এপ্রিল অনুষ্ঠেয় প্রিলিমিনারি টেস্টে বই-পুস্তক, সব প্রকার ঘড়ি, মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ব্যাংক/ক্রেডিট কার্ড সদৃশ কোনো ডিভাইস, গহনা ও ব্যাগসহ পরীক্ষার হলে প্রবেশ করা নিষেধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ মর্মে বিষয়গুলো ইতিপূর্বে প্রার্থীদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পরীক্ষার হলে কোনো প্রার্থীর নিকট নিষিদ্ধ সামগ্রী পাওয়া গেলে তা বাজেয়াপ্তসহ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা ২০১৪-এর বিধিভঙ্গের কারণে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিলসহ কর্মকমিশন আইন-২০২৩ অনুযায়ী ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন কর্তৃক গৃহিতব্য সব নিয়োগ পরীক্ষার জন্য উক্ত প্রার্থীকে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে।—প্রেস বিজ্ঞপ্তি

কালের কণ্ঠ | ঢাকা। বৃহস্পতিবার। ৪ এপ্রিল ২০২৪। ২১ চৈত্র ১৪৩০। ২৪ রমজান ১৪৪৫

৪৪তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

৪৪তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন মোট ১১ হাজার ৭৩২ জন। তাঁদের মৌখিক পরীক্ষা আগামী ৮ মে শুরু হবে। গতকাল বুধবার পিএসসির ক্যাডার শাখার পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আনন্দ কুমার বিশ্বাস স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এই ফল প্রকাশ করা হয়। প্রকাশিত ফলে দেখা গেছে, প্রাথমিকভাবে এসব উত্তীর্ণ প্রার্থীর মধ্যে সাধারণ ক্যাডারে পাঁচ হাজার ৩২৬ জন, সাধারণ ও কারিগরি বা পেশাগত উভয় ক্যাডারে পাঁচ হাজার ৮৬২ জন এবং কারিগরি বা পেশাগত ক্যাডারে ৫৪৪ জন রয়েছেন।

Daily Post | THURSDAY | 4 APRIL | 2024

11,732 candidates passed in 44th BCS examinations

Staff Reporter

A total of 11,732 candidates have passed in the 44th Bangladesh Civil Service (BCS) examinations.

The Bangladesh Public Service Commission (BPSC) published the results of the BCS written examinations-2021 this

(Page 2 col. 1)

11,732 candidates passed in 44th

Contd. from Page 1

afternoon. The BPSC will hold viva voce for the successful candidates from May 8. The schedule will be disclosed in detail through newspapers and the BPSC website. The results are available on BPSC's web address- www.bpsc.gov.bd and Teletalk BD Ltd's web address http://bpsc.teletalk.com.bd.

দেশ রূপান্তর

Date 09 Apr, 2024 - General - Page 1

পিএসসির প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুরাল ও মৃত্যুঞ্জয়ী স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়েছে। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে কমিশন চত্বরে বেলুন উড্ডয়ন, ব্যানার, ফেস্টুন প্রদর্শন করা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান, সদস্য ও কমিশন সচিবালয়ের সচিব উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে কমিশন সচিবালয়ের সব কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা অংশ নেন। বিজ্ঞপ্তি

কালের কণ্ঠ

ঢাকা। বুধবার। ১৭ এপ্রিল ২০২৪। ৪ বৈশাখ ১৪৩১। ৭ শাওয়াল ১৪৪৫

প্রিলিমিনারিতে প্রতি কেন্দ্রে থাকবেন একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

৪৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য ১০৬ জন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দিয়েছে সরকার। পরীক্ষা চলাকালে কেন্দ্রের ভেতরের ও বাইরের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ঢাকার ৯৬টি পরীক্ষাকেন্দ্রের প্রতিটিতে একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দায়িত্ব পালন করবেন। এ ছাড়া সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের কন্ট্রোলরুমে ১০ জন বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এসংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, আগামী ২৬ এপ্রিল সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ৪৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা (এমসিকিউ) ঢাকার ৯৬টি কেন্দ্রে একযোগে অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকার কেন্দ্রগুলোর জন্য নিয়োগ করা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের ২৩ এপ্রিল সকাল ১১টায় সরকারি কর্ম কমিশন ভবনে অনুষ্ঠিত ব্রিফিং সেমিনারে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি পরীক্ষার দিন অর্থাৎ ২৬ এপ্রিল সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ে রিপোর্ট করতে হবে।

দেশ রূপান্তর

বুধবার, ২৪ এপ্রিল ২০২৪, ১১ বৈশাখ ১৪৩১

৪৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার আসন বিন্যাস প্রকাশ

৪৬তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার আসন বিন্যাস প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি)। গতকাল মঙ্গলবার বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশন তাদের ওয়েবসাইটে এ আসন বিন্যাস প্রকাশ করেছে। আগামী শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রে হবে এ পরীক্ষা। জানা গেছে, ৪৬তম বিসিএসে ৩ লাখ ৩৮ হাজার আবেদন জমা পড়েছে। এই বিসিএসে ৩ হাজার ১৪০টি পদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নেওয়া হবে স্বাস্থ্য ক্যাডারে।

এ ছাড়া সহকারী সার্জন ১ হাজার ৬৮২ জন, সহকারী ডেন্টাল সার্জন ১৬ জন নেওয়া হবে।

এরপর সবচেয়ে বেশি নেওয়া হবে শিক্ষা ক্যাডারে। বিভিন্ন বিষয়ে এই ক্যাডার থেকে বিসিএস শিক্ষায় ৫২০ জন নেওয়া হবে। প্রশাসনে ২৭৪, পররাষ্ট্রে ১০, পুলিশে ৮০, আনসারে ১৪, মৎস্যে ২৬ ও গণপূর্তে ৬৫ জন নেওয়া হবে।

পরীক্ষার সময়সূচি, হলভিত্তিক আসনব্যবস্থা ও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের ওয়েবসাইটে (www.bpsc.gov.bd) প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি

সমকাল

সোমবার। ২৬ আগস্ট ২০২৪। ১১ ভাদ্র ১৪৩১

বন্যার্তদের সহায়তা

এক দিনের বেতন দিলেন পিএসসির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বন্যার্তদের সহায়তায় এক দিনের বেতন দিলেন সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। বন্যার্তদের পাশে দাঁড়াতে প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে এ অনুদান দেওয়া হবে। গতকাল রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে পিএসসি।

এতে বলা হয়, পিএসসির চেয়ারম্যান, সদস্যসহ বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সব কর্মকর্তা-কর্মচারী বন্যার্তদের সহযোগিতার উদ্দেশ্যে এক দিনের বেতন দিতে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই অর্থ প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে পাঠানো হবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

বুধবার ২৪ জুলাই ২০২৪
৯ শ্রাবণ ১৪৩১ | যুগান্তর

চাকরির নিয়োগে ৯৩% মেধা ও ৭% কোটা

সব গ্রেডে একই বিধান রেখে প্রজ্ঞাপন জারি

- কোটায় যোগ্য প্রার্থী না পাওয়া গেলে তা মেধাবীদের মধ্য থেকে পূরণ করা হবে
- চলমান নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এবং বিসিএসে আবেদনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য

যুগান্তর প্রতিবেদন

সরকারি চাকরির নিয়োগে সব গ্রেডে ৯৩ শতাংশ মেধা ও ৭ শতাংশে কোটার বিধান রেখে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। অর্থাৎ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, স্বশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ এবং বিভিন্ন করপোরেশনের চাকরির নিয়োগে ৯ম থেকে ২০তম গ্রেডের ক্ষেত্রে এ বিধান কার্যকর হলো। এতে ২০১৮ সালের প্রজ্ঞাপনসহ কোটাসংক্রান্ত সব পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন, আদেশ, নির্দেশ এবং অনুশাসন রহিত হয়ে যাবে। মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করে।

প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়, সব গ্রেডের নিয়োগে ৯৩ শতাংশ মেধাভিত্তিক হবে। ৫ শতাংশ পদে বীর মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনার সন্তানরা নিয়োগ লাভ করবেন। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য ১ শতাংশ কোটা এবং ১ শতাংশ কোটা শারীরিক প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীরা নিয়োগ পাবেন। তবে নির্ধারিত ৭ শতাংশ কোটায় যোগ্য কোনো প্রার্থী না পাওয়া গেলে তা মেধাবীদের মধ্যে থেকে পূরণ করা হবে। জারি করা প্রজ্ঞাপনে আরও উল্লেখ করা হয় যে, সমতার নীতি ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রজাতন্ত্রের কর্মে প্রতিনিধিত্ব লাভ নিশ্চিতকরণে এ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সরকার।

কোটা সংস্কারের প্রজ্ঞাপন জারি উপলক্ষে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক মঙ্গলবার তার গুলশানের বাসায় সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন। সেখানে আইনমন্ত্রী, জনপ্রশাসনমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান নওফেল, তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত, জনপ্রশাসন ■ পৃষ্ঠা ১২ : কলাম ১

সব গ্রেডে একই বিধান রেখে প্রজ্ঞাপন জারি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী এবং আইন সচিব মো. গোলাম সারওয়ার উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রীরা সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন। সরাসরি নিয়োগ বলতে কি বোঝায়, চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ কি এ প্রজ্ঞাপনের আওতাভুক্ত না আওতামুক্ত এবং রাষ্ট্রপতির ১০ শতাংশ কোটা কি এ পরিপত্রের অধীনে না বাইরে—এসব বিষয় জানতে চাইলে আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, পরিষ্কারভাবে বলছি, সব গ্রেডের নিয়োগে এ বিধান কার্যকর হবে। সর্বোচ্চ আদালত ৪টি ক্যাটাগরি করে দিয়েছেন পরিষ্কারভাবে। এর বাইরে সরকার যেতে পারবে না। কারণ এটি আপিল বিভাগের রায়। আদালতের রায়ের বাইরে যাওয়ার কোনো অভিপ্রায়ও সরকারের নেই।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬০ শতাংশ মহিলা কোটা থাকছে কিনা—এমন প্রশ্নের উত্তরে আইনমন্ত্রী জানান, সরকার সর্বোচ্চ আদালত আপিল বিভাগের রায় প্রতিপালন করেছে। আপিল বিভাগের রায়ের একটি দাড়ি, কমা ও সেমিকোলন বদলানোর কোনো ক্ষমতা সরকারের নেই। যেহেতু আপিল বিভাগের রায়ে হাত দেওয়ার এখতিয়ার সরকারের নেই, সেহেতু আমরা সেভাবে প্রতিপালন করেছি।

চলমান নিয়োগের বিজ্ঞপ্তির ক্ষেত্রে, চলমান বিসিএসের আবেদনের ক্ষেত্রে কি হবে—জানতে চাইলে আইনমন্ত্রী বলেন, জারি করা পরিপত্রের বিধান কার্যকর হবে। এর বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে। আইনমন্ত্রী আরও বলেন, আপিল বিভাগ বিচক্ষণভাবে রায় দিয়েছেন। আপিল বিভাগ বলেছেন, বিষয়টি সরকারের নীতিনির্ধারণী বিষয়। সরকার চাইলে ভবিষ্যতে প্রয়োজনে এ আদেশে নির্ধারিত কোটা পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংস্কার করতে পারবে। আপিল বিভাগ এ বিষয়টি পরিষ্কার না করলে বিষয়টি নিয়ে রিভিউ করার সুযোগ তৈরি হতো এবং ততদিনে হয়তো রিভিউর সময় অতিবাহিত হয়ে যেত। তখন আইনি জটিলতা তৈরি হতো।

কোটা নিয়ে আইন করবেন ইতঃপূর্বে এমন তথ্য দিয়েছিলেন জনপ্রশাসনমন্ত্রী—এ প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী বলেন, কোটা কখনো কোনো আইনের বিষয় ছিল না। কোটা সব সময় সরকারের পলিসি ম্যাটার। সুতরাং এ বিষয়ে কোনো আইন প্রণয়নের প্রয়োজন নেই। বিষয়টি পরিপত্র ও প্রজ্ঞাপন দিয়েই সব সময় কমানো-বাড়ানো হয়ে থাকে। প্রজ্ঞাপনে মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের বিষয়ে বলা হয়েছে কিন্তু মুক্তিযোদ্ধারা বলছেন তাদের কোনো সন্তান চাকরির যোগ্য নেই। তাহলে নাতিপুতিরা কি বাদ এমন প্রশ্নে আইনমন্ত্রী বলেন, আপিল বিভাগ হচ্ছেন দেশের সর্বোচ্চ আদালত, তারা যে রায় দিয়েছেন, তা পরিবর্তনের কোনো এখতিয়ার সরকারের নেই।

পরিবর্তনের এখতিয়ার সরকারকে যেহেতু আপিল বিভাগ দিয়েছেন, তাহলে মহিলা কোটা অথবা অন্য কোনো কোটা কমানো কিংবা বাড়ানোর কাজে হাত দেয়নি—এ প্রসঙ্গে আইনমন্ত্রী বলেন, রায়ের প্রথম অংশে বলা হয়েছে প্রজ্ঞাপন জারির নির্দেশ দেওয়া হলো। এ রায়ের মাধ্যমে সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে ২০১৮ সালে জারি করা প্রজ্ঞাপন বাতিল করা হলো। এ আদেশ প্রদান করা সত্ত্বেও সরকার এ আদালতের নির্ধারিত কোটা বাতিল, সংশোধন এবং সংস্কার করতে পারে। আদালত সরকারের নীতিনির্ধারণী বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। ভবিষ্যতে যদি কোনো সমস্যা হয় সে ক্ষেত্রে কোটা কমানো বাড়ানোর ক্ষমতা সরকারকে দিয়েছেন আদালত। আইনমন্ত্রী বলেন, এখন কেন নয়—সাংবাদিকদের এমন জিজ্ঞাসায় আইনমন্ত্রী বলেন, আদালতের রায়ে হাত দিলে তা আইনের শাসনের প্রতি মারাত্মক অবজ্ঞা হবে। তা কিন্তু সরকার করবে না। নারী কোটা বাতিলসংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে আইনমন্ত্রী বলেন, নারীরাই আন্দোলনের সময় বলেছেন, তারা যথেষ্ট সক্ষম এবং সামর্থ্যবান। তারা কোটা চান না। তাহলে এখন এ প্রশ্ন কেন? তাদের কোটার দরকার নেই। আমরা আপিল বিভাগের রায়ে হাত দিতে পারছি না। কোটা সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

সময়ের আলো

বৃহস্পতিবার। ১৬ মে ২০২৪। ২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১

ইসির সমান মর্যাদা চায় পিএসসি

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হলেও পদমর্যাদা প্রশাসনিক

● রফিকুল ইসলাম সবুজ

সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পদমর্যাদা প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারদের সমান করার সুপারিশ করেছে পিএসসি। সাংবিধানিক এ প্রতিষ্ঠানটির ২০২৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে এ সুপারিশ করা হয়। প্রতিবেদনটি সম্প্রতি জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং মর্যাদা এখনও সঙ্গতিপূর্ণ নয়, যা সমরূপ হওয়া সমীচীন।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৩৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। সংবিধানে বলা আছে, কমিশনের কমপক্ষে অর্ধেক সংখ্যক সদস্য হবেন ২০ বছর বা ততোধিককাল বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে সরকারের কর্মে অধিষ্ঠিত ছিলেন এমন ব্যক্তিরা। সংবিধানের ১৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, পিএসসির চেয়ারম্যান বা কোনো সদস্য দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে ৫ বছর বা তার পঁয়ষট্টি বছর বয়স পূর্ণ হওয়া– এর মধ্যে যেটি আগে ঘটবে সে পর্যন্ত কমিশনের দায়িত্ব পালন করবেন। সুপ্রিম কোর্টের কোনো বিচারক যে পদ্ধতি বা কারণে অপসারিত হতে পারেন, সেরূপ পদ্ধতি বা কারণ ব্যতীত পিএসসির চেয়ারম্যান বা সদস্যদের অপসারণ করা যায় না।

পিএসসির একজন সদস্য জানান, বর্তমানে পিএসসির চেয়ারম্যান মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং সদস্যরা সচিব পদমর্যাদায় সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন। পিএসসি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হলেও পদমর্যাদা প্রশাসনিক।

অন্যদিকে আরেকটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের একজন বিচারপতির সমমর্যাদা সম্পন্ন বেতন-ভাতা এবং অন্য নির্বাচন কমিশনাররা হাইকোর্ট বিভাগের একজন বিচারপতির সমান মর্যাদা ও বেতন-ভাতা পেয়ে থাকেন।

তিনি বলেন, দুটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের পদমর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা আলাদা হওয়া সমীচীন হয়নি। এ কারণে তারা চান পিএসসির চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা আপিল বিভাগের একজন বিচারপতির সমান এবং সদস্যদের পদমর্যাদা হাইকোর্টের বিচারপতিদের সমান করা। তার মতে, পিএসসি একটি সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সবসময় এটিকে 'ছোট' করে দেখা হয়। অথচ কাজের দিক দিয়ে পিএসসি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই কমিশনকে আরও শক্তিশালী করে তোলা দরকার। এতে কমিশনের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে। নির্বাহী কর্তৃত্বের প্রভাব থেকে কমিশনকে মুক্ত করার কাজও সহজ হবে।

বিদ্যমান ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সে (পদমর্যাদাক্রম) পিএসসি চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সমান। আর এরপর পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

ইসির সমান মর্যাদা চায় পিএসসি

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সদস্যরা রয়েছেন সচিবের সমান। অথচ পাকিস্তানের ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্সে ফেডারেল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা প্রতিমন্ত্রীর সমান। আর ভারতের টেবল অব প্রিসিডেন্সে ইউনিয়ন অব পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের পদমর্যাদা পার্লামেন্ট সদস্যদের চেয়ে চার ধাপ ওপরে।

এ বিষয়ে পিএসসির একজন সাবেক চেয়ারম্যান বলেন, সংবিধানে দুটি কমিশনের কথা উল্লেখ রয়েছে। একটি নির্বাচন কমিশন, আরেকটি পাবলিক সার্ভিস কমিশন। আর দুর্নীতি দমন কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনসহ অন্য যেসব কমিশন রয়েছে সেগুলো কিন্তু সাংবিধানিক কমিশন নয়। তাই সাংবিধানিক দুটি কমিশনের সদস্যদের পদমর্যাদা সমান হওয়া উচিত। কিন্তু পিএসসির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি সাংবিধানিক কিন্তু তার চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছে প্রশাসনিক পদপদবি অর্থাৎ মন্ত্রিপরিষদ সচিব ও সচিব পদমর্যাদা। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের পদপদবি প্রশাসনিক– এটা সমীচীন নয়। আর নির্বাচন কমিশনের সদস্যদের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে আপিল বিভাগ ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের সমান। তাই পিএসসির সদস্যদের মর্যাদাও ইসির মতো হওয়া উচিত।

সংবিধানের ১৩৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, আইনের দ্বারা বাংলাদেশের জন্য এক বা একাধিক সরকারি কর্ম কমিশন প্রতিষ্ঠার বিধান করা যাবে এবং একজন সভাপতিকে ও আইনের দ্বারা যেরূপ নির্ধারিত হবে, সেরূপ অন্যান্য সদস্যকে নিয়ে প্রত্যেক কমিশন গঠিত হবে। সংসদে উত্থাপিত পিএসসির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদ মোতাবেক বাংলাদেশ পিএসসির চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ এবং কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদিগকে দেয় পারিশ্রমিকসহ প্রশাসনিক ব্যয় সরকারের সংযুক্ত তহবিলের দায়যুক্ত ব্যয় থেকে নির্বাহ করা হয়। সংবিধানের ১৪৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পিএসসির চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত কার্যভারকালে তাঁদের পারিশ্রমিক, বিশেষ অধিকার ও কর্মের অন্যান্য শর্তের এমন কোনও তারতম্য করা যাবে না- যা তাঁদের পক্ষে অসুবিধাজনক হতে পারে।

পিএসসির চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন বলেছেন, সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতি বছর কমিশন পূর্ববর্তী বছরে সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করে। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পিএসসির চেয়ারম্যান ও সদস্যদের বেতন, ভাতা এবং মর্যাদা এখনও সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এ কারণে পিএসসির বার্ষিক প্রতিবেদনে সমান মর্যাদা করার সুপারিশ করা হয়েছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
বুধবার
২৪ আশ্বিন ১৪৩১, ৯ অক্টোবর ২০২৪

পিএসসির চেয়ারম্যানসহ সব সদস্যের পদত্যাগ

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

অবশেষে আন্দোলনের মুখে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইনসহ সব সদস্য পদত্যাগ করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার পুরো কমিশন পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইন। তিনি ইত্তেফাককে বলেন, জি আমরা সবাই পদত্যাগ করেছি। গতকাল চেয়ারম্যানসহ অন্য সদস্যরা পিএসসি সচিবের কাছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন। পিএসসির একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ইত্তেফাককে জানিয়েছেন, চেয়ারম্যানসহ সব সদস্যই পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুরের দিকে দুই জন ছাড়া অন্যরা একযোগে পদত্যাগপত্র দিয়েছেন। অনুপস্থিত থাকায় দুই জন সদস্যের পদত্যাগপত্র এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে জমা দেননি। তবে যারা পদত্যাগপত্র জমা দেননি তারা বুধবারের মধ্যে তা জমা দেবেন। যারা জমা দিয়েছেন তাদের পদত্যাগপত্র রাষ্ট্রপতি বরাবর পাঠানো হয়েছে।

পিএসসি সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছিল বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এর অংশ হিসেবে গত সোমবার সকাল ৯টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত পিএসসি সচিবালয়ে চেয়ারম্যানসহ সদস্যদের তালাবদ্ধ করে রাখেন চাকরিপ্রার্থীরা। এর আগে গত শনিবার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

পিএসসির চেয়ারম্যানসহ

১৬ পৃষ্ঠার পর

আন্দোলনের সমন্বয়ক সারজিস আলম ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে পিএসসি সংস্কারের দাবি তোলেন। তিনি বলেন, এ সপ্তাহের মধ্যে পিএসসি সংস্কার করে চাকরিপ্রত্যাশীদের চাকরির পরীক্ষাগুলো শুরু করতে হবে। যে তরুণ প্রজন্ম এই অভ্যুত্থানের অগ্রনায়ক তাদের প্রায়োরিটির কথা ভুলে গেলে চলবে না। একই দিন পিএসসি ঘেরাও করে একদল ছাত্র। পিএসসি তালাবদ্ধ করে রাখার পরদিনই গতকাল পদত্যাগের ঘোষণা দেন চেয়ারম্যানসহ সব সদস্য।

চেয়ারম্যানসহ পিএসসির সদস্য যারা : চেয়ারম্যান সোহরাব হোসাইন; সদস্য ফয়েজ আহম্মদ, ও এন সিদ্দিকা খানম, অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার সাহা, জাহিদুর রশিদ, অধ্যাপক ড. মুবিনা খোন্দকার, অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন, কে এম আলী আজম, মো. খলিলুর রহমান, অধ্যাপক ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক, মো. মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী, হেলালুদ্দিন আহমদ, ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম, মোহা. শফিকুল ইসলাম, অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে। চেয়ারম্যানসহ সব সদস্য গত ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার বিপ্লবে ক্ষমতাচ্যুত বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সুবিধাভোগী হিসেবে পরিচিত।

প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ মঙ্গলবার সুপ্রিমকোর্টের জাজেস লাউঞ্জে সরকারি কর্মকমিশনের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম ও চার সদস্যকে শপথবাক্য পাঠ করাচ্ছেন পিআইডি

শপথ নিলেন পিএসসির চেয়ারম্যান ও চার সদস্য

যুগান্তর প্রতিবেদন

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম ও চার সদস্য শপথ নিয়েছেন। মঙ্গলবার দুপুর ১২টায় সুপ্রিমকোর্টের জাজেস লাউঞ্জে প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ তাদের শপথবাক্য পাঠ করান। শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সুপ্রিমকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল আজিজ আহমেদ ভূঞা।

৫ আগস্ট ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর শীর্ষ পদে ধারাবাহিক রদবদলের মধ্যে ৮ অক্টোবর পিএসসি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসাইনসহ কমিশনের সদস্যরা পদত্যাগ করেন।

পর পিএসসি চেয়ারম্যান হিসাবে নিযুক্ত হন অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম। সদস্য হিসাবে ড. নুরুল কাদির, ডা. মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, মো. সুজায়েত উল্লাহ ও ড. মোহাম্মদ নাজমুল আমীন মজুমদারকে নিয়োগ দেওয়া হয়।

০৫.১১.২০২৪

সমকাল

খুলছে বিসিএসের জট

পিএসসিতে কমিশন পূর্ণাঙ্গ না থাকায়
থমকে ছিল নিয়োগ পরীক্ষার কার্যক্রম

সব পরীক্ষার নতুন
সূচি ঘোষণা শিগগির

[illegible]

খুলছে বিসিএসের

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পিএসসি। গত বছরের ৬ জুন প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১২ হাজার ৭৮৯ জন। লিখিত পরীক্ষা ২৬ জানুয়ারি শুরু হয়ে শেষ হয় ৩১ জানুয়ারি। ৪৫তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় আবেদন করেন ৩ লাখ ৪৬ হাজার পরীক্ষার্থী।

এ বিসিএসের মাধ্যমে মোট ২ হাজার ৩০৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। নন-ক্যাডারে নেওয়া হবে ১ হাজার ২২ জন। সবচেয়ে বেশি নিয়োগ হবে চিকিৎসায়। সহকারী ও ডেন্টাল সার্জন মিলিয়ে ৫৩৯ জন নিয়োগ পেতে পারেন। এর পর শিক্ষা ক্যাডারে ৪৩৭ জন, পুলিশে ৮০, কাস্টমসে ৫৪ ও প্রশাসনে ২৭৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।

৪৬তম বিসিএসে লিখিত পরীক্ষার সূচি চূড়ান্ত হয়নি

সর্বশেষ ৪৬তম বিসিএসে প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। গত ৯ মে প্রকাশিত ফলে ১০ হাজার ৬৩৮ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন। এখনও লিখিত পরীক্ষার সূচি চূড়ান্ত হয়নি। এরই মধ্যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেছেন ২৪ পরীক্ষার্থীর পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শাহ নাভিলা কাশফি।

এ পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ উঠলেও তা নাকচ করে এসেছে পিএসসি। গণমাধ্যমে গত ১৩ জুলাই '৪৬তম বিসিএস পরীক্ষায় ১৭ জনকে প্রশ্ন দেন সাজেদুল' শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ১৭ প্রার্থী ছিলেন পিএসসির অফিস সহায়ক সাজেদুল ইসলামের। প্রশ্ন সরবরাহের বিনিময়ে তাদের কাছ থেকে অন্তত ২০ লাখ টাকা নিয়েছেন তিনি। এর মধ্যে ১৩ জন উত্তীর্ণ হয়েছেন।

পিএসসির প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগে ৭ জুলাই বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিষ্ঠানটির অফিস সহায়ক সাজেদুল ইসলামসহ ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি। সাজেদুলসহ ছয়জন আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

সাক্ষাৎকার | ড. মোবাশ্বের মোনেম

ইমেজ ফেরানো চ্যালেঞ্জ তবে অসম্ভব নয়

ওয়াজেদ হীরা

বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পাওয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম বলেছেন, পিএসসি একটা ইমেজ সংকটে ভুগছে যা ফেরানো একটু চ্যালেঞ্জিং, তবে অসম্ভব নয়। পিএসসির নিজ কার্যালয়ে বাংলাদেশ এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

ইমেজ ফেরানো চ্যালেঞ্জ

[প্রথম পৃষ্ঠার পর] প্রতিদিনের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন তিনি। পিএসসি মূলত বিভিন্ন সরকারি চাকরি ও পদে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি সাংবিধানিক সংস্থা। সংস্থাটি সরকারি কর্মচারীদের পদোন্নতি, পদায়ন, বদলি, শৃঙ্খলা ও আপিলের মতো বিষয়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার সঙ্গেও জড়িত। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর পিএসসি সংস্কারের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ৮ অক্টোবর চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইনসহ কমিশনের অন্য সদস্যরা পদত্যাগ করলে পর দিনই নতুন চেয়ারম্যান নিয়োগ পান এই অধ্যাপক। মোবাশ্বের মোনেম লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছেন। সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় ও হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্টডক্টরাল গবেষণা সম্পন্ন করেছেন। নতুন কমিশনের চিন্তাভাবনা বিষয়ে জানতে চাইলে বলেন, ১৫ অক্টোবর দায়িত্ব নিয়েছি। যা খুব বেশিদিন হয়নি। এ ছাড়া আমাদের কমিশনে সভার জন্য এখনো কোরাম পূর্ণ হয়নি। কোরাম না হলে অনেক নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না। বিসিএস পরীক্ষার মতো সিদ্ধান্তগুলো এ মুহূর্তে নিতে পারছি না। কোরাম হলে বসে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব। অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। আমরা নানা ধরনের কাজ করি সেখানে রুটিন কিছু কাজ করতে। চেয়ারম্যান মোবাশ্বের মোনেম বলেন, পিএসসি ইমেজ সংকটে ভুগছে। নানা কারণে বিগত বছরগুলোয় ইমেজ ক্ষুণ্ন হয়েছিল। এটা এমন নয় যে আমার হাতে একটা ম্যাজিক পয়েন্ট আছে। চাইলেই এক দিনে সব পরিবর্তন করে দিতে পারব। আমাদের উদ্দেশ্য খুবই পরিস্কার। আমরা চাইব ইমেজ যেটা হারিয়েছে সেটা ফেরাতে। ইমেজ ফেরানো কমিশনের জন্য চ্যালেঞ্জ কি না–জানতে চাইলে চেয়ারম্যান বলেন, এটা নতুন কমিশনের জন্য অবশ্যই একটা চ্যালেঞ্জ, তবে অসম্ভব নয়। কিছু কিছু ব্যবস্থা নিলেই আশা করি যে কারণে ইমেজ ক্ষুণ্ন হয়েছিল সেটা ফেরাতে পারব। ব্যক্তিগতভাবে আমি 'ট্রান্সফরমেশনে' বিশ্বাসী। শিক্ষক হিসেবে আমার শিক্ষার্থীদেরও বলতাম তোমরা যে প্রতিষ্ঠানে যাবে সেটা কীভাবে কাজ করছে বোঝার চেষ্টা করবে। এরপর বোঝার চেষ্টা করবে কোথায় কোথায় পরিবর্তন আনলে এ প্রতিষ্ঠানটি আরও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হবে। কমিশনের ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্যতা ও আস্থাহীনতার জায়গা ছিল সেটা অগ্রাধিকার দিয়ে ফেরানোর চেষ্টা থাকবে। এখানের সব সহকর্মীকেও আমি একই কথা বলেছি যে কমিশন যেন তার আস্থা-বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে কাজ করতে পারে। অভ্যন্তরীণ সংস্কারও প্রয়োজন কি না; একই সঙ্গে ক্যাডার-নন ক্যাডারদের কাজের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব নিয়ে জানতে চাইলে ড. মোবাশ্বের মোনেম বলেন, এখানে বিধিতে কিন্তু বলা আছে কী করা যাবে, কার কী দায়িত্ব। আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী দেখব কী করা যায়। সেসব বিষয়ও আমাদের চিন্তার মধ্যে আছে। সারা দেশের শিক্ষার্থীরা অপেক্ষায়; সে হিসেবে কবে নাগাদ সিদ্ধান্ত আসতে পারে–জানতে চাইলে তিনি বলেন, খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে আমরা সভা আহ্বান করব। একই সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রক্রিয়াও দ্রুত হবে। আমি যেহেতু শিক্ষক ছিলাম তাদের কী চাওয়া সেটাও কিন্তু আমি বুঝি। শিক্ষার্থীদের চাওয়াপাওয়া টের পাই, আমার কানে বাজে। আমরা এখানের কার্যক্রমগুলো দ্রুততম সময়ে গ্রহণ করব, পরীক্ষার বিষয়গুলোয় আমরা দ্রুত সিদ্ধান্ত নেব। যেহেতু এর দিকে সারা দেশই তাকিয়ে আছে। ইতোমধ্যে আরও কয়েকজন মেম্বার নিয়োগ হয়েছেন; শপথের পর তাঁরাও দ্রুততম সময়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। আমরা সভা আহ্বান করতে পারব খুবই দ্রুততম সময়ে। পিএসসির কাজের পরিবেশ নিয়ে বলেন, এখানে খুবই সুন্দর পরিবেশ কাজের। কাজের ক্ষেত্রে পিএসসিতে কারও কোনো অসহযোগিতা এখনো দেখিনি। সবার সঙ্গে সবার খুবই চমৎকার সম্পর্ক। আমি আশা করি সব সময় এ চমৎকার সম্পর্কটা সবার মধ্যে থাকবে। একই সঙ্গে দেশের জন্য পিএসসির সবাই উদ্যমী হয়ে কাজ করবেন। আমিসহ আমাদের সব সদস্য যেন কর্মের শেষ দিন এ পিএসসি থেকে মাথা উঁচু করে সম্মানের সঙ্গে বেরিয়ে যেতে পারি সেটাও আমাদের প্রত্যাশা। আমাদের কাজগুলো দিয়ে আমরা সেটা দেখাতে চাই। আমাদের যাঁরা মেম্বার হিসেবে যোগ দিয়েছেন তাঁরাও নানা বিষয় নিয়ে কাজ করছেন, চিন্তাভাবনা করছেন। অন্য সদস্যরা যোগ দিলে কমিশন এ দেশের শিক্ষার্থীদের যে প্রত্যাশা তা নিয়ে কাজ করবে। আমাদের বিসিএসের ক্ষেত্রে সময় কীভাবে আরও কমিয়ে আনা যায় সেটিও একটা লক্ষ্য আছে। অন্য দেশে কম সময়ে হলে আমাদের এখানে কেন নয়? আমরাও পারব–সে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন পিএসসি চেয়ারম্যান।

বাংলাদেশ প্রতিদিন

পিএসসির চার সদস্যকে শপথ পাঠ করালেন প্রধান বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের (পিএসসি) নতুন নিয়োগ পাওয়া চার সদস্য শপথ নিয়েছেন। গতকাল দুপুরে সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে তাদের শপথ বাক্য পাঠ করান প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ। শপথ নেওয়া চার সদস্যরা হলেন– মো. জহিরুল ইসলাম ভূঁইয়া, এ এস এম গোলাম হাফিজ, ড. এম সোহেল রহমান ও ড. চৌধুরী সায়মা ফেরদৌস। শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল আজিজ আহমদ ভূঞা। ৩১ অক্টোবর তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়।

আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে নিয়োগ পাওয়া পিএসসির চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইনসহ কমিশনের ১২ সদস্য ৮ অক্টোবর পদত্যাগপত্র জমা দেন। এরপর নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ পান অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেম ও সদস্য হিসেবে নুরুল কাদির, মো. আমিনুল ইসলাম, মো. নাজমুল আমিন মজুমদার, মো. সুজায়েত উল্লাহ। তাদের ১৫ অক্টোবর শপথ পড়ান প্রধান বিচারপতি।

dailyobserver

Dhaka, Thursday November 7, 2024

Chief Justice Dr Syed Refaat Ahmed administers oath to four newly appointed members - Md Zahirul Islam Bhuiyan, ASM Golam Hafiz, Dr M Sohel Rahman and Dr Chowdhury Saima Ferdous - of the Bangladesh Public Service Commission (PSC) at the Supreme Court Judges' Lounge on Wednesday. PHOTO : PID

4 new PSC members sworn in

Staff Correspondent

Newly appointed Bangladesh Public Service Commission (PSC) members Md Zahirul Islam Bhuiyan, ASM Golam Hafiz, Dr M Sohel Rahman and Dr Chowdhury Saima Ferdous took oath on Wednesday.

Chief Justice Dr Syed Refaat Ahmed administered the oath to the PSC members at the Supreme Court (SC) Judges' Lounge with SC Registrar Gen Aziz Ahmed Bhuiyan moderating the ceremony.

Following resignation of former PSC Chairman Md Sohrab Hossain and 11 members on October 8, the interim government appointed Prof Dr Mobasser Momen of Dhaka University's Public Administration Department as the new PSC Chairman October 9.

On October 15, Prof Mobasser and PSC members Dr Nurul Kadir, Dr Mohammad Aminul Islam, Dr Mohammad Nazmul Amin and Md Sujayet Ullah took oath.

কালবেলা
সোমবার
১১ নভেম্বর ২০২৪
২৬ কার্তিক ১৪৩১

পিএসসি চেয়ারম্যানের সঙ্গে সাক্ষাৎ সিঙ্গাপুরের হাইকমিশনারের

সিঙ্গাপুরের নন-রেসিডেন্ট হাইকমিশনার ডেরেক ল'র নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল রোববার সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেমের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় কমিশনের চেয়ারম্যান এবং সিঙ্গাপুরের নন-রেসিডেন্ট হাইকমিশনার 'বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস ও সিঙ্গাপুর সিভিল সার্ভিসের' নিয়োগ প্রক্রিয়াসহ অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা করেন। ডেরেক ল পিএসসিকে ডিজিটালাইজড এবং নিয়োগ প্রক্রিয়ার ফল অটোমেশন পদ্ধতিতে নিখুঁতভাবে করতে সহযোগিতা করার অভিপ্রায় জানান। অনুষ্ঠানে ছিলেন কমিশনের সচিব। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

প্রতিদিনের সংবাদ

মঙ্গলবার
ঢাকা ১২ নভেম্বর ২০২৪

জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ পিএসসির সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত সদস্যদের

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে নবনিয়োগপ্রাপ্ত সদস্য মো. জহিরুল ইসলাম ভুঁইয়া, এ এস এম গোলাম হাফিজ, ড. মোহাম্মদ সোহেল রহমান এবং ড. চৌধুরী সায়মা ফেরদৌস সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধে মহান মুক্তিযুদ্ধে নিহত বীর শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনের সদস্যরা জাতীয় স্মৃতিসৌধে দর্শনার্থী বইতে তাদের অনুভূতি লিপিবদ্ধ করে স্বাক্ষর করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণকালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

আমাদের সময়

মঙ্গলবার
১২ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ২৭ কার্তিক ১৪৩১

পিএসসির প্রথম বিশেষ সভা আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

নতুন সরকার গঠিত হওয়ার পর পুনর্গঠন হয়েছে সরকারি কর্ম কমিশন-পিএসসি। এর মধ্যে ৯ জন সদস্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এবার কোরাম পূর্ণ হওয়ার পর আজ মঙ্গলবার প্রথম সভা করতে যাচ্ছে পিএসসি। সভায় আটকে থাকা বিসিএস ও আসন্ন ৪৭তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে। পিএসসির একজন সদস্য বিশেষ সভার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, কোরাম হতে বা পিএসসির সভা করতে ছয়জন সদস্য দরকার হয়। এটি না থাকায় সভা করা যাচ্ছিল না। এখন সে সমস্যা থাকায় সভা ডাকা হয়েছে।

পিএসসি সূত্র জানায়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের পর গত ৮ জুলাই থেকে অচল হয়ে পড়ে পিএসসি। এ ছাড়া সরকার বদলের পর বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রায় চার মাসে ■ এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৬

পিএসসির প্রথম বিশেষ সভা আজ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) কোনো বিসিএসের পরীক্ষা নেওয়া হয়নি বা ফলাফল প্রকাশিত হয়নি। সব মিলিয়ে প্রায় চার মাস হতে চলল, পিএসসির গতি নেই।

গত ৮ জুলাই পিএসসির অধীনে অনুষ্ঠিত বিসিএস প্রিলিমিনারি, লিখিতসহ গত ১২ বছরে গুরুত্বপূর্ণ ৩০টি পরীক্ষার প্রশ্ন কয়েকটি চক্র ফাঁস করেছে বলে সংবাদ প্রচার করে একটি টেলিভিশন চ্যানেল। এ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানটি। একই সময়ে অনুষ্ঠিত পরীক্ষাগুলো বাতিলের দাবিও তোলেন অনেকে। ওই সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে পিএসসি। সেই কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন গত ১১ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয়। প্রতিবেদনে জানানো হয়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রমাণ কমিশন পায়নি।

সরকারের পতনের পর গুরুত্বপূর্ণ সব প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা পদত্যাগ করেন অথবা কাউকে সরিয়েও দেওয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ৮ অক্টোবর পিএসসির চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসাইনসহ কমিশনের ১২ জন পদত্যাগ করেন। এর পরের দিন পিএসসির চেয়ারম্যান ও সভাপতি হিসেবে অধ্যাপক মোবাশ্বের মোনেমকে নিয়োগ দেয় সরকার। একই সঙ্গে পিএসসির চার সদস্যকে নিয়োগ দেওয়া হয়। তারা হলেন নুরুল কাদির, মো. আমিনুল ইসলাম, মো. সুজায়েত উল্যা ও মো. নাজমুল আমীন মজুমদার।

এদিকে তিনটি বিসিএস কার্যত আটকে আছে। নিয়োগপ্রক্রিয়াতেও কোনো গতি নেই। এতে চাকরিপ্রার্থীরা অনিশ্চয়তায় দিন পার করছেন। প্রার্থীদের দাবি, দ্রুত এই অবস্থার অবসান হোক। আর পিএসসি বলছে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের পর সরকারের পটপরিবর্তন হয়, সব মিলিয়ে পিএসসিকে নতুন করে গতিশীল করতে কিছুটা সময় লাগবে। তারাও এ নিয়ে বিপাকে পড়েছেন। এ ছাড়া স্থগিত থাকা বিসিএস পরীক্ষাগুলোর বিষয়ে সরকারি সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছে পিএসসি। এ জন্য নতুন করে পরীক্ষার তারিখ দেওয়া হয়নি।

পিএসসি সূত্র জানায়, এখন ৪৪তম বিসিএসের ভাইভা স্থগিত আছে, ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার খাতা দেখার কার্যক্রম আটকে আছে। এ ছাড়া ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষা স্থগিত আছে। কবে এটা শুরু হবে, সে তথ্য জানানো হয়নি।

সমকাল
বৃহস্পতিবার ১৪ নভেম্বর ২০২৪ ।। ২৯ কার্তিক ১৪৩১

সিনিয়র স্টাফ নার্স নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে সরাসরি নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অধীন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের ১০ম গ্রেডের এই পদে নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০২৩ সালের ৯ ডিসেম্বর। এ-সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইট www.bpsc.gov.bd-এ ১৩ নভেম্বরের ৬৭৯ নম্বর স্মারকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে পাওয়া যাবে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি।

কালবেলা
মঙ্গলবার
১৯ নভেম্বর ২০২৪
৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

তিন বিসিএস নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত

পিএসসির বিজ্ঞপ্তি

৪৪তম
ভাইভা বাতিল

৪৫তম
লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র তৃতীয় পরীক্ষকের কাছে পাঠানো

৪৬তম
আরও সাড়ে ১০ হাজার প্রার্থীকে উত্তীর্ণ করা হবে

কালবেলা প্রতিবেদক

৪৪, ৪৫ ও ৪৬তম বিসিএস নিয়ে নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এর মধ্যে ৪৪তম বিসিএসের ৩ হাজার ৯৩০ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা (ভাইভা) বাতিল করে সব প্রার্থীর নতুন করে ভাইভা নেওয়া, ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র তৃতীয় পরীক্ষকের কাছে পাঠানো এবং ৪৬তম বিসিএসে যাচাই-বাছাইয়ের পর আরও সাড়ে ১০ হাজার প্রার্থী উত্তীর্ণ করে ফল পুনরায় ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পিএসসি। সোমবার সন্ধ্যায় পিএসসি থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। সম্প্রতি চলমান ক্যাডার ও নন-ক্যাডার পরীক্ষা নিয়ে কমিশনের সভা হয়। সেখানে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

পিএসসি সূত্রে জানা যায়, নব নিয়োগপ্রাপ্ত কমিশনের চেয়ারম্যান ও ৪ জন সদস্যের কমিশনের সভায় ৪৪তম, ৪৫তম ও ৪৬তম বিসিএস পরীক্ষাসহ বিভিন্ন নন-ক্যাডার পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের সন্দেহ-সংক্রান্ত সব বিষয় গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়। কমিশন উল্লিখিত পরীক্ষাগুলোর স্বচ্ছ, ন্যায্য

এরপর পৃষ্ঠা ৬ ▸ কলাম ৬

তিন বিসিএস নিয়ে পিএসসির নতুন সিদ্ধান্ত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখার স্বার্থে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সভায় ৪৪তম বিসিএসে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১১ হাজার ৭৩২ প্রার্থীর মধ্যে ৩ হাজার ৯৩০ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা গত ১৪ জুলাই অনুষ্ঠিত হয়। সরকার পতনের পর ২৫ আগস্ট বাকি মৌখিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। পরে ৮ অক্টোবর তৎকালীন কমিশন পদত্যাগ করে। মৌখিক পরীক্ষায় সমমান বজায় রাখার জন্য আগের কমিশন কর্তৃক নেওয়া ৪৪তম বিসিএসের আংশিক অর্থাৎ ৩ হাজার ৯৩০ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা বাতিল করে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সব প্রার্থী অর্থাৎ ১১ হাজার ৭৩২ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শিগগিরই মৌখিক পরীক্ষার তারিখ জানানো হবে।

জানা গেছে, ৪৫তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের কাজ চলমান এবং দ্বিতীয় পরীক্ষক কর্তৃক মূল্যায়নের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। লিখিত পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নে স্বচ্ছতা ও ন্যায্যতা বজায় রাখার স্বার্থে নতুন কমিশন সব উত্তরপত্র তৃতীয় পরীক্ষকের কাছে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

পিএসসি সূত্রে আরও জানা যায়, ৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল গত ৯ মে প্রকাশিত হয়। এ পরীক্ষায় ১০ হাজার ৬৩৮ জন প্রার্থীকে লিখিত পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হয়। এক্ষেত্রে সম্ভাব্য বৈষম্য দূর করতে ইতোমধ্যে নির্বাচিত প্রার্থীদের সঙ্গে আরও সমসংখ্যক প্রার্থী লিখিত পরীক্ষার জন্য যোগ্য বিবেচনা করে পুনরায় ফল ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এ ছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়ের (উপসহকারী প্রকৌশলী) নন-ক্যাডার পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার বিষয়ে কমিশন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনা করছে। খুব শিগগিরই এ পরীক্ষার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

৪৪তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই বিসিএসে বিভিন্ন ক্যাডারে ১ হাজার ৭১০ জন কর্মকর্তা নেওয়া হবে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি শিক্ষা ক্যাডারে, এরপর সবচেয়ে বেশি টেকনিক্যাল ক্যাডারে। ৪৫তম বিসিএসের মাধ্যমে মোট ২ হাজার ৩০৯ জন ক্যাডার নেওয়া হবে। নন-ক্যাডারে নেওয়া হবে ১ হাজার ২২ জন। ৪৫তম বিসিএসে ২ হাজার ৩০৯ ক্যাডারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিয়োগ হবে চিকিৎসায়। চিকিৎসার পর সবচেয়ে বেশি শিক্ষা ক্যাডারে। ৪৬তম বিসিএসে ৩ হাজার ১৪০টি পদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নেওয়া হবে স্বাস্থ্য ক্যাডারে। এরপর সবচেয়ে বেশি নেওয়া হবে শিক্ষা ক্যাডারে।

কালের কণ্ঠ
২৭ নভেম্বর ২০২৪ । ১২ অগ্রহায়ণ ১৪৩১
২৪ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৬

জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর পদে ৩১৪৯ জনকে সুপারিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগের অধীন বিভিন্ন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের 'জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক)/ফিজিক্যাল এডুকেশন ইনস্ট্রাক্টর' পদে চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে তিন হাজার ১৪৯ জনকে নিয়োগের সুপারিশ করেছে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। গতকাল মঙ্গলবার পিএসসির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পিএসসির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর (টেক)/ফিজিক্যাল এডুকেশন ইনস্ট্রাক্টরের (দশম গ্রেড) ৪৪ ক্যাটাগরির বিভিন্ন পদে তিন হাজার ১৪৯ জন প্রার্থীকে নিয়োগের জন্য সাময়িকভাবে মনোনীত করা হয়েছে। মনোনয়নপত্রের বিস্তারিত তথ্য কমিশনের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

যুগান্তর | বৃহস্পতিবার ২৮ নভেম্বর ২০২৪ | ১৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

৪৬তম বিসিএস

প্রিলির ফল পুনরায় প্রকাশ, চূড়ান্ত উত্তীর্ণ ২১ হাজার ৩৯৭

যুগান্তর প্রতিবেদন

৪৬তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল পুনরায় প্রকাশ করা হয়েছে। এতে ২১ হাজার ৩৯৭ জন প্রার্থীকে উত্তীর্ণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, প্রথম দফা প্রকাশিত ফলাফলে উত্তীর্ণ ১০ হাজার ৬৩৮ জন প্রার্থীর সঙ্গে নতুন করে ১০ হাজার ৭৫৯ জন প্রার্থীকে লিখিত পরীক্ষার জন্য সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ করা হয়েছে। বুধবার বিকালে এ ফল প্রকাশ করে সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি)। পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা এসএম মতিউর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে প্রার্থীরা এ ফল দেখতে পারবেন বলেও জানান তিনি। গত ৯ মে ৪৬তম বিসিএসের প্রিলির ফল প্রকাশ করা হয়। এতে উত্তীর্ণ হন ১০ হাজার ৬৩৮ জন। সরকার পতনের পর ১৮ নভেম্বর পিএসসির নতুন কমিশনের সদস্যরা আগে উত্তীর্ণদের সঙ্গে সমসংখ্যক প্রার্থীকে উত্তীর্ণ করে লিখিত পরীক্ষায় সুযোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সম্ভাব্য বৈষম্য দূর করতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানায় পিএসসি। এদিকে, পিএসসির ওয়েবসাইটে সংস্থার পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার শাখা) আনন্দ কুমার বিশ্বাসের সই করা বিজ্ঞপ্তিতেও ফল প্রকাশের বিষয়টি উল্লেখ করে প্রার্থীদের পরবর্তী করণীয় উল্লেখ করা হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, গত ২৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ৪৬তম বিসিএস পরীক্ষা-২০২৩ এর প্রিলিমিনারি টেস্টে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের মধ্যে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা, ২০১৪ এর বিধি ৭ এবং ২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বর জারি করা ৪৬তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তির শর্ত অনুযায়ী এসব প্রার্থীকে সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ করা হলো। এছাড়া ৪৬তম বিসিএসের লিখিত পরীক্ষার সুনির্দিষ্ট তারিখ ও সময়সূচি পরবর্তীতে কমিশনের ওয়েবসাইটে ও সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
শুক্রবার ॥ ২৯ নভেম্বর ২০২৪ ॥ ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

৩ হাজার ৬৮৮ শূন্য পদে নিয়োগে ৪৭তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

৪৭তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি)। এই বিসিএস থেকে মোট ৩ হাজার ৬৮৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৩ হাজার ৪৮৭ জনকে ক্যাডার পদে এবং নন-ক্যাডার পদে ২০১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।

গতকাল পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার) আনন্দ কুমার বিশ্বাসের সই করা বিজ্ঞপ্তি সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তির তথ্যানুযায়ী, প্রশাসন ক্যাডারে নেওয়া হবে ২০০ জন, পুলিশ ক্যাডারে ১০০ জন, কর ক্যাডারে ১০৪ জন, কৃষি ক্যাডারে ১৬৮, স্বাস্থ্য ক্যাডারে (সহকারী সার্জনে ১৩৩১ ও সহকারী ডেন্টাল সার্জন ৩০) ১৩৬১ জন নেওয়া হবে।

এ ছাড়া কারিগরি বা পেশাগত ক্যাডারে পদ ১ হাজার ৮৮৩টি, বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সাধারণ কলেজগুলোর জন্য প্রভাষকের পদ ৯২৯টি, সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলোর জন্য প্রভাষকের পদ ৯টি, সরকারি মাদাসা-ই-আলিয়ার জন্য প্রভাষকের পদ ২৭টি, পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট ও টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং কলেজের ইনস্ট্রাক্টরের ১২টি পদ রয়েছে। আর নন-ক্যাডারে পদের মধ্যে নবম গ্রেডের পদ ৪১টি, দশম গ্রেডের পদ ১৫৪টি, ১২তম গ্রেডের পদ ৬টি।

৪৭তম বিসিএসে আবেদনপত্র পূরণ ও ফি জমাদান শুরু হবে আগামী ১০ ডিসেম্বর সকাল ১০টায়। আবেদনপত্র জমাদানের শেষ সময় ৩১ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট। আবেদনপত্র জমা দেওয়া প্রার্থীরা ৩ জানুয়ারি রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত ফি পরিশোধ করার সুযোগ পাবেন।

বিজ্ঞপ্তিতে প্রার্থীর বয়সের বিষয়ে বলা হয়েছে, ১ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে সব প্রার্থীর বয়স ২১-৩২ বছর হতে হবে। তাছাড়া প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। সরকারের অনুমতি ছাড়া কেউ বিদেশি নাগরিককে বিয়ে করলে বা বিয়ে করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকলে তিনি আবেদনের অযোগ্য বিবেচিত হবেন।

কালের কণ্ঠ

৪৪তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা শুরু ২২ ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

৪৪তম বিসিএসের বাতিল হওয়া মৌখিক পরীক্ষা আগামী ২২ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। প্রথম দফায় শুধু কারিগরি বা পেশাগত ক্যাডার পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার কমিশনের ওয়েবসাইটে এই সূচি প্রকাশ করা হয়। সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতেও এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ৪৪তম বিসিএস পরীক্ষা-২০২১-এর লিখিত পরীক্ষায় সাময়িকভাবে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে শুধু কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের পদসমূহের মৌখিক পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিটি কমিশনের ওয়েবসাইটে অথবা টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

উল্লেখ্য, কোটা সংস্কার আন্দোলনের কারণে ৪৪তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা গত জুলাইয়ে স্থগিত করা হয়েছিল। তবে সেই পর্যন্ত যে তিন হাজার ৯৩০ জন প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষা দিয়েছিলেন, তা বাতিল করে সাংবিধানিক এই প্রতিষ্ঠানটি। ১৮ নভেম্বর পিএসসির সভায় ৪৪তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

সমকাল
বৃহস্পতিবার। ৫ ডিসেম্বর ২০২৪। ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

সরকারি চাকরিতে আবেদন ২শ টাকায়

সমকাল প্রতিবেদক

বিসিএসসহ সব সরকারি চাকরি এবং ব্যাংক-বীমা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগে আবেদন ফি সর্বোচ্চ ২০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সিনিয়র সচিব মো. মোখলেস উর রহমান।

সভা শেষে জনপ্রশাসন সচিব বলেন, বিসিএসে পিএসসিতে আবেদনের ক্ষেত্রে আগে ফি ছিল ৭০০ টাকা, তারা প্রস্তাব করেছেন ৩৫০ টাকা। কিন্তু সচিব কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এটা হবে ২০০ টাকা। পিএসসিতে ৪৭তম বিসিএসে আবেদন করতে হলে ২০০ টাকা লাগবে। যারা প্রতিবন্ধী প্রার্থী, তাদের আলাদা অতিরিক্ত ফি ছিল ১০০ টাকা। এখন অতিরিক্ত টাকা লাগবে না।

বিসিএসে আবেদনের ফি কমানোর বিষয়ে পিএসসি থেকে আদেশ জারি করা হবে বলে জানান মোখলেস উর রহমান। তিনি বলেন, অর্থ বিভাগের মাধ্যমে আরেকটি আদেশ জারি হচ্ছে। সেটি হচ্ছে ব্যাংক, বীমা, আধা সরকারি, যেটাকে আমরা বলি এক্সটেনশন অব দ্য গভর্নমেন্ট; এমন যে কোনো প্রতিষ্ঠানের চাকরির আবেদন ফি সর্বোচ্চ ২০০ টাকা। এখন ব্যাংক-বীমাতে এমন অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে ১ হাজার ৫০০ থেকে ২ হাজার টাকাও আবেদন ফি নিয়ে থাকে।

আমাদের সময়
৫ ডিসেম্বর ২০২৪ ॥ ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

সরকারি সব চাকরির আবেদন ফি সর্বোচ্চ ২০০ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

বিসিএসসহ সব সরকারি চাকরি এবং ব্যাংক-বীমা প্রতিষ্ঠানে নিয়োগে আবেদন ফি সর্বোচ্চ ২০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। গতকাল বুধবার প্রশাসনিক উন্নয়নসংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সভাশেষে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো. মোখলেস-উর রহমান সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

একই সঙ্গে বিসিএসে প্রতিবন্ধী আবেদনকারীদের অন্যদের মতো নির্ধারিত ফির বাইরে বাড়তি কোনো অর্থ দিতে হবে না বলেও জানিয়েছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব। তিনি বলেন, 'বিসিএসে পিএসসিতে আবেদনের ক্ষেত্রে আগে ছিল ৭০০ টাকা, তারা প্রস্তাব করেছেন ৩৫০ টাকা। কিন্তু আজ সচিব কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এটি হবে ২০০ টাকা। পিএসসিতে ৪৭তম বিসিএসে আবেদন করতে হলে ২০০ টাকা লাগবে।'

সিনিয়র সচিব বলেন, আগে প্রতিবন্ধীদের কাছ থেকে ১০০ টাকা বেশি নেওয়া হতো। এখন তাদের অন্যদের মতো শুধু ২০০ টাকা ফি দিতে হবে। ■ পৃষ্ঠা ২, কলাম ৮

সরকারি সব চাকরির

(শেষ পৃষ্ঠার পর) বিসিএসে চাকরিপ্রার্থীদের আবেদনের ফি কমানোর বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন থেকে আদেশ জারি করা হবে বলে জানিয়েছেন মোখলেস-উর রহমান। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিব আরও বলেন, সরকারি, আধা-সরকারি বা এজটেনশন অব গভর্নমেন্ট বলতে যা বোঝায় ২০০ টাকার বেশি কোনো আবেদন ফি নেওয়া হবে না। এই আদেশ অর্থ বিভাগ থেকে জারি হবে। এখন এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন আদেশের অপেক্ষা। তিনি বলেন, আমরা অর্থ বিভাগের চিঠিতে একটি লাইনের অনুরোধ দিয়ে দেব যে, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও যাতে এই অনুশাসনটা মেনে চলার চেষ্টা করে।

মোখলেস উর রহমান বলেন, এই অনুরোধটা আমরা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকেও জানাতে পারি। সবটা হলো আমাদের জনগণের জন্য। ওরাও যে ব্যবসা করে জনগণের জন্য, আমরা যে চাকরি দিই, সেই জনগণের জন্য। প্ল্যাটফর্মটা একই হওয়া উচিত। এক সপ্তাহের মধ্যে ফি কমানোর প্রজ্ঞাপন জারি হবে বলেও জানিয়েছেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব।

কালের কণ্ঠ
সোমবার
৩০ ডিসেম্বর ২০২৪। ১৫ পৌষ ১৪৩১
২৭ জমাদিউস সানি ১৪৪৬

সংক্ষিপ্ত

৪৭তম বিসিএসের আবেদন শুরু, চলবে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

৪৭তম বিসিএসের আবেদন শুরু হয়েছে। গতকাল রবিবার সকাল ১০টা থেকে অনলাইনে এ আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়। এটি চলবে আগামী ৩০ জানুয়ারি রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। এর আগে এক দফা আবেদন ছগিতের পর নতুন এই তারিখ ঘোষণা করে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। বড় পরিবর্তন নিয়ে এবারের আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হলো। পিএসসি সূত্রে জানা গেছে, ৪৭তম বিসিএস পরীক্ষা থেকে আবেদন ফি ও মৌখিক পরীক্ষার (ভাইভা) নম্বর কমানো হয়েছে। এই বিসিএসে মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ২০০ থেকে কমিয়ে ১০০ করা হয়েছে। আবেদন ফি ৭০০ টাকার পরিবর্তে ২০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীভুক্ত প্রার্থী, প্রতিবন্ধী ও তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থীদের জন্য আবেদন ফি ধরা হয়েছে ৫০ টাকা। এবার প্রথমবারের মতো আবেদনের বয়সসীমা থাকছে ৩২ বছর।

বাংলাদেশ প্রতিদিন
বৃহস্পতিবার ॥ ১২ ডিসেম্বর ২০২৪ ॥ ২৭ অগ্রহায়ণ ১৪৩১

প্রজ্ঞাপন জারি বিসিএসে বয়স সর্বোচ্চ ৩২, ফি ২০০ টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক

সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণে সর্বোচ্চ বয়স ৩২ বছর এবং মৌখিক পরীক্ষার নম্বর ও পরীক্ষার ফি কমিয়ে নীতিমালা সংশোধন করেছে সরকার। গতকাল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. মো. মোখলেস উর রহমান স্বাক্ষরিত 'বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা ২০১৪ সংশোধন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। প্রজ্ঞাপনটি ২৭ নভেম্বর থেকে কার্যকর হবে বলে উল্লেখ করা হয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণে পরীক্ষার্থীর সর্বোচ্চ বয়স ৩০ বছরের স্থলে ৩২ বছর করা হয়েছে। বিধিমালায় আগে মুক্তিযোদ্ধার কোটা, প্রতিবন্ধী, স্বাস্থ্য ক্যাডার এবং অনগ্রসর নাগরিকদের ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষায় বয়স সীমা ৩২ বছর থাকলেও বিধি সংশোধন করে এ-সংক্রান্ত দুটি উপধারা বিলুপ্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ নতুন বিধি অনুযায়ী সবার ক্ষেত্রে ৩২ বছর করা হয়েছে। বিধিমালায় বিসিএসে অংশগ্রহণে পরীক্ষার ফি ৭০০ টাকার স্থলে ২০০ টাকা এবং অনগ্রসর নাগরিকদের ১০০ টাকার স্থলে ৫০ টাকা করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-২ (ক)

১৯৭২-২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী চেয়ারম্যানবৃন্দের নাম ও কার্যকাল

ক্রমিক নম্বর	নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	শিক্ষাগত যোগ্যতা	কার্যকাল	
				হতে	পর্যন্ত
১.	জনাব ড. এ কিউ এম বজলুল করিম (১ম কমিশন)	অধ্যাপক মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
২.	জনাব মহিউদ্দীন আহম্মেদ (২য় কমিশন)	মহাপরিদর্শক বাংলাদেশ পুলিশ	-	১৫.০৫.১৯৭২	১৪.১২.১৯৭৭

একীভূত কমিশন (২২.১২.১৯৭৭)

৩.	জনাব এম, মঈদুল ইসলাম	ব্যবস্থাপনা পরিচালক জীবন বীমা করপোরেশন	-	২২.১২.১৯৭৭	২১.১২.১৯৮২
৪.	জনাব ফয়েজ উদ্দীন আহম্মেদ	সচিব সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	-	২২.১২.১৯৮২	৩১.০৫.১৯৮৬
৫.	এস,এম, আল-হোসায়নী	(সচিব পদমর্যাদায়) সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন/ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	-	০১.০৬.১৯৮৬	০১.০৫.১৯৯১
৬.	জনাব কে এম রহমান (সাময়িক)	-	-	০১.০৬.১৯৯১	১৩.০৯.১৯৯১
৭.	প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ	অধ্যাপক মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এস.সি পিএইচ ডি	১৪.০৯.১৯৯১	৩১.০১.১৯৯৩
৮.	জনাব মোঃ আমিন মিয়া চৌধুরী (ভারপ্রাপ্ত)	বিভাগীয় কমিশনার , ঢাকা	-	০১.০২.১৯৯৩	০৬.০৩.১৯৯৩
৯.	প্রফেসর ড. এস,এম,এ, ফায়েজ	অধ্যাপক মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এস.সি পিএইচ ডি	০৭.০৩.১৯৯৩	০৫.০৩.১৯৯৮
১০.	প্রফেসর ড. মোঃ মোস্তফা চৌধুরী	অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এ. পিএইচ ডি	২৫.০৩.১৯৯৮	২৩.০১.২০০২
১১.	অধ্যাপক ড. জিন্নাতুন নেছা তাহমিদা বেগম	অধ্যাপক উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	এম.এস.সি পিএইচ ডি	০৯.০৫.২০০২	০৮.০৫.২০০৭
১২.	ড. সা'দত হুসাইন	মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	এম.এ. পিএইচ ডি	০৯.০৫.২০০৭	২৩.১১.২০১১
১৩.	জনাব এ.টি. আহমেদুল হক চৌধুরী, *পিপিএম*	মহাপরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ	এম.বি.এ	২৭.১১.২০১১	২০.১২.২০১৩
১৪.	জনাব ইকরাম আহমেদ	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	এম.এ.	২৪.১২.২০১৩	১৩.০৪.২০১৬
১৫.	ড. মোহাম্মদ সাদিক	সরকারের সাবেক সচিব	এম.এ. পিএইচ ডি	০২.০৫.২০১৬	১৮.০৯.২০২০
১৬.	জনাব মোঃ সোহরাব হোসাইন	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	এম.এ	২১.০৯.২০২০	০৮.১০.২০২৪
১৭.	অধ্যাপক ড. মোবাশ্বের মোনেম	অধ্যাপক লোকপ্রশাসন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	পিএইচ ডি পোস্ট ডক্টরাল	১৫.১০.২০২৪	বর্তমান

পরিশিষ্ট-২ (খ)

১৯৭২-২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে দায়িত্ব পালনকারী সদস্যবৃন্দের নাম ও কার্যকাল

ক্রমিক নম্বর	সদস্যের নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
	১ম কমিশন		
১.	জনাব আলীম দাদ খান	১৫.০৫.১৯৭২	০১.১১.১৯৭৪
২.	জনাব আওলাদ হোসেন	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
৩.	জনাব শ্রী শিব প্রসন্ন লাহিড়ী	২৬.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
৪.	ডাঃ শেখ মুহাম্মদ মোবারক হোসেন	২৩.০৪.১৯৭৩	০৮.০৬.১৯৭৬
৫.	জনাব এ, বি, এম, মোকসেদ আলী	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
৬.	জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরী	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
৭.	জনাব আদেল উদ্দিন আহাম্মদ	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
৮.	জনাব শামস্ উদ্দিন আহাম্মদ	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
৯.	জনাব হাফেজ হাবিবুর রহমান	০৭.০৮.১৯৭৫	২১.১২.১৯৭৭
১০.	ড. শাফিয়া খাতুন	১৫.৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
	২য় কমিশন		
১.	জনাব মোহম্মদ আনোয়ারুজ্জামান	১৫.০৫.১৯৭২	১৯.১১.১৯৭৬
২.	জনাব বজলুর রহমান	১৫.০৫.১৯৭২	২৯.০২.১৯৭৬
৩.	জনাব একরামুল কবীর	১৫.০৫.১৯৭২	৩০.১০.১৯৭৪
৪.	জনাব জোয়াদুর রহিম জাহিদ	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
৫.	শ্রী সন্তোষ ভূষণ দাশ	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
৬.	বেগম মাহমুদা রহমান	১৫.০৫.১৯৭২	১৫.১২.১৯৭৭
৭.	শ্রী বিপিন বিহারী দাশ	১৫.০৫.১৯৭২	২১.১২.১৯৭৭
৮.	জনাব একরামুল হক	২৩.১১.১৯৭৪	২১.১২.১৯৭৭
৯.	জনাব এম, এ, আউয়াল	০৭.০৭.১৯৭৫	২১.১২.১৯৭৭
১০.	জনাব আজহারুল ইসলাম	১৭.০৭.১৯৭৫	২১.১২.১৯৭৭

একীভূত কমিশন (২২.১২.১৯৭৭)

ক্রমিক নম্বর	নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১.	জনাব এ,বি,এম, মোকসেদ আলী	-	২২.১২.১৯৭৭	১৩.১১.১৯৭৮
২.	জনাব আবদুল হান্নান চৌধুরী	-	২২.১২.১৯৭৭	০৩.১২.১৯৭৮
৩.	জনাব একরামুল হক	-	২২.১২.১৯৭৭	৩০.০৪.১৯৭৯

ক্রমিক নম্বর	নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৪.	জনাব শামস্ উদ্দিন আহম্মদ	-	২২.১২.১৯৭৭	১৭.০৯. ১৯৮১
৫.	জনাব এম, এ, আউয়াল	-	২২.১২.১৯৭৭	০৬.০৭.১৯৮০
৬.	জনাব আজহারুল ইসলাম	-	২২.১২.১৯৭৭	১৬.০৭. ১৯৮০
৭.	জনাব হাফেজ হাবিবুর রহমান	-	২২.১২.১৯৭৭	০৭.০৮.১৯৮০
৮.	ড. শাকিয়া খাতুন	-	২২.১২.১৯৭৭	০৩.০৫.১৯৮২
৯.	বেগম মাহমুদা রহমান	-	২২.১২.১৯৭৭	২১.১২.১৯৮২
১০.	জনাব জয় গোবিন্দ ভৌমিক	-	২২.১২.১৯৭৭	৩১.১০.১৯৮১
১১.	বেগম আজিজুন নেছা	-	২২.১২.১৯৭৭	০১.০৭.১৯৮২
১২.	ড. আবদুল বাতেন খান	সদস্য, বাংলাদেশ আণবিক শক্তি কমিশন	০৪.০৯.১৯৮১	০৩.০৯.১৯৮৬
১৩.	জনাব এ,এইচ, নূরুল ইসলাম	-	৩১.১০.১৯৮১	২৬.০১.১৯৮২
১৪.	জনাব এম, নুরুস সাফা	ভাইস প্রিন্সিপাল বাংলাদেশ এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ	০১.০৩.১৯৮২	০১.০৩.১৯৮৭
১৫.	ডাঃ এম, আকরাম হোসেন	প্রফেসর, সার্জারী বিভাগ সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ	০১.০৩.১৯৮২	১৫.০৬.১৯৮২
১৬.	জনাব সলিম উদ্দিন আহম্মদ	সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব, সংস্থাপন বিভাগ	০৮.০৩.১৯৮২	৩১.১২.১৯৮৩
১৭.	জনাব শামসুল হক	-	০৬.০৫.১৯৮২	৩১.১২.১৯৮৪
১৮	ডাঃ আবুল কাশেম	প্রফেসর, এনাটমী বিভাগ	১৫.০৭.১৯৮৩	২৮.০১.১৯৮৫
১৯.	ড. মুহম্মদ সিরাজুল ইসলাম	-	১৯.১২.১৯৮৪	৩১.০৩.১৯৮৮
২০.	ব্রিগেঃ (অবঃ) এ,কে,এম, শামসুল ইসলাম	-	১৯.১২.১৯৮৪	১৮.১২.১৯৮৯
২১.	প্রফেসর ড. শাফিয়া খাতুন	সহযোগী অধ্যাপক, শিক্ষা গবেষণা ইন্সটিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১০.০২.১৯৮৫	০৯.০২.১৯৯০
২২.	প্রফেসর এম, এ, হালিম	অতিরিক্ত সচিব	১০.০২.১৯৮৫	০৬.০৮.১৯৮৫
২৩.	জনাব বদরুদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ	১৮.০৪.১৯৮৫	১৭.০৪.১৯৯০
২৪.	প্রফেসর মোঃ আবুল হোসেন	পরিচালক চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন ও হাসপাতাল	১৫.১২.১৯৮৫	১৪.১২.১৯৯০
২৫.	লেঃ কর্নেল (অবঃ) খন্দকার মাহবুবুর রহমান	বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়	১৪.০৯.১৯৮৬	১৩.০৯.১৯৯১
২৬.	জনাব মোঃ আবদুল হাই	-	০৮.০৪.১৯৮৭	১৩.০৪.১৯৮৯
২৭.	প্রফেসর মুহম্মদ আবদুর রকিব	অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	০৭.০৪.১৯৮৮	৩১.০৭.১৯৯২
২৮.	জনাব মোঃ আমিন মিয়া চৌধুরী	কমিশনার, ঢাকা বিভাগ	০৩.০৭.১৯৮৯	৩০.০৬.১৯৯৪

ক্রমিক নম্বর	নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
২৯.	প্রফেসর ড. আব্দুল মান্নান	-	০১.০৪.১৯৯০	৩১.১২.১৯৯৩
৩০.	ব্রিগেঃ (অবঃ) এ,কে,এম, শামসুল ইসলাম	ব্রিগেডিয়ার (অবঃ)	০৭.০৮.১৯৯০	৩১.১২.১৯৯৪
৩১.	জনাব গিয়াস উদ্দিন আহমেদ	চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন	২০.০৩.১৯৯১	৩০.০৯.১৯৯৫
৩২.	ডাঃ এ,এইচ,এম, আবদুর রহমান	সাবেক মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর	৩১.০৩.১৯৯১	০৪.০২.১৯৯২
৩৩.	জনাব এ, এম, আব্দুল মান্নান ভূইয়া	যুগ্মসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	৩০.১২.১৯৯১	৩০.১১.১৯৯৫
৩৪.	প্রফেসর ডাঃ এ,জে,এম, মিজানুর রহমান	পরিচালক, জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান (নিপসম)	২১.০৯.১৯৯২	৩০.০৬.১৯৯৬
৩৫.	প্রফেসর জেরিনা জামান	অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২০.০২.১৯৯৪	১৮.০২.১৯৯৯
৩৬.	জনাব মুহম্মদ আবদুর রকিব	অতিরিক্ত সচিব	১৫.০৮.১৯৯৪	০৪.০৫.১৯৯৯
৩৭.	প্রফেসর মুহম্মদ আযহার উদ-দীন	প্রো-ভিসি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	২৫.০৮.১৯৯৪	২৫.০৮.১৯৯৯
৩৮.	বেগম খোদেজা আযম	অতিরিক্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	০৬.০২.১৯৯৫	৩.০২.২০০০
৩৯.	জনাব সি.ক. মোঃ আবদুল্লাহ	চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা	৩১.১২.১৯৯৫	১৩.০২.১৯৯৯
৪০.	জনাব জিয়াউল হক কুতুব উদ্দিন	কমিশনার, ঢাকা	৩১.১২.১৯৯৫	০১.১২.১৯৯৯
৪১.	প্রফেসর কাজী মশিউর রহমান	অধ্যাপক (আইপিজি এম এন্ড আর) মাইক্রোবায়োলজী বিভাগ, বিএসএমএমইউ	০৪.০৩.১৯৯৭	২৬.০২.১৯৯৯
৪২.	জনাব অরুন কান্তি অধিকারী	চেয়ারম্যান বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন	০৪.০৩.১৯৯৭	০২.০৩.২০০২
৪৩.	জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন খান	প্রধান প্রকৌশলী যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ	০৪.০৩.১৯৯৭	০৬.০১.২০০২
৪৪.	প্রফেসর মুজিবুর রহমান বিশ্বাস	অধ্যাপক, ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	২৪.০৫.১৯৯৭	৩০.১০.২০০১
৪৫.	প্রফেসর খন্দকার বজলুল হক	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৪.০৫.১৯৯৭	২২.০৫.২০০২
৪৬.	জনাব এস,এম, আফাজ উদ্দিন	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	১৯.০৪.১৯৯৯	০৪.০১.২০০০
৪৭.	প্রফেসর মোহাম্মদ মোহাক্কত খান	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৯.০৪.১৯৯৯	১৮.০৪.২০০৪
৪৮.	জনাব আবদুল লতিফ সিকদার	-	১৯.০৪.১৯৯৯	৩১.০৮.১৯৯৯
৪৯.	জনাব মোঃ সিরাজ উদ্দিন আহমেদ	-	২১.০৯.১৯৯৯	১৩.১০.২০০৩
৫০.	প্রফেসর মোঃ সোহরাব আলী	প্রফেসর, বায়োকেমিস্ট্রি, বিএসএমএমইউ	২১.০৯.১৯৯৯	২০.০৯.২০০৪
৫১.	প্রফেসর নাইয়ার সুলতানা	সাবেক মহাপরিচালক, মাউশি	১৪.০২.২০০০	১৫.০৫.২০০৫

ক্রমিক নম্বর	নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৫২.	কাজী গোলাম রসুল	সিনিয়র জজ, বিচার বিভাগ	২৯.০২.২০০০	৩০.১২.২০০৩
৫৩.	প্রফেসর হামিদা বানু	সাবেক মহাপরিচালক, মাউশি	২৯.১০.২০০০	২১.০১.২০০২
৫৪.	জনাব মোঃ ইয়াহিয়া মোল্লা	কমিশনার, বরিশাল বিভাগ	২৮.২.২০০১	২৭.০২.২০০৬
৫৫.	জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক	সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব	০১.১২.২০০১	৩০.১১.২০০৬
৫৬.	প্রফেসর ড. হাসানুজ্জামান চৌধুরী	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১০.০১.২০০২	০৮.০৬.২০০৫
৫৭.	প্রফেসর ডাঃ মোঃ নূরুল ইসলাম	প্রফেসর, শিশু বিভাগ	২৩.০৫.২০০২	২৯.০১.২০০৪
৫৮.	প্রফেসর মোঃ মাহফুজুর রহমান	-	১০.০৯.২০০২	০২.০৪.২০০৭
৫৯.	জনাব মোঃ আবদুর রউফ	-	০৪.০৩.২০০৩	০৩.০৩.২০০৮
৬০.	জনাব লতিফুর রহমান	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	০৭.০২.২০০৪	পদত্যাগ
৬১.	কর্নেল (অনাঃ) প্রফেসর ডাঃ মাহমুদুর রহমান	পরিচালক, নিপসম	২৫.০৪.২০০৪	২৪.০৪.২০০৯
৬২.	অধ্যাপক মোঃ আশরাফুল ইসলাম চৌধুরী	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	৩০.০৫.২০০৪	পদত্যাগ
৬৩.	অধ্যাপক ডাঃ মোঃ নূরুল ইসলাম	অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়	১৪.১০.২০০৪	২৯.০১.২০০৭
৬৪.	জনাব মুহাম্মদ আশরাফ	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	৩১.১০.২০০৪	৩০.১০.২০০৯
৬৫.	প্রফেসর কে,এ,এম শাহাদত হোসেন মন্ডল	অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	০৭.০৬.২০০৫	পদত্যাগ
৬৬.	জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক	চেয়ারম্যান,শিক্ষা বোর্ড, বরিশাল	৬.০৩.২০০৬	পদত্যাগ
৬৭.	প্রফেসর ডাঃ মোঃ ফজলুল হক	অধ্যাপক, শিশু বিভাগ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ	১৭.১০.২০০৬	পদত্যাগ
৬৮.	জনাব মোঃ নুরুন নবী	সরকারের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সচিব	২১.০৬.২০০৭	১০.০১.২০১২
৬৯.	প্রফেসর সুরাইয়া বেগম	সাবেক অধ্যক্ষ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ	২১.০৬.২০০৭	২০.০৬.২০১২
৭০.	মির্জা সামসুজ্জামান	সাবেক রাষ্ট্রদূত	০৮.০৭.২০০৭	৩১.১২.২০১১
৭১.	জনাব এ ওয়াই এম মোশাররফ হোসেন	সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব	০৮.০৭.২০০৭	৩০.০৬.২০১০
৭২.	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবিদুর রেজা খান (অবঃ), পিএসসি	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অবঃ)	১২.০৭.২০০৭	১১.০৭.২০১২
৭৩.	জনাব এহসান শামীম, এনডিসি	সরকারের সাবেক সচিব	১৩.০৩.২০০৮	১২.০৩.২০১৩
৭৪.	অধ্যাপক রাশিদা বেগম	সাবেক অধ্যক্ষ, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ	২৩.০৩.২০০৯	২২.০৩.২০১৪
৭৫.	জনাব মোহাম্মদ হোসেন সেরনিয়াবাত	সরকারের সাবেক সচিব	০৯.০৪.২০০৯	১৬.০৯.২০১২
৭৬.	প্রফেসর ড. এমরান কবির চৌধুরী	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	১৫.০৪.২০০৯	১৪.০৪.২০১৪
৭৭.	জনাব এ.টি. আহমেদুল হক চৌধুরী, পিপিএম	সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক	২৩.০৬.২০০৯	২৪.১১.২০১১
৭৮.	সৈয়দ হাসিনুর রহমান	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৯.০৭.২০০৯	২৭.০৭.২০১৪

ক্রমিক নম্বর	নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৭৯.	জনাব ইকরাম আহমেদ	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৯.০৭.২০০৯	২৩.১২.২০১৩
৮০.	অধ্যাপক ডাঃ ফরিদা আদিব খানম	সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব	২৯.০৭.২০০৯	০১.০১.২০১৪
৮১.	জনাব মুহম্মদ লিয়াকত আলী খান, এনডিসি	সাবেক কারা মহাপরিদর্শক	৩০.১২.২০০৯	২৯.১২.২০১৪
৮২.	জনাব মোঃ ওয়াজেদ আলী খান	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	১৬.০৯.২০১০	১৫.০৯.২০১৫
৮৩.	কাজী নাসিরুল ইসলাম	সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব	২৭.১১.২০১১	০৭.০১.২০১৩
৮৪.	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম তালুকদার	সরকারের সাবেক যুগ্মসচিব	১৫.০৩.২০১২	১১.০৬.২০১৪
৮৫.	জনাব মোঃ জহুরুল আলম, এনডিসি	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	১৫.০৩.২০১২	১৪.০৩.২০১৭
৮৬.	অধ্যাপক ড. শরীফ এনামুল কবির	সাবেক ভিসি ও অধ্যাপক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	০২.০৮.২০১২	০১.০৮.২০১৭
৮৭.	অধ্যাপক ড. মোঃ তোফাজ্জল হোসেন	অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	৩০.০৯.২০১২	৩০.০৩.২০১৫
৮৮.	সমর চন্দ্র পাল	সরকারের সাবেক সচিব	২৫.০৪.২০১৩	৩০.১২.২০১৭
৮৯.	কামরুন নেসা খানম	সরকারের সাবেক সচিব	২৫.০৪.২০১৩	২৮.০২.২০১৮
৯০.	অধ্যাপক ড. এস. এম. আনোয়ারা বেগম	সাবেক অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	২০.০৫.২০১৩	১৯.০৫.২০১৮
৯১.	অধ্যাপক ড. এম. আবুল কাশেম মজুমদার	প্রফেসর, লোক প্রশাসন বিভাগ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	০৭.০৪.২০১৪	২০.০৯.২০১৭
৯২.	জনাব মাইন উদ্দিন খন্দকার	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	০৭.০৪.২০১৪	২৫.১১.২০১৪
৯৩.	ড. মোহাম্মদ সাদিক	সরকারের সাবেক শিক্ষা সচিব	০৩.১১.২০১৪	২৫.০৪.২০১৬
৯৪.	জনাব ফণী ভূষণ চৌধুরী	সরকারের সাবেক সচিব	২৪.১১.২০১৪	২৬.০৩.২০১৬
৯৫.	জনাব উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত	সরকারের সাবেক সচিব	২৫.০১.২০১৫	১০.০৮.২০১৯
৯৬.	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	সরকারের সাবেক সচিব	২৫.০১.২০১৫	২৪.০১.২০২০
৯৭.	প্রফেসর ডাঃ শাহ আবদুল লতিফ	প্রফেসর, ঢাকা মেডিকেল কলেজ	২৫.০১.২০১৫	২৪.০১.২০২০
৯৮.	অধ্যাপক ড. আব্দুল জব্বার খাঁন	অধ্যাপক, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	০৪.০৫.২০১৫	০৩.০৫.২০২০
৯৯.	শেখ আলতাফ আলী	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	১৮.১১.২০১৫	১৭.১১.২০২০
১০০.	জনাব কামাল উদ্দিন আহমেদ	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	১৭.০২.২০১৬	০২.০১.২০২০
১০১.	জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	সাবেক মহাপরিচালক, র‍্যাব (অতিরিক্ত আইজিপি, গ্রেড-১)	১৬.০৫.২০১৬	৩১.১২.২০১৯
১০২.	মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা	সরকারের সাবেক সচিব	২৩.০৮.২০১৭	৩১.১০.২০২১
১০৩.	নূরজাহান বেগম এনডিসি	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৫.০৯.২০১৭	১৫.০৭.২০২২

ক্রমিক নম্বর	নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১০৪.	কাজী সালাহ্উদ্দিন আকবর	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৫.০৯.২০১৭	২৪.০৯.২০২২
১০৫.	প্রফেসর মোঃ হামিদুল হক	সাবেক মহাপরিচালক জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি, নায়েম	০৮.০৩.২০১৮	০৭.০৩.২০২৩
১০৬.	জনাব মোঃ ফজলুল হক	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	২৮.০৫.২০১৮	০৪.১১.২০২১
১০৭.	জনাব আবদুল মান্নান	সরকারের সাবেক সচিব	২৪.০৬.২০১৮	০৩.১১.২০২২
১০৮.	অধ্যাপক ড. নূরজাহান বেগম	অধ্যাপক, কৃষি রসায়ন বিভাগ শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	১৬.০৭.২০১৮	১৫.০৭.২০২৩
১০৯.	জনাব এস.এম. গোলাম ফারুক	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	১৫.০৯.২০১৯	১৪.০৯.২০২৪
১১০.	জনাব ফয়েজ আহম্মদ	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	০৭.০১.২০২০	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)
১১১.	জনাব বিনয় কৃষ্ণ বালা বিপিএম, *পিপিএম*	সাবেক অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক	০৭.০১.২০২০	১৫.০২.২০২৩
১১২.	জনাব ও.এন. সিদ্দিকা খানম	সরকারের সাবেক সচিব	২৭.০২.২০২০	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)
১১৩.	জনাব মোঃ শামীম আহসান	সাবেক সচিব ও রাষ্ট্রদূত	০৪.১০.২০২০	০৫.০৬.২০২৪
১১৪.	অধ্যাপক ডা. উত্তম কুমার সাহা	অধ্যাপক ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্স এন্ড হসপিটাল	২৮.০১.২০২১	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)
১১৫.	জনাব জাহিদুর রশিদ	নির্বাহী পরিচালক (প্রকৌশল) নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড	২৮.০১.২০২১	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)
১১৬.	অধ্যাপক ড. মুবিনা খোন্দকার	অধ্যাপক মার্কেটিং বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	০৭.০২.২০২২	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)
১১৭.	অধ্যাপক ড. দেলোয়ার হোসেন	অধ্যাপক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	০৭.০২.২০২২	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)
১১৮.	জনাব কে এম আলী আজম	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	০৩.১১.২০২২	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)
১১৯.	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান	সরকারের সাবেক সচিব	১১.০১.২০২৩	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)
১২০.	অধ্যাপক ড. সৈয়দ মোঃ গোলাম ফারুক	সাবেক মহাপরিচালক, মাউশি	১১.০১.২০২৩	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)

ক্রমিক নম্বর	নাম	কমিশনে যোগদানের পূর্বে কর্মের অবস্থান	কার্যকাল	
			হতে	পর্যন্ত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১২১.	জনাব মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারী	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	১৭.০৫.২০২৩	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)
১২২.	জনাব হেলালুদ্দীন আহমদ	সরকারের সাবেক সিনিয়র সচিব	১৭.০৫.২০২৩	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)
১২৩.	ড. মোছাম্মৎ নাজমানারা খানুম	সরকারের সাবেক সচিব	১৭.০৫.২০২৩	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)
১২৪.	জনাব মোহাঃ শফিকুল ইসলাম, বিপিএম (বার)	সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি	১৭.০৫.২০২৩	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)
১২৫.	অধ্যাপক ড. প্রদীপ কুমার পাণ্ডে	অধ্যাপক সাংবাদিকতা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	১৮.০৪.২০২৪	০৮.১০.২০২৪ (পদত্যাগ)
১২৬.	ডা: মো: আমিনুল ইসলাম	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	১৫.১০.২০২৪	বর্তমান
১২৭.	জনাব মোঃ সুজায়েত উল্যা	সরকারের সাবেক অতিরিক্ত সচিব	১৫.১০.২০২৪	বর্তমান
১২৮.	ড. নূরুল কাদির	সরকারের সাবেক সচিব	১৫.১০.২০২৪	বর্তমান
১২৯.	ড. মোঃ নাজমুল আমীন মজুমদার	সরকারের সাবেক সচিব	১৫.১০.২০২৪	বর্তমান
১৩০.	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম ভূইয়া	সাবেক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ পুলিশ	০৬.১১.২০২৪	বর্তমান
১৩১.	অধ্যাপক এএসএম গোলাম হাফিজ	অধ্যাপক, কৃষি অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	০৬.১১.২০২৪	বর্তমান
১৩২.	অধ্যাপক ড. এম সোহেল রহমান	অধ্যাপক, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ, বুয়েট	০৬.১১.২০২৪	বর্তমান
১৩৩.	অধ্যাপক ড. চৌধুরী সায়মা ফেরদৌস	অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	০৬.১১.২০২৪	বর্তমান

পরিশিষ্ট-২ (গ)

২০০১-২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের দায়িত্ব পালনকারী সচিববৃন্দের নাম ও কার্যকাল

ক্রমিক	নাম	কার্যকাল	
		হতে	পর্যন্ত
১.	জনাব সৈয়দ আবদুর মুনিম	০৫.০৭.২০০১	১৯.০৬.২০০২
২.	জনাব কাজী আবুল কাসেম	১১.০৯.২০০৩	১৭.০৮.২০০৪
৩.	ডাঃ আবুল কাসেম মাহবুবুল আলম	১৬.০৯.২০০৪	১৬.০২.২০০৫
৪.	জনাব মোঃ আব্দুল মজিদ	১৫.০৩.২০০৫	৩০.০৩.২০০৬
৫.	জনাব এবিএম আবদুল হক চৌধুরী	১০.০৪.২০০৬	২০.০৮.২০০৬
৬.	জনাব মোঃ আবদুস সাত্তার	২০.০৮.২০০৬	১০.১২.২০০৮
৭.	জনাব মোঃ মোখলেছুর রহমান	১১.০১.২০০৯	০১.০২.২০০৯
৮.	জনাব মোঃ আইয়ুবুর রহমান খান	০২.০২.২০০৯	০৮.০২.২০০৯
৯.	জনাব মোঃ হেদায়েতুল্লাহ আল মামুন	০৯.২.২০০৯	০৭.০৪.২০০৯
১০.	জনাব আসলাম ইকবাল	০৭.০৪.২০০৯	১৪.০২.২০১০
১১.	জনাব চৌধুরী মোঃ বাবুল হাসান	০১.০৩.২০১০	০২.০৩.২০১৪
১২.	জনাব একেএম আমির হোসেন	০৩.০৩.২০১৪	০৬.১১.২০১৪
১৩.	জনাব শাহজাহান আলী মোল্লা	১০.১১.২০১৪	২৯.১০.২০১৫
১৪.	জনাব নুরুন্নবী তালুকদার	০৩.১২.২০১৫	৩১.০১.২০১৭
১৫.	বেগম আকতারী মমতাজ	০৮.০২.২০১৭	১৭.১০.২০১৮
১৬.	বেগম ও.এন.সিদ্দিকা খানম	৩০.১০.২০১৮	৩১.১০.২০১৯
১৭.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	২৩.১০.২০১৯	১০.০৬.২০২০
১৮.	জনাব মোছাঃ আছিয়া খাতুন	০৭.০৬.২০২০	০২.০১.২০২২
১৯.	জনাব মুঃ আঃ হামিদ জমাদ্দার	০২.০১.২০২২	০৬.০৬.২০২৩
২০.	জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল	০৭.০৬.২০২৩	১২.০৬.২০২৪
২১.	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী	১৩.০৬.২০২৪	২৩.১০.২০২৪
২২.	ড. মোঃ সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া	২৩.১০.২০২৪	বর্তমান

পরিশিষ্ট-২ (ঘ)

২০২৪ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নম্বর	নাম	পদবি	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১.	ড. মোঃ সানোয়ার জাহান ভূঁইয়া	সচিব	২৩.১০.২০২৪	বর্তমান	-
২.	জনাব মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী	সচিব	১৩.০৬.২০২৪	২৩.১০.২০২৪	
৩.	জনাব মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল	সচিব	০৭.০৬.২০২৩	১৫.০৬.২০২৪	
৪.	ড. মোঃ আব্দুল আলীম খান	যুগ্মসচিব	২৪.০১.২০২৩	২৩.১২.২০২৪	-
৫.	জনাব মোঃ ফজলুর রহমান	প্রকল্প পরিচালক [যুগ্মসচিব]	২১.০৯.২০২০	২১.০৩.২০২৪	-
৬.	জনাব আনন্দ কুমার বিশ্বাস	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক [ক্যাডার] [যুগ্মসচিব]	০৮.১১.২০২১	বর্তমান	-
৭.	জনাব নাসির উদ্দিন আহম্মেদ	যুগ্মসচিব [বাজেট ও উন্নয়ন]	২২.০৮.২০২৪	বর্তমান	
৮.	জনাব আব্দুল্লাহ আল-মামুন	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক [নন-ক্যাডার]	১৪.১১.২০২৩	১০.১০.২০২৪	
৯.	জনাব দিলাওয়েজ দুরদানা	পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক [নন-ক্যাডার]	১৭.১২.২০২৪	বর্তমান	
১০.	জনাব মোঃ খাদেম উল কায়েস	আইন উপদেষ্টা (সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ)	১২.০৩.২০২০	১২.০৯.২০২৪	-
১১.	জনাব মো: বজলুর রহমান	আইন উপদেষ্টা (জেলা ও দায়রা জজ)	২৩.০৯.২০২৪	বর্তমান	
১২.	জনাব মোহাম্মদ গোলাম কিবরিয়া	চেয়ারম্যানের একান্ত সচিব [যুগ্মসচিব]	০৭.০৯.২০২৩	বর্তমান	-
১৩.	জনাব নাসির উদ্দিন আহম্মেদ	উপসচিব [বাজেট ও উন্নয়ন]	০৫.১১.২০২০	২১.০৮.২০২৪	-
১৪.	জনাব এস, এম, সাইদুল ইসলাম	উপপ্রকল্প পরিচালক [উপসচিব]	০১.০৪.২০২১	বর্তমান	-
১৫.	জনাব বিমলেন্দু ভৌমিক	উপপ্রকল্প পরিচালক [উপসচিব]	০১.০৭.২০২৪	বর্তমান	
১৬.	জনাব এ বি এম মাহবুব হোসেন	পরিচালক [উপসচিব]	৩১.০৮.২০২২	০৯.১২.২০২৪	-
১৭.	জনাব মো: জিল্লুর রহমান খাঁন	উপসচিব (প্রশাসন)	০৩.০৩.২০২৪	বর্তমান	

ক্রমিক নম্বর	নাম	পদবি	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১৮.	জনাব মো: জিল্লুর রহমান খাঁন	উপসচিব [অর্থ ও সেবা]	১৬.০৮.২০২০	০৩.০৩.২০২৪	-
১৯.	জনাব তাহমিনা জাকারিয়া	উপসচিব [অর্থ ও সেবা]	০৪.০৩.২০২৪	বর্তমান	
২০.	জনাব সামসুন নাহার সুমি	পরিচালক (উপসচিব)	১৭.১২.২০১৮	৩০.০৫.২০২৪	-
২১.	জনাব আব্দুর রাজ্জাক	সিস্টেম এনালিস্ট	২৯.১১.২০২২	বর্তমান	-
২২.	জনাব মো: হেদায়েতুল ইসলাম মন্ডল	পরিচালক (উপসচিব)	২৩.০২.২০২২	২৭.০৫.২০২৪	-
২৩.	জনাব মো: শাহীন হোসেন	পরিচালক (উপসচিব)	২৮.০৪.২০২২	০৫.০৯.২০২৪	-
২৪.	জনাব কানিজ ফাতেমা তানিয়া	পরিচালক (উপসচিব)	০৬.০৪.২০২২	বর্তমান	-
২৫.	জনাব আসমাউল হুসনা লিজা	পরিচালক (উপসচিব)	১০.১০.২০২৪	বর্তমান	
২৬.	জনাব দিলাওয়েজ দুরদানা	পরিচালক	০২.০৪.২০১২	২২.১০.২০২৪	-
২৭.	জনাব মাসুমা আফরীন	পরিচালক	০২.০৪.২০১২	বর্তমান	-
২৮.	জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান	পরিচালক	০২.০৪.২০১২	বর্তমান	-
২৯.	জনাব মো: নেয়ামত উল্যাহ	পরিচালক	১৬.০২.২০১৪	বর্তমান	-
৩০.	জনাব মোঃ রাশেদুজ্জামান সরকার	পরিচালক	১৭.০৬.২০১৯	বর্তমান	-
৩১.	জনাব কাজী তোফায়েল আহাম্মদ	পরিচালক	০৬.০২.২০২৪	বর্তমান	-
৩২.	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	পরিচালক	০৬.০২.২০২৪	বর্তমান	-
৩৩.	জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম	পরিচালক	০৬.০২.২০২৪	বর্তমান	-
৩৪.	জনাব মোহাম্মদ আজিজুল হক	পরিচালক	২৭.০৩.২০২২	বর্তমান	-
৩৫.	জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম	পরিচালক	০৬.০২.২০২৪	বর্তমান	-
৩৬.	জনাব উম্মে খায়ের কুলসুম	পরিচালক	০১.০৯.২০২২	বর্তমান	-
৩৭.	জনাব মো: আনোয়ার পারভেজ	পরিচালক	০১.০৯.২০২২	বর্তমান	-
৩৮.	জনাব মো: শাহ আলম মিঞা	পরিচালক	২৪.০১.২০২৩	বর্তমান	-
৩৯.	জনাব উম্মে আছমা আয়শা	পরিচালক	২৪.০১.২০২৩	বর্তমান	-
৪০.	জনাব মো: জহিরুল ইসলাম	পরিচালক	২৪.০১.২০২৩	বর্তমান	-
৪১.	জনাব মোঃ শফিউল্লাহ	পরিচালক	২৪.০১.২০২৩	৩১.১২.২০২৪	-
৪২.	জনাব মোঃ জাকির হোসেন	পরিচালক	০৬.০২.২০২৪	বর্তমান	-
৪৩.	জনাব এস, এম, ইসরাফিল হোসেন	পরিচালক	০৬.০২.২০২৪	বর্তমান	-
৪৪.	জনাব মোঃ আশরাফুল ইসলাম	সিস্টেম এনালিস্ট	২৫.১০.২০২৩	বর্তমান	-
৪৫.	জনাব জামিলা শবনম	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	২৯.১২.২০১৯	২১.০৮.২০২৪	-

ক্রমিক নম্বর	নাম	পদবি	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৪৬.	জনাব মোঃ লিয়াকত আলী সেখ	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	২০.১২.২০২১	২৯.০২.২০২৪	-
৪৭.	জনাব সুলতানা রাজিয়া	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	০১.০৬.২০২১	১৫.০২.২০২৪	-
৪৮.	জনাব আ ন ম বদরুদ্দোজ্জা	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	২০.১২.২০২২	১৪.১০.২০২৪	-
৪৯.	জনাব আসমাউল হুসনা লিজা	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	১৭.০৮.২০২২	০৯.১০.২০২৪	-
৫০.	জনাব মৌসুমী জেরীন কান্তা	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	০৪.০৪.২০২২	বর্তমান	-
৫১.	জনাব মোঃ ইমরুল হাসান	সচিবের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব)	০৮.০৬.২০২৩	১৫.০৬.২০২৪	-
৫২.	জনাব হাফিজুল হক	সচিবের একান্ত সচিব (সিনিয়র সহকারী সচিব)	৩০.০৬.২০২৪	বর্তমান	
৫৩.	জনাব দেবদাস চন্দ্র অধিকারী	আইন কর্মকর্তা (যুগ্ম জেলা জজ)	৩১.০১.২০২৪	বর্তমান	
৫৪.	জনাব নুর আহমেদ মাছুম	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	২৭.০৮.২০২৩	১১.১১.২০২৪	
৫৫.	জনাব জান্নাত আরা নাহিদ	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	১১.০৯.২০২৩	বর্তমান	বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়
৫৬.	জনাব সাবিনা ইয়াসমিন	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	০৭.১২.২০২২	২৭.১০.২০২৪	
৫৭.	জনাব মোছাঃ রোকসানা বেগম	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	১৪.০৬.২০২৩	বর্তমান	রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয় (অতি দায়িত্ব)
৫৮.	জনাব নাছরীন আক্তার	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	২৭.১০.২০২৪	বর্তমান	চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়
৫৯.	জনাব কামরুন্নাহার শেফা	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	১৩.০২.২০২৪	বর্তমান	ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়
৬০.	জনাব মোছাঃ রোকসানা বেগম	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	১৪.০৬.২০২৩	বর্তমান	রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়
৬১.	জনাব ফাতেমাতুজ জোহরা	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	২২.১২.২০২৪	বর্তমান	
৬২.	জনাব প্রশান্ত বৈদ্য	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	১১.১২.২০২৪	বর্তমান	

ক্রমিক নম্বর	নাম	পদবি	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৬৩.	জনাব কাজী তোফায়েল আহাম্মদ	উপপরিচালক	০২.০৪.২০১২	০৫.০২.২০২৪	-
৬৪.	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	উপপরিচালক	০২.০৪.২০১২	০৫.০২.২০২৪	-
৬৫.	জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম	উপপরিচালক	০২.০৪.২০১২	০৫.০২.২০২৪	-
৬৬.	জনাব মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম	উপপরিচালক	১৫.১১.২০১২	০৫.০২.২০২৪	-
৬৭.	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান শেখ	উপপরিচালক	১৫.১১.২০১২	বর্তমান	
৬৮.	জনাব জাকির হোসেন	উপপরিচালক	৩১.০৫.২০১৮	০৫.০২.২০২৪	-
৬৯.	জনাব এস, এম, ইসরাফিল হোসেন	উপপরিচালক	৩১.০৫.২০১৮	০৫.০২.২০২৪	-
৭০.	জনাব নাসরিন সুলতানা	উপপরিচালক	০৩.০৬.২০১৩	বর্তমান	ভূতাপেক্ষভাবে
৭১.	জনাব মো: মনজুরুল হক	উপপরিচালক	০৩.০৬.২০১৩	বর্তমান	ভূতাপেক্ষভাবে
৭২.	জনাব মামুন-আল-হাসান	উপপরিচালক	০৩.০৬.২০১৩	বর্তমান	ভূতাপেক্ষভাবে
৭৩.	জনাব নাসরিন জাহান	উপপরিচালক	০৩.০৬.২০১৩	বর্তমান	ভূতাপেক্ষভাবে
৭৪.	জনাব জি.এম. সাইফুল ইসলাম	উপপরিচালক	০৩.০৬.২০১৩	বর্তমান	ভূতাপেক্ষভাবে
৭৫.	জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন	উপপরিচালক	০৩.০৬.২০১৩	বর্তমান	ভূতাপেক্ষভাবে
৭৬.	জনাব মোহাম্মদ ওয়ালিদ আব্দুল্লাহ ফরহাদ	উপপরিচালক	০৩.০৬.২০১৩	বর্তমান	ভূতাপেক্ষভাবে
৭৭.	জনাব হেলেনা বেগম	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৭৮.	জনাব মো: আমিনুল ইসলাম	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৭৯.	জনাব মেছবাহ-উল-আলম	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৮০.	জনাব আফরোজা তানজিন	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৮১.	জনাব শোভন সমদ্দার	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৮২.	জনাব মোঃ মোখলেছ মহসিন	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৮৩.	জনাব রফিকুল ইসলাম	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়
৮৪.	জনাব এস. এস. এম গিয়াস উদ্দিন	উপপরিচালক	৩১.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৮৫.	জনাব পাপিয়া সুলতানা	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৮৬.	জনাব এম, এ মান্নান	উপপরিচালক	১৮.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৮৭.	জনাব শ্যামচরণ প্রামানিক	উপপরিচালক	১১.১০.২০২২	বর্তমান	-
৮৮.	জনাব মো: জাহাঙ্গীর আলম	উপপরিচালক	১১.১০.২০২২	বর্তমান	সাময়িক বরখাস্ত
৮৯.	জনাব মো: শামসুল হুদা	উপপরিচালক	১১.১০.২০২২	২২.০৫.২০২৪	-
৯০.	জনাব মোহাম্মদ ইসলাম শাহ	উপপরিচালক	১৪.০২.২০২৩	০৫.১২.২০২৪	-

ক্রমিক নম্বর	নাম	পদবি	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৯১.	জনাব রুমা খানম	উর্ধ্বতন গবেষণা ও পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	১৪.০২.২০২৩	বর্তমান	-
৯২.	জনাব কৌশিক দেবনাথ	প্রোগ্রামার	২৫.১০.২০২৩	বর্তমান	-
৯৩.	জনাব মোঃ আবু জাফর	উপপরিচালক	০৬.১১.২০২৩	বর্তমান	সাময়িক বরখাস্ত
৯৪.	জনাব মোঃ মাহবুবর রহমান	উপপরিচালক	০৬.১১.২০২৩	১৫.০৯.২০২৪	-
৯৫.	জনাব মোঃ শওকত সেলিম	উপপরিচালক	০৬.১১.২০২৩	৩০.১১.২০২৪	-
৯৬.	জনাব ছন্দা রায়	উপপরিচালক	০৬.১১.২০২৩	বর্তমান	-
৯৭.	জনাব মোঃ লুৎফর রহমান	উপপরিচালক	১৭.১২.২০২৪	বর্তমান	
৯৮.	জনাব মো: আবদুর রহিম হাওলাদার	উপপরিচালক	০৭.১০.২০২৪	বর্তমান	ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়
৯৯.	জনাব এস. এম. মতিউর রহমান	জনসংযোগ কর্মকর্তা	০৬.০৫.২০২৪	বর্তমান	
১০০.	জনাব মোঃ লুৎফর রহমান	সহকারী পরিচালক	০৬.০৮.২০১৭	১৬.১২.২০২৪	-
১০১.	জনাব মোঃ হাবিবুল্লাহ	পরিসংখ্যান কর্মকর্তা	০৩.০৬.২০১৮	বর্তমান	-
১০২.	জনাব মো: আবদুর রহিম হাওলাদার	সহকারী পরিচালক	০৯.০৮.২০১৮	০৬.১০.২০২৪	-
১০৩.	জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন	সহকারী পরিচালক	০৪.০৪.২০১৯	বর্তমান	-
১০৪.	জনাব ইরতিজা খান	সহকারী প্রোগ্রামার	২৯.১০.২০১৯	০১.০৭.২০২৪	-
১০৫.	জনাব রক্তিম চন্দ্র সরকার	সহকারী মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০২.১০.২০১৯	বর্তমান	-
১০৬.	জনাব এস.কে. সালেহ আহমেদ	সহকারী প্রোগ্রামার	০৭.১১.২০১৯	বর্তমান	-
১০৭.	জনাব মো: আলমাসুর রহমান	সহকারী পরিচালক	০৮.০১.২০২০	বর্তমান	-
১০৮.	জনাব সাহিদা খাতুন	লাইব্রেরিয়ান	০৮.০১.২০২০	বর্তমান	-
১০৯.	শেখ মাহফুজুর রহমান	সহকারী পরিচালক	০৩.০২.২০২০	বর্তমান	-
১১০.	জনাব মোঃ জহুরুল হক	সহকারী প্রোগ্রামার	০১.০৯.২০২০	বর্তমান	-
১১১.	জনাব অচিন্ত্য কুমার	সহকারী প্রোগ্রামার	০১.০৯.২০২০	বর্তমান	-
১১২.	জনাব মোঃ আলাউদ্দিন	সহকারী পরিচালক	২৪.০৬.২০২১	বর্তমান	-
১১৩.	জনাব মোঃ জাহিদ হাসান	সহকারী পরিচালক	১৭.০৬.২০২১	৩১.০৩.২০২৪	-
১১৪.	জনাব নাহিদ হোসেন	সহকারী পরিচালক	২২.০৬.২০২১	বর্তমান	-
১১৫.	জনাব তাসমিরা জাহান	সহকারী পরিচালক	১৭.০৬.২০২১	বর্তমান	-
১১৬.	জনাব মো: আজাহারুল আলম	সহকারী সচিব	১৭.০৬.২০২১	বর্তমান	-

ক্রমিক নম্বর	নাম	পদবি	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১১৭.	জনাব মো: শামীমুল ইসলাম	সহকারী সচিব	২২.০৬.২০২১	বর্তমান	-
১১৮.	জনাব সৈয়দ মো: ফজলুল হক	সহকারী পরিচালক	১৬.০২.২০২২	১৩.০৮.২০২৪	-
১১৯.	জনাব শাহানারা বেগম	সহকারী সচিব	০১.১২.২০২২	বর্তমান	-
১২০.	জনাব মো: ছাদেক হোসেন	সহকারী পরিচালক	০১.১২.২০২২	বর্তমান	-
১২১.	জনাব মো: মজিবুর রহমান	সহকারী পরিচালক	০১.১২.২০২২	বর্তমান	-
১২২.	জনাব মোঃ মহিউদ্দীন শামীম	সহকারী পরিচালক	০৯.০২.২০২৩	১০.১১.২০২৪	-
১২৩.	জনাব মোল্যা সোহাগ হোসেন	সহকারী পরিচালক	০৭.০৩.২০২৩	বর্তমান	-
১২৪.	জনাব মোঃ আবুল কাসেম	সহকারী পরিচালক	১২.০৩.২০২৩	বর্তমান	-
১২৫.	জনাব মোহাম্মদ কবীর হোসেন	গবেষণা কর্মকর্তা	২১.০৩.২০২৩	বর্তমান	-
১২৬.	জনাব সেতারা-ই-জামিন	সহকারী পরিচালক	২৬.০৬.২০২৩	বর্তমান	-
১২৭.	জনাব এস.এম.আলমগীর কবির	সহকারী পরিচালক	২৬.০৬.২০২৩	বর্তমান	সাময়িক বরখাস্ত
১২৮.	জনাব মোছাঃ নাজমা বেগম	সহকারী পরিচালক	২৬.০৬.২০২৩	বর্তমান	-
১২৯.	জনাব মোল্যা মোস্তাহিদুর জামান	সহকারী পরিচালক	১৭.০৭.২০২৩	বর্তমান	-
১৩০.	জনাব মোঃ গোলাম মোস্তাফা	সহকারী পরিচালক	২১.০৮.২০২৩	বর্তমান	-
১৩১.	জনাব মোঃ আব্দুর রউফ	সহকারী পরিচালক	২৭.১১.২০২৩	বর্তমান	-
১৩২.	জনাব মোছাঃ মনোয়ারা আক্তার	সহকারী পরিচালক	২৭.১১.২০২৩	বর্তমান	-
১৩৩.	জনাব সুখ রঞ্জন মিত্র	সহকারী পরিচালক	২৭.১১.২০২৩	বর্তমান	-
১৩৪.	জনাব মমতাজ খাতুন	সহকারী পরিচালক	১১.১২.২০২৩	বর্তমান	-
১৩৫.	জনাব নুসরাত জাহান	সহকারী পরিচালক	১১.১২.২০২৩	বর্তমান	-
১৩৬.	জনাব মোঃ শাহজাহান আলী	সহকারী পরিচালক	২১.১২.২০২৩	বর্তমান	-
১৩৭.	জনাব মোঃ গোলাম সারওয়ার পাঠান	সহকারী পরিচালক	২০.১১.২০২৩	বর্তমান	
১৩৮.	জনাব জাবের হোসেন	সহকারী পরিচালক	২৮.০৭.২০২৪	বর্তমান	
১৩৯.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	সহকারী পরিচালক	০৩.০৩.২০২৪	বর্তমান	
১৪০.	জনাব কেফাতুল্লাহ	সহকারী পরিচালক	০৯.০৯.২০২৪	বর্তমান	
১৪১.	জনাব মহানন্দ বর্ম্মন	সহকারী পরিচালক	০৮.১০.২০২৪	বর্তমান	
১৪২.	জনাব মুহাম্মদ কামরুল হুদা হাজারী	হিসাবরক্ষণ র্কমর্কতা	০২.০৬.২০২৪	বর্তমান	-

পরিশিষ্ট-২ (ঙ)

২০২৪ সালে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাগণের নামের তালিকা

(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

ক্রমিক নম্বর	নাম	পদবি	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
১	জনাব মোঃ শাহ আলম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৮.১২.২০১০	বর্তমান	-
২	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৪.০৬.২০১০	০২.০৩.২০২৪	-
৩	জনাব কেফাতুল্লাহ	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৩.০৬.২০১০	০৮.০৯.২০২৪	-
৪	জনাব মহানন্দ বর্ম্মন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৩.০৬.২০১০	০৭.১০.২০২৪	-
৫	জনাব মোঃ রেদওয়ানুল ইসলাম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৩.০৬.২০১০	বর্তমান	-
৬	জনাব মোঃ আবুল খায়ের পাটওয়ারী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৫.০৪.২০১২	বর্তমান	চট্টগ্রাম আঞ্চলিক কার্যালয়
৭	জনাব বিপুল চন্দ্র হালদার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৫.০৪.২০১২	বর্তমান	বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়
৮	জনাব মোঃ ইব্রাহীম মিয়া	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩১.১২.২০১২	বর্তমান	-
৯	জনাব রাবেয়া খাতুন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৫.০৪.২০১৩	বর্তমান	-
১০	জনাব মোঃ আনিসুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭.০৪.২০১৩	বর্তমান	-
১১	জনাব শারমিন আক্তার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১২.১২.২০১৩	বর্তমান	-
১২	জনাব মোসলেমা খাতুন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১২.১২.২০১৩	বর্তমান	-
১৩	জনাব মোছাঃ বুলবুলি খাতুন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৩.০১.২০১৩	বর্তমান	-
১৪	জনাব রোকসানা আক্তার	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৩.০১.২০১৩	বর্তমান	-
১৫	জনাব ইসমত আরা	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৩.০৭.২০১৪	বর্তমান	-
১৬	জনাব পারভীন আক্তার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৩.০৮.২০১৪	বর্তমান	-
১৭	জনাব জুয়েল আহম্মেদ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৩.০৮.২০১৪	বর্তমান	-
১৮	জনাব শাহানারা খানম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৩.০৮.২০১৪	বর্তমান	-
১৯	জনাব মোঃ শাহিনুর আলম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৩.০৮.২০১৪	বর্তমান	-
২০	জনাব তাসলিমা আক্তার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯.১০.২০১৪	বর্তমান	-
২১	জনাব নির্মল চন্দ্র রায়	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১০.০২.২০১৪	বর্তমান	খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয়
২২	জনাব মোঃ আব্দুল হাই সরকার	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১০.০২.২০১৪	বর্তমান	রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়
২৩	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১০.০২.২০১৪	বর্তমান	রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়

ক্রমিক নম্বর	নাম	পদবি	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
২৪	জনাব মোঃ রেজাউল করিম	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১০.০২.২০১৪	বর্তমান	
২৫	জনাব মোহাম্মদ কবীর	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১০.০২.২০১৪	বর্তমান	সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়
২৬	জনাব মোঃ আবু তাহের	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৩.০২.২০১৫	বর্তমান	-
২৭	জনাব কুদরতী নাসির উদ্দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৩.০২.২০১৫	বর্তমান	-
২৮	জনাব মোঃ আকতারুজ্জামান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৬.০৩.২০১৬	বর্তমান	-
২৯	জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৬.০৩.২০১৬	বর্তমান	-
৩০	জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন আহমেদ	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৬.০৩.২০১৬	বর্তমান	-
৩১	জনাব পল্লব কুমার সেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২১.০১.২০১৬	বর্তমান	-
৩২	জনাব মোজাম্মেল হক	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২১.০১.২০১৬	বর্তমান	-
৩৩	জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৪.১০.২০১৬	বর্তমান	-
৩৪	জনাব আলমগীর হোসেন মল্লিক	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২০.১১.২০১৬	২০.০৯.২০২৪	-
৩৫	জনাব মোসলেম উদ্দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২০.১১.২০১৬	বর্তমান	-
৩৬	জনাব মোঃ বেলায়েত হোসেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৭.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৩৭	জনাব মোঃ নজমুল হুদা	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৭.১২.২০১৬	বর্তমান	রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়
৩৮	জনাব মোঃ দুলাল মিয়া	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৭.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৩৯	জনাব শামীমা নাসরিন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৪০	জনাব শাহানাজ পারভীন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৪১	জনাব মোঃ ইব্রাহীম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৪২	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৪৩	জনাব মোঃ রবিউল ইসলাম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৯.১২.২০১৬	বর্তমান	-
৪৪	জনাব মোঃ শাহিনুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০২.০৩.২০১৭	বর্তমান	-
৪৫	জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২০.০৮.২০১৭	বর্তমান	-
৪৬	জনাব এস.এম মোস্তাক আহমেদ	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০২.০৮.২০১৭	বর্তমান	-
৪৭	জনাব হাবিবুর রহমান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৮.০৮.২০১৭	বর্তমান	-
৪৮	জনাব পরীক্ষিত মধু	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৬.০৮.২০১৭	বর্তমান	-
৪৯	জনাব বদিরুজ্জামান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৪.০৮.২০১৭	বর্তমান	-

ক্রমিক নম্বর	নাম	পদবি	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৫০	জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৮.০১.২০১৮	বর্তমান	সিলেট আঞ্চলিক কার্যালয়
৫১	জনাব মোঃ আবদুর করীম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৮.০১.২০১৮	বর্তমান	রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়
৫২	জনাব মোঃ কামাল হোসেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৮.০১.২০১৮	বর্তমান	-
৫৩	জনাব মোঃ আব্দুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৪.০৮.২০১৮	বর্তমান	-
৫৪	জনাব লাবনী খান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৪.০৮.২০১৮	বর্তমান	-
৫৫	জনাব মঞ্জুরুল আহসান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৭.০৯.২০১৮	বর্তমান	-
৫৬	জনাব আবু হাসনাত	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৪.০২.২০১৯	বর্তমান	-
৫৭	জনাব মোঃ আবুল কালাম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩০.০৬.২০১৯	বর্তমান	-
৫৮	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩০.০৬.২০১৯	বর্তমান	-
৫৯	জনাব মুক্তারুন নেছা	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১৫.১২.২০১৯	বর্তমান	-
৬০	জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১৭.১২.২০১৯	বর্তমান	বরিশাল আঞ্চলিক কার্যালয়
৬১	জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৫.১০.২০১৯	বর্তমান	-
৬২	জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৯.০১.২০২০	বর্তমান	-
৬৩	জনাব মোঃ মমিনুল ইসলাম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৪.০৮.২০২০	বর্তমান	-
৬৪	জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৬৫	জনাব মোঃ মোশাররফ হোসাইন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৬৬	জনাব আমেনা বেগম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৬৭	জনাব নূরজাহান খাতুন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৬৮	শ্রীমতি কনিকা রানী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৬৯	জনাব মোঃ আতিকুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৭০	জনাব আব্দুল গনি	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৭১	জনাব মলি খাতুন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৭২	জনাব মোঃ রাশিদুর রহমান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৭৩	জনাব মোঃ আনোয়ারুল কবীর	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৭৪	ছৈয়দ মোহাম্মদ ফরহান উদ্দিন	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২৭.১২.২০২০	বর্তমান	-
৭৫	জনাব এ,বি,এম সামছুউদ্দিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২২.১২.২০২১	বর্তমান	-

ক্রমিক নম্বর	নাম	পদবি	বর্তমান পদে কার্যকাল		মন্তব্য
			হতে	পর্যন্ত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)
৭৬	জনাব ফরিদা পারভীন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২২.১২.২০২১	বর্তমান	-
৭৭	জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৭.০২.২০২২	বর্তমান	-
৭৮	জনাব নিলুফা ইয়াসমিন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২০.০৩.২০২২	বর্তমান	-
৭৯	জনাব আনোয়ার হোসেন	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২০.০৩.২০২২	বর্তমান	-
৮০	জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৬.০৭.২০২২	বর্তমান	-
৮১	জনাব আরিফা আক্তার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৬.০২.২০২৩	বর্তমান	-
৮২	জনাব মোঃ আব্দুল আলীম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৬.০২.২০২৩	বর্তমান	-
৮৩	জনাব মাসুম-ই-ফারুকি	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৬.০২.২০২৩	বর্তমান	-
৮৪	জনাব ইয়াসমিন আক্তার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৫.০৩.২০২৩	বর্তমান	-
৮৫	জনাব উম্মে কুলসুম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৬.০৪.২০২৩	বর্তমান	-
৮৬	জনাব রেজাউল করিম	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২০.০৭.২০২৩	বর্তমান	-
৮৭	জনাব আতিয়া সুলতান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২০.০৭.২০২৩	বর্তমান	-
৮৮	জনাব রাজিব সাহা	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২০.০৭.২০২৩	বর্তমান	-
৮৯	জনাব মোঃ নাজমুল কবীর	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২১.১২.২০২৩	বর্তমান	-
৯০	জনাব রনজু আহম্মেদ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	২১.১২.২০২৩	বর্তমান	-
৯১	জনাব মোহাম্মদ এমদাদুল হক	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	২১.১২.২০২৩	বর্তমান	-
৯২	জনাব মোঃ কামরুজ্জামান	ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	০৮.০৪.২০২৪	বর্তমান	
৯৩	জনাব মোঃ আবুল বাসার	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩১.০৩.২০২৪	বর্তমান	ময়মনসিংহ আঞ্চলিক কার্যালয়
৯৪	জনাব মোঃ আলী আজগর	সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	২২.০৬.২০২৩	বর্তমান	
৯৫	জনাব ফয়সাল আহমেদ ফুয়াদ	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৩১.০৩.২০২৪	বর্তমান	
৯৬	জনাব মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৮.০৪.২০২৪	বর্তমান	
৯৭	জনাব মোঃ এমাজ উদ্দীন চৌধুরী	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৬.০৭.২০২৪	বর্তমান	
৯৮	জনাব রাজিয়া সুলতানা	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৯.০৯.২০২৪	বর্তমান	
৯৯	জনাব দিপক কুমার রায়	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	০৩.১১.২০২৪	বর্তমান	

কমিশন ভবন ও মৃত্যুঞ্জয়ী স্মৃতিস্তম্ভ

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

www.bpsc.gov.bd